খণ্ড ৬, সংখ্যা ১৫

ফেব্রুয়ারি ১-১৫, ২০২৬

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

For e-copy

সমৃদ্ধ ভারত শক্তিশালী কৃষক

প্রাণবন্ত কৃষি ক্ষেত্র আত্মনির্ভর ভারত – এর অন্যতম মূল ভিত্তি। কৃষকরা শক্তিশালী হলে শুধু তাঁদের নিজস্ব সমৃদ্ধিই বাড়ে না, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রামোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সুস্থিতি ও সুনিশ্চিত হয়...

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়

তাঁর প্রয়াণবার্ষিকী ১১ ফেব্রুয়ারিতে জাতির শ্রদ্ধার্ঘ্য

অন্ত্যোদয়ের অগ্রদূত

সর্বজন হিতায় - সর্বজন সুখায়'র আদর্শে জীবন কাটানো পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্ম হয়েছিল ১৯১৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। ১৯৬৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর ভাবনাচিন্তা ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে অনন্য আদর্শ স্থাপন করেছেন। তাঁর অবিচ্ছেদ্য মানবতার দর্শন শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের সমস্যা সমাধানের পথ দেখায়। তিনি অন্ত্যোদয়ের ভাবনা সামনে এনেছিলেন, বিশ্বাস করতেন যে, শেষ সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা শেষতম মানুষটির মুখের হাসি দিয়েই ভারতের অগ্রগতির পরিমাপ করা সম্ভব। বিভিন্ন প্রকল্পের পরিপূর্ণ বিস্তারের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অন্ত্যোদয়ের ভাবনাকেই প্রসারিত করেছেন। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ভাবনা অনুসরণ করে শেষতম ব্যক্তিটির কাছে পৌঁছনোর প্রয়াস এবং ন্যায় স্থাপনই গত ১১ বছর ধরে সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হয়ে থেকেছে...

“

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। তিনি ছিলেন এক দূরদর্শী ভাবুক, যিনি জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। সমাজের প্রান্তিকতম ব্যক্তির উন্নয়নের যে দর্শন তাঁর ছিল, এক শক্তিশালী দেশ হওয়ার যাত্রায় তা আমাদের প্রেরণা যোগায়। তাঁর ত্যাগ এবং প্রগতি ও ঐক্যের প্রতি তাঁর চিন্তাভাবনা আমাদের সম্মিলিত প্রয়াসের এক দিক-নির্দেশক শক্তি হয়ে থেকেছে।

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৬, সংখ্যা ১৫ | ফেব্রুয়ারি ১-১৫, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহা নির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধুরি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুল চাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
অভয় গুপ্তা
সত্যম সিং

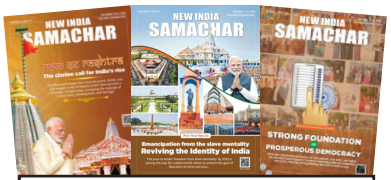

১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার'-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পৃষ্ঠায়

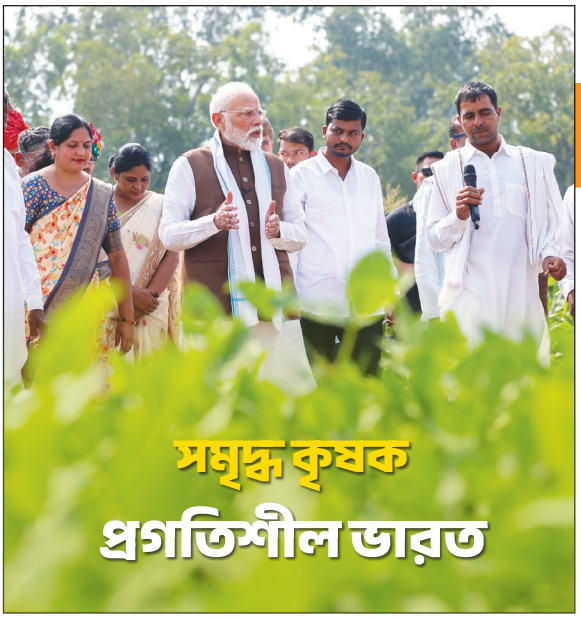

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
কৃষি ও কৃষক কল্যাণ

বীজ থেকে বাজার, দেশের কৃষকদের কল্যাণসাধন সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। কৃষকরাই উন্নত ভারত গঠনে এক প্রধান ভূমিকা পালন করবেন। পরিকল্পনা, নীতি প্রণয়ন ও সর্বস্তরের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে কৃষকদের সহায়তা করা হচ্ছে- বীজ বপণের আগে, বীজ বপণের সময়ে এবং তার পরেও... | ১৪-২৭

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নিবন্ধ

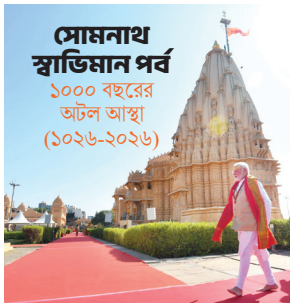

সোমনাথ মন্দিরে প্রথম আক্রমণের সহস্র বর্ষপূর্তিতে সোমনাথ স্বাভিমান পর্বের সূচনা; প্রধানমন্ত্রী মোদীর নিবন্ধ
| ৮-১১

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নিবন্ধ

কাশী-তামিল সঙ্গমম: এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের এক প্রাণবন্ত প্রতীক

কাশী-তামিল সঙ্গমম এবং এর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য নিয়ে পড়ুন প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিশেষ নিবন্ধ
| ৪৮-৫০

সংবাদ একনজরে | ৪-৫

ব্যক্তিত্ব : তিলকা মাঝি
সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক | ৬

ব্রিকস: উন্নয়নশীল দেশের জোরালো কণ্ঠস্বর
ব্রিকস ২০২৬-এর ওয়েবসাইট, মূল ভাবনা এবং লোগোর প্রকাশ | ৭

দুর্দমনীয় সোমনাথ, সমৃদ্ধ ঐতিহ্য
প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, সোমনাথের ধ্বজা আজও সগৌরবে উড়ছে | ১২-১৩

নীতি থেকে উদ্ভাবনে যুব সমাজের বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ
ইয়াং লিডার্স ডায়লগ ২০২৬-এ প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্য | ২৮-২৯

বিশ্ব প্রতিষ্ঠানগুলি ভারত নিয়ে 'বুলিশ'
ভাইব্র্যান্ট গুজরাট আঞ্চলিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্য | ৩০-৩১

পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা, ভারতের সৌর বিপ্লব
প্রকল্পের দু বছর পূর্ণ: ২১ লক্ষেরও বেশি রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন | ৩২-৩৩

'আত্মনির্ভর ভারত'-এর পথে 'বন্দে ভারত' এক্সপ্রেস
উপকৃত সাড়ে ৭ কোটিরও বেশি যাত্রী | ৩৪-৩৬

ভলিবল ভারসাম্যের খেলা
৭২-তম জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী | ৩৭

"পূর্বোদয়" মন্ত্রের উদগাতা: পশ্চিমঙ্গ
প্রধানমন্ত্রী মোদী পশ্চিমবঙ্গকে ৪০৮০ কোটি টাকা মূল্যের উপহার দিলেন | ৩৮-৩৯

অর্থনীতি ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য সাধন করছে অসম
প্রধানমন্ত্রী মোদী কাজিরাঙ্গার জন্য বিশেষ প্রকল্পের সূচনা করলেন | ৪০-৪১

ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান সমগ্র মানবতার জন্য
পিপরাহওয়া পবিত্র ধ্বংসাবশেষের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী | ৪২-৪৩

ভারত বৈচিত্র্যকে গণতন্ত্রের শক্তিতে পরিণত করেছে
২৮-তম কমনওয়েলথ সিএসপিওসি-র উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী | ৪৪-৪৫

জাতীয় স্টার্টআপ দিবস উদযাপন
স্টার্টআপ পরিমণ্ডলের সদস্যদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী মোদী | ৪৬-৪৭

স্বাধীনতা, সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতীক
৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতির ভাষণ | ৪৮-৪৯

শৌর্য্য ও সংস্কৃতির চেতনায় বন্দে মাতরম-এর অনুরণন
৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপনের ঝলক | ৫০-৫৩

সহযোগিতার মাধ্যমে সুদৃঢ় ভারত-জার্মানি বন্ধন
দু-দিনের ভারত সফরে জার্মান চ্যান্সেলর | ৫৭-৫৮

প্রকাশক ও মুদ্রক : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
মুদ্রণ : জে কে অফসেট গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি-২৭৮, ওকলা শিল্পাঞ্চল, ফেজ-১, নতুন দিল্লি-১১০০২০
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, **আরএনআই নং :** DELENG/2020/78811

সম্পাদকের দপ্তর থেকে...

ভারতের 'অন্নদাতা'রা উন্নয়ন যাত্রার দিশা ঠিক করে দিচ্ছেন

শুভেচ্ছা!

ভারতীয় কৃষকরা দেশের উন্নয়ন যাত্রার এক সক্রিয় ও বিশ্বস্ত অংশীদার হয়ে উঠেছেন। আমাদের কৃষকরা শুধু দেশেরই নয়, প্রয়োজনে সারা বিশ্বের লালন-পালন করতে পারেন। ভারত ধান, ডাল, দুধ এবং বেশ কিছু কৃষি পণ্যে বিশ্বের বৃহত্তম উৎপাদক। এই সাফল্য বহু বছরের ধারাবাহিক কঠোর পরিশ্রম, সুস্পষ্ট নীতি-নির্দেশিকা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বের ফল। প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতীয় কৃষির সম্ভাবনাকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। বীজ থেকে বাজারের দিকে এই যাত্রায় ভারত ক্রমাগত তার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে গেছে। বিশ্বজনীন সঙ্কট, অতিমারী এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও তাতে ব্যাঘায় ঘটাতে পারেনি।

গত ১১ বছর ধরে কৃষি ক্ষেত্রকে ঘিরে যে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া হয়েছে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন কৃষকরা। আজ কৃষকরা সহজেই উচ্চমানের বীজ পাচ্ছেন। তাঁদের উৎপাদনের ভিত্তি মজবুত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের আওতায় তাঁদের নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, ছোট ও প্রান্তিক কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষতি থেকে কৃষকদের বাঁচাচ্ছে, তাঁদের ঝুঁকি কমাচ্ছে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছে।

এর পাশাপাশি, কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের মতো প্রয়াসের মাধ্যমে কৃষি পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করে তোলার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। মজুত ভাণ্ডার, হিম-শৃঙ্খল এবং প্রক্রিয়াকরণ সুবিধার বিস্তারের ফলে কৃষকরা এখন তাঁদের ফসলের আরও ভালো দাম পাচ্ছেন। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ন্যাশনাল এগ্রিকালচার মার্কেট (ই-ন্যাম) – এর মতো উদ্যোগ কৃষকদের স্বচ্ছ ও বিস্তৃততর বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করছে। এতে মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর নির্ভরতা কমছে, কৃষকরা সরাসরি ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছেন।

সরকার কৃষিকে কেবল এক প্রথাগত কাজ হিসেবে না দেখে, একে গ্রামীণ সমৃদ্ধির এক শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছে। পশুপালন, ডেয়ারী ক্ষেত্র, মৎস্য ক্ষেত্র, মৌ-পালন ও প্রাকৃতিক কৃষির মতো ক্ষেত্রগুলিকে উৎসাহ দিয়ে কৃষকদের জন্য বিকল্প আয়ের উৎস গড়ে তোলা হয়েছে। এতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন শক্তির সঞ্চার হয়েছে, কর্মসংস্থান বেড়েছে।

কৃষি ক্ষেত্র শক্তিশালী এবং কৃষকরা সমৃদ্ধ হয়ে উঠলে, তবেই উন্নত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। আমাদের কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম, সুস্পষ্ট নীতিসমূহ এবং প্রযুক্তির সংযুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় কৃষি প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেই পথে এগিয়ে চলেছে। এই আত্মবিশ্বাস শুধু যে ভারতকে স্বনির্ভর করে তুলছে তাই নয়, বিশ্ব খাদ্য সুরক্ষায় ভারতের ভূমিকাকেও জোরদার করছে।

আগামী পয়লা ফেব্রুয়ারি পিএম কিষাণ সম্মান নিধির সপ্তম বর্ষপূর্তি। এটি কৃষকদের আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বৃহত্তম পদক্ষেপগুলির অন্যতম। এই প্রেক্ষাপটে কৃষি ও কৃষক কল্যাণের ১১ বছরের রূপান্তরমূলক যাত্রা এই সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, ব্যক্তিত্ব বিভাগে সাঁওতালি বিদ্রোহের নায়ক তিলক মাঝারির সম্পর্কে জানতে পারবেন। পিএম সূর্যঘর যোজনা ও বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মাইলফলক নিয়ে নিবন্ধ রয়েছে। সোমনাথ এবং কাশী – তামিল সঙ্গমম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ নিবন্ধ এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।

ভিতরের প্রচ্ছদে অন্ত্যোদয়ের পথিকৃত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কৃতজ্ঞ জাতির শ্রদ্ধা নিবেদন এবং ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর ৫০তম স্থাপনা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ বিষয়বস্তু এই সংখ্যায় রয়েছে।

অনুগ্রহ করে আপনাদের মতামত আমাদের কাছে পাঠাতে ভুলবেন না।

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি এবং আরও ১১টি ভাষায় এই পত্রিকা পড়ুন/ডাউনলোড করুন।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

মেল বক্স

তথ্য ও জনসচেতনতার এক উপযোগী উৎস

সম্প্রতি আমি পাঠাগারে নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটি হাতে পেলাম। এটি অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ পত্রিকা। এটি তথ্য ও জনসচেতনতার উপযোগী উৎস। অনেক পাঠকের কাছে এই পত্রিকা পৌঁছচ্ছে।

arunendu.k11@gmail.com

সামাজিক প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জানার চমৎকার সুযোগ

বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলি সম্পর্কে জানার জন্য সর্বস্তরের মানুষের কাছে নিউ ইন্ডিয়া সমাচার এক দুর্দান্ত মাধ্যম। এটি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরকারের সংযোগ ঘটায় এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা অনুযায়ী, ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ার সংকল্প সুদৃঢ় করে তোলে।

Sourav Sharma
sharmasourav1261@gmail.com

সুস্পষ্ট, সুসংগঠিত এবং সহজবোধ্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার এক প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তথ্যবহুল পত্রিকা। এটি সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং জাতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে নাগরিকদের সংযোগসাধনের চেষ্টা করে। এর বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট, সুসংগঠিত এবং সহজবোধ্য। বিভিন্ন নীতি, কল্যাণমূলক প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে নিয়ে সহজ ভাষায় লেখা নিবন্ধ এখানে প্রকাশিত হয়। এতে প্রথমবার পড়া পাঠকও অনায়াসে বিভিন্ন জটিল বিষয় বুঝতে পারেন। পাঠকরা জাতীয় প্রয়াসগুলি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। প্রগতি ও জনপরিষেবা নিয়ে যেসব নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, তার মধ্য থেকেই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য বোঝা যায়।

A. Myilsamy
myilsamia@gmail.com

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের শ্রীবৃদ্ধি হোক

আমার নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকা পড়ে দেখার সুযোগ হয়েছে। এর লেখাগুলি চমৎকার। যে সংখ্যাটি আমি পড়ছিলাম, তাতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুকে নিয়ে একটা লেখা ছিল। তিনি যে সংবিধানের প্রতিটি অংশের অলঙ্করণ করেছেন, তা জেনে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দে মাতরম'কে নিয়ে লেখা নিবন্ধটি আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। ঐ সংখ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধটি হ'ল 'সমবায় – এক সুখী সমাজ গঠন'। সমবায় আন্দোলন নিয়ে লেখা এই দীর্ঘ নিবন্ধটি আমার মতো পাঠকের কাছে পৌঁছেছে। নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের শ্রীবৃদ্ধি হোক।

mangalprasadmaity@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা: রুম নং ১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in

আকাশবাণী সমাচার
Akashvani
অল ইন্ডিয়া রেডিও'য় এফএম গোল্ডে প্রতি শনি ও রবিবার বিকেল ৩টে থেকে ৩:১৫ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার শুনতে এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিল এনএইচএআই: কেওয়াইভি বাতিল করা হল

মহাসড়ক ব্যবহারকারীদের বড় ধরনের স্বস্তি দিয়ে জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ এনএইচএআই সব নতুন ফাস্ট্যাগ জারির ক্ষেত্রে নো ইওর ভেহিক্যাল- কেওয়াইভি প্রক্রিয়া বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। যেসব ফাস্ট্যাগ ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে কেওয়াইভি আর বাধ্যতামূলক থাকছে না। কোনও ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হলে তবেই কেওয়াইভি-র প্রয়োজন হবে।

সক্রিয় হওয়ার আগে শক্তিশালী রক্ষাকবচের ব্যবস্থা

- **VAHAN- ভিত্তিক যাচাইকরণ বাধ্যতামূলক :** VAHAN তথ্যভাণ্ডার থেকে যান সম্পর্কিত তথ্য যাচাইয়ের পর তবেই ফাস্ট্যাগ সক্রিয় হবে।
- **সক্রিয় হওয়ার পর যাচাইকরণের প্রয়োজনীয়তা নেই :** ফাস্ট্যাগ সক্রিয় হওয়ার পরেও যাচাইকরণের যে সংস্থান আগে ছিল তা বাতিল করা হয়েছে।
- **রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ভিত্তিক যাচাইকরণ কেবলমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে :** যেসব ক্ষেত্রে VAHAN থেকে যান সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাবে না, সেইসব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ব্যবহার করে এই তথ্য যাচাই করবে। ফাস্ট্যাগ সক্রিয় হওয়ার আগে যাচাইয়ের কাজ করতে হবে। ব্যাঙ্কগুলি এজন্য সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ থাকবে।
- **অনলাইন ফাস্ট্যাগ-ও আওতার মধ্যে :** অনলাইন চ্যানেলের মাধ্যমে যেসব ফাস্ট্যাগ বিক্রি করা হয়েছে, সেগুলিও সক্রিয় করার আগে ব্যাঙ্কগুলিকে তথ্যের যাচাইকরণ করতে হবে।

ভারত জনগণনা ২০২৭

বাড়ির তালিকার আগে স্ব-গণনা

২০২৭ সালে ভারতের জনগণনা বিভিন্ন দিক থেকেই অন্যরকম হবে। এর প্রথম পর্বের জন্য বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছে। প্রথম পর্বে বাড়ির তালিকা তৈরি করা হবে ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে। জনগণনার ইতিহাসে এই প্রথমবার বাড়ির তালিকা তৈরির আগে প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১৫ দিনের জন্য স্বগণনার সুযোগ দেওয়া হবে। এই সময়কালে নাগরিকরা একটি নির্দিষ্ট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিজেদের তথ্য জানাতে পারবেন। এই প্রথম দেশের জনগণনা ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা হবে। জনগণনার কাজ যাতে সব থেকে কম সময়ে শেষ করা যায় সেজন্য তথ্য সংগ্রহের একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই ২০২৭ সালের জনগণনার দ্বিতীয় পর্বে জাত সম্পর্কিত তথ্য ইলেক্ট্রনিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে।

২০২৭ সালের জনগণনা দেশের ষোড়শ জনগণনা হতে চলেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এটি হবে অষ্টম জনগণনা।

এনএইচ-৫৪৪জি নির্মাণের সময় চারটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড

প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং কর্মসম্পাদনে অসাধারণ সাফল্যের প্রমাণ রেখে ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই) জাতীয় মহাসড়ক ৫৪৪ জি-র অঙ্গীভূত বেঙ্গালুরু-কারাপা-বিজয়ওয়াড়া অর্থনৈতিক করিডর নির্মাণকালে চারটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তৈরি করেছে।

এনএইচএআই এই কাজ করেছে একটি নির্মাণ সংস্থার সঙ্গে সহায়তার ভিত্তিতে। ৬ লেনের জাতীয় জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের আওতায় এধরনের কর্মসম্পাদনে সারাবিশ্বে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে এই সংস্থা।

দুটি বিশ্ব রেকর্ড তৈরি হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের পুত্তাপার্থী এলাকায় ২০২৬-র ৬ জানুয়ারি। ২৮.৮৯ কিলোমিটার জুড়ে বিটুমিন কংক্রিট পাতা হয়েছে। এই প্রথম ২৪ ঘন্টার মধ্যে এত দীর্ঘ পথে এই কাজ হয়েছে। এই দিনে ১০,৬৫৫ উন্নতমানের বিটুমিন কংক্রিট পাতা হয়েছে-এটিও একটি রেকর্ড।

২০১৬-এর ১১ জানুয়ারি তৈরি হয়েছে আরও একটি বিশ্ব রেকর্ড।

১৫৬ কিলোমিটার জুড়ে ধারবাহিকভাবে ৫৭,৫০০ মেট্রিক টন বিটুমিন কংক্রিট ঢালা হয়েছে। এর আগে একই দিনে সর্বোচ্চ ৮৪.৪ কিলোমিটার রাস্তায় এই ধরনের কাজ হয়েছে।

২৪ ঘন্টায়

- ২৪ ঘন্টায় ২৮.৮৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কে ধারাবাহিকভাবে বিটুমিনাস কংক্রিট পাতা
- সর্বোচ্চমানের ১০.৬৫৫ মেট্রিক টন বিটুমিনাস কংক্রিট ধারাবাহিকভাবে পাতা হয়েছে
- ৫৭,৫০০ মেট্রিক টন বিটুমিন কংক্রিট ঢালা হয়েছে – যা একটি নজির।
- ১৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তায় ধারাবাহিকভাবে বিটুমিন কংক্রিট ঢালা হয়েছে – এটিও একটি নজির।

স্বদেশ দর্শন প্রকল্প : এক দশকে ১১০টিরও বেশি প্রকল্প তৈরি হয়েছে

"বহু মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি আনার ক্ষমতা পর্যটন ক্ষেত্রের রয়েছে। আরও বেশি মানুষ যাতে অতুলনীয় ভারতের অনন্য অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন, সেজন্য পর্যটন ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রয়াস কেন্দ্রীয় সরকার ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাবে।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অঙ্গীকারের ফসল হিসেবে গত এক দশকে স্বদেশ দর্শন এবং স্বদেশ দর্শন ২.০ এর আওতায় বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্রে ১১০টি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে রামায়ণ, বৌদ্ধ, উপকূলীয়, জনজাতি প্রভৃতি বিভিন্ন সার্কিট রয়েছে।

২০২৪ সালে ভারতে

২.০৫৭

কোটি বিদেশী পর্যটক এসেছেন, ভারত পর্যটন ক্ষেত্র থেকে ২.৯৩ লক্ষ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা আয় করেছে।

জনস্বাস্থ্য পরিচর্যায় গুণগত মানের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি

ভারত সরকার ক্রমাগত স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি সেগুলিকে আধুনিক ও উন্নত সুযোগ-সুবিধায় সজ্জিত করে তোলা হচ্ছে। এরই ফলস্বরূপ ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ৫০,৩৭৩টি জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাশিওরেন্স সার্টিফিকেট (এনকিউএএস) দেওয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে গুণগত মান, সুরক্ষা এবং রোগী কেন্দ্রিক পরিচর্যার প্রতি সরকারের অটল অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে। ২০১৫ সালে মাত্র ১০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে নিয়ে এই কর্মসূচি চালু হয়েছিল। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫০,৩৭৩। এর মধ্যে ৪৮,৬৬৩টি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির এবং ১,৭১০টি মাধ্যমিক স্তরের পরিচর্যা কেন্দ্র রয়েছে।

সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রায় ৮০ বছর আগে তিলকা মাঝি নামে এক সাঁওতালি জনজাতি নেতা শুধুমাত্র তীর-ধনুক সম্বল করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূত্রপাত করেছিলেন। জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্রিত করে তিনি এক সৈন্যদল গঠন করেছিলেন। ১৭৮৪ সালের বিখ্যাত সাঁওতাল বিদ্রোহে তিনি নেতৃত্ব দেন। তাঁর সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোষাগার লুঠ করেন, এজন্য তাঁর ফাঁসি হয়। তিনি যে শুধু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় সাহস দেখিয়েছিলেন তাই নয়, সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

জন্ম : ফেব্রুয়ারি ১১, ১৭৫০ । শহীদত্ব প্রাপ্তি : জানুয়ারি ১৩, ১৭৮৫

জনজাতি সম্প্রদায়কে ছাড়া ভারতের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কোনও কিছুই সম্পূর্ণ নয়। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে, ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় জনজাতিদের শৌর্যের চিহ্ন রয়েছে। এমনই এক নায়ক হলেন তিলকা মাঝি, যিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সেই সময় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা কেউ ভাবতেও পারেনি। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগে ১৭৮৪ সালে তাঁর নেতৃত্বেই সাঁতালদের 'দামিন সত্যাগ্রহ' পরিচালিত হয়েছিল। সে ছিল এমন এক সময়, যখন ব্রিটিশরা যেন তেন প্রকারে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল, মা ভারতীকে একের পর এক শিকলে বাঁধার চেষ্টা করছিল।

বিহারের ভাগলপুরের সুলতানগঞ্জে এক সাঁওতালি পরিবারে ১৭৫০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তিলকা মাঝির জন্ম হয়। তাঁর শৌর্য ব্রিটিশদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। বলা হয়, তাঁর আসল নাম ছিল জাবরা পাহাড়িয়া। ব্রিটিশ অফিসাররা নাকি তাঁর ভয়ঙ্কর, লাল চোখ দেখে তাঁকে 'তিলকা' নাম দেয়। পাহাড়িয়া ভাষায় তিলকা শব্দের অর্থ হল, লাল চোখের রাগী মানুষ। সব নথিপত্রে এটাই তাঁর পরিচয় হয়ে ওঠে এবং তিনি তিলকা নামেই ইতিহাসে অমর হয়ে যান। দীর্ঘ সংগ্রামে তিলকা মাঝি কখনও ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। তিনি কখনও ভয় পাননি, মাথা নোয়াননি।

তিনি যে শুধু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তাই নয়, স্থানীয় ঋণদাতা ও জমিদারদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ১৭৭৮ সালে পাহাড়িয়া প্রধানদের সঙ্গে নিয়ে তিনি রামগড় ক্যাম্পকে ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করেন। ১৭৮৪ সালে তিনি রাজমহলের ম্যাজিস্ট্রেট ক্লিভল্যান্ডকে খুন করেন। এর পরই ব্রিটিশরা তাঁকে ধরতে লাগাতার অভিযান চালায় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারির পর একটি ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে টানতে টানতে তাঁকে ভাগলপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৭৮৫ সালের ১৩ জানুয়ারি ভাগলপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় বটগাছে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তিলকা মাঝিকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী বলা হয়। ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর নামাঙ্কিত করা হয়েছে। বিশিষ্ট বাঙালি লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী তাঁর জীবন ও বিদ্রোহ নিয়ে 'শালগিরের ডাকে' শীর্ষক একটি উপন্যাস লেখেন। এটি হিন্দিতে অনুদিত হয়ে 'শালগিরা কি পুকার পর' নামে প্রকাশিত হয়। ২০২৩ সালের ২৯ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠানে তিলকা মাঝিকে স্মরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে জনজাতি যোদ্ধাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। এই মাটিতেই তিলকা মাঝি অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। ২০২৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বিহারের ভাগলপুরে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা করার সময়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই মাটিতে বিকশিত ভারতের উপযুক্ত আস্থা, ঐতিহ্য ও সম্ভাবনা রয়েছে। এ হল শহীদ তিলকা মাঝির মাটি। এটি সিল্ক সিটিও বটে। অন্যান্য অনুষ্ঠানেও প্রধানমন্ত্রী তিলকা মাঝির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

BRICS
INDIA 2026

ব্রিকস

দক্ষিণী বিশ্বের শক্তিশালী কণ্ঠস্বর

ব্রিকস ২০২৬-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবে ভারত

জি-২০-র মতো প্রভাবশালী সংগঠন অথবা ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স (ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ)-এর ২০২৬-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন – গত এক দশক ধরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত তার শক্তিশালী অবস্থানকে দৃঢ় করেছে। এখন সেই সাফল্যে আরেকটি পালক যুক্ত হল। ২০২৬ সালে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে ভারত নেতৃত্ব দেবে। বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 'ব্রিকস, ২০২৬'-এর ওয়েবসাইট, থিম এবং লোগোর সূচনা করেছেন ···

ব্রিকস বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতামূলক মঞ্চ। দক্ষিণী বিশ্বের কণ্ঠস্বরকে এই মঞ্চ শক্তিশালী করে তুলছে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এই গোষ্ঠীর সদস্য রাষ্ট্রগুলির বাসিন্দা। পৃথিবীর মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪০% আসে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির থেকে। ভারতের নেতৃত্বে ব্রিকস, ২০২৬-এর মূল ভাবনা 'প্রাণবন্ত ব্যবস্থাপনা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং সুস্থায়ী উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ'। btovd2026.gov.in ব্রিকস ২০২৬-এর সরকারি ওয়েবসাইট।

ব্রিকস-এর চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ

- **প্রাণবন্ত:** বিশ্বজুড়ে সরবরাহ শৃঙ্খল, স্বাস্থ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যার মোকাবিলায় দক্ষতা বৃদ্ধি।
- **উদ্ভাবন:** ডিপিআই, ফিনটেক, কৃত্রিম মেধা এবং বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তথ্যের আদানপ্রদানকে উৎসাহিত করা।
- **সহযোগিতা:** ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নীতি গ্রহণ, আর্থিক সহযোগিতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসনিক সংস্কার এবং জনসাধারণের মধ্যে অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করতে সহযোগিতা বৃদ্ধি।
- **সুস্থায়ী উদ্যোগ :** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান, পরিবেশ-বান্ধব বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থায়ন, জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ বৃদ্ধি করা।

বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ১৩ জানুয়ারি এই ওয়েবসাইটের সূচনা করেন। দক্ষিণী বিশ্বের কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে এবারের সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এছাড়াও, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন নীতি, কৃত্রিম মেধা উদ্ভাবনের মতো বিষয়গুলি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হবে। ব্রিকস বিশ্বের ১১টি উদীয়মান অর্থনীতিকে অভিন্ন এক মঞ্চে নিয়ে এসেছে। এই গোষ্ঠীতে প্রথমে সদস্য ছিল ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। পরবর্তীতে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান এবং ইন্দোনেশিয়া নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরামর্শে ভারত এই গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেওয়ার সময় 'মানবতাকে প্রথম' এবং 'জন-কেন্দ্রিক' উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এর ফলে, ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি অভিন্ন নানা সমস্যার সমাধান করতে সুষম এবং সর্বাঙ্গীণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। এবারের সম্মেলনের মূল ভাবনা রাখা হয়েছে সদস্য রাষ্ট্রগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনে উৎসাহদান এবং সকলে যাতে উপকৃত হয়, সেই ধরনের সুস্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব

১০০০ বছরের অবিচল আস্থা (১০২৬-২০২৬)

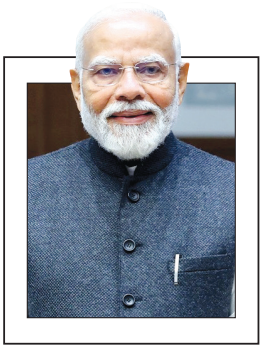

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

সোমনাথ মন্দিরের ওপর প্রথম হামলার ১০০০ বছর পূর্তি হল ২০২৬ সালে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানা সময়ে হামলা সত্ত্বেও সোমনাথ মন্দির আজ ভারতের অদম্য মানসিকতার প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সোমনাথের কাহিনী শুধুমাত্র একটি মন্দিরের গল্প বলে বিবেচনা করা যায় না, বরং বলা চলে, ভারতমাতার অগণিত পুত্র-কন্যার অবিচল সাহসের এক ইতিকথা – যাঁরা দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছেন। সোমনাথে প্রথম হামলার ১০০০ বছর পূর্তি আমরা পালন করছি। ১০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে এই মন্দিরের ওপর প্রথম হামলা চালানো হয়। পুনর্গঠিত সোমনাথ মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছিল ১৯৫১ সালে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের উপস্থিতিতে। এ বছর সেই উদ্বোধনের ৭৫ বছর পূর্তি। জানুয়ারি মাসে সোমনাথ স্বাভিমান পর্বের সূচনা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বিষয়ের ওপর যে নিবন্ধটি লিখেছেন, এখানে সেটি তুলে ধরা হল ···

সোমনাথ ··· এই শব্দটি শোনামাত্র আমাদের হৃদয়ে গর্ববোধ সঞ্চারিত হয়। ভারতের আত্মার শাশ্বত যোগ রয়েছে এই স্থানের সঙ্গে। সুবিশাল এই মন্দিরটি ভারতের পশ্চিম তটে গুজরাটে অবস্থিত। এই জায়গাটির নাম প্রভাস পাটন। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের স্তোত্রে ভারতের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই স্তোত্র শুরু হয়েছে "**सौराष्ट्रे सोमनाथं च..**"- এর মধ্য দিয়ে আমাদের সভ্যতায় প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ হিসেবে সোমনাথের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। এই স্তোত্রে বলা হয়েছে :

सोमलिङ्गं नरो दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते।
लभते फलं मनोवाञ्छितं मृतः स्वर्गं समाश्रयेत्॥

অর্থাৎ, সোমনাথ শিবলিঙ্গ যিনি দর্শন করবেন, তিনি সব ধরনের পাপ থেকে মুক্ত হবেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে এবং মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গলাভ করবেন।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, এই সোমনাথে লক্ষ লক্ষ পূজ্যপাদ এবং ভক্ত যেমন এসেছেন, পাশাপাশি এখানে বিদেশি হামলাকারীরাও হামলা চালিয়েছে। এই বিদেশি হামলাকারীদের একটিই উদ্দেশ্য ছিল, তা হল ধ্বংস করা।

সোমনাথ শিবলিঙ্গ যিনি দর্শন করবেন, তিনি সব ধরনের পাপ থেকে মুক্ত হবেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে এবং মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গলাভ করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর লিখিত নিবন্ধটি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

এই মন্দির গৌরবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সোমনাথকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অগণিত উদ্যোগই এর মূল কারণ। এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের ৭৫ বছর পূর্তি হচ্ছে ২০২৬ সালে। ১৯৫১ সালের ১১ মে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের উপস্থিতিতে পুনর্গঠিত মন্দিরের দরজা ভক্তদের উদ্দেশে খুলে দেওয়া হয়।

২০২৬ সাল সোমনাথ মন্দিরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই মহান তীর্থক্ষেত্রে আজ থেকে ঠিক ১০০০ বছর আগে প্রথম হামলা চালানো হয়।

১০২৬ সালের জানুয়ারিতে গজনীর মাহমুদ এই মন্দিরে হামলা চালায়। উদ্দেশ্য ছিল, আস্থা এবং সভ্যতার মহান এক প্রতীককে হিংসাত্মক ও বর্বরোচিত হামলার মধ্য দিয়ে ধ্বংস করা।

১০০০ বছর পেরিয়ে গেছে। এই মন্দির গৌরবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সোমনাথকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অগণিত উদ্যোগই এর মূল কারণ। এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের ৭৫ বছর পূর্তি হচ্ছে ২০২৬ সালে। ১৯৫১ সালের ১১ মে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের উপস্থিতিতে পুনর্গঠিত মন্দিরের দরজা ভক্তদের উদ্দেশে খুলে দেওয়া হয়।

আজ থেকে হাজার বছর আগে ১০২৬ সালে সোমনাথে প্রথম হামলা চালানো হয়।

এই শহরের মানুষদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চলে। এই তীর্থস্থানের ওপর সেই হামলার বিবরণ আমরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিলে পেয়ে থাকি। আপনারা যখন সেগুলি পড়বেন, তখন হৃদয় কেঁপে উঠবে। সেই লেখার প্রতিটি ছত্রে নিষ্ঠুরতা এবং দুঃখের যে বর্ণনা আছে, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিকে হয়ে যায়নি।

একবার কল্পনা করুন, ভারতের ওপর এই হামলার কি প্রভাব পড়েছিল, এ দেশের মানুষের মনোবলের ওপর তার কি প্রভাব পড়েছিল। আধ্যাত্মিক দিক থেকে সোমনাথের গুরুত্ব অপরিসীম। উপকূলীয় অঞ্চল হওয়ায় এখানকার সমাজও অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী ছিল। সমুদ্রযাত্রা করে ব্যবসায়ীরা এখানে আসতেন এবং এই অঞ্চলের কথা তাঁরা নানা জায়গায় প্রচার করতেন।

তবে, আমি অত্যন্ত গর্বিত যে সোমনাথে হামলার ১০০০ বছর পরও এই মন্দির ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য পরিচিত হয়নি। ভারতমাতার কোটি কোটি সন্তানের অবিচল সাহসের প্রতীক হয়ে উঠেছে এই মন্দির।

আজ থেকে ১০০০ বছর আগে ১০২৬ সালে যে মধ্যযুগীয় বর্বরতার সূচনা হয়েছিল, তা অন্যদেরও সোমনাথের ওপর হামলা চালাতে 'অনুপ্রাণিত' করে। এই সময় থেকে আমাদের জনগণ এবং সভ্যতাকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার উদ্যোগ শুরু হয়। কিন্তু, যতবার এই মন্দিরে হামলা চালানো হয়েছে, আমাদের নাগরিকেরা তাকে প্রতিহত করেছেন, তাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিতে পিছপা হননি। প্রতিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে

নাগরিকেরা আমাদের এই মহান সভ্যতাকে রক্ষা করেছেন, তাঁরা মন্দিরের সংস্কার ও পুনর্গঠন করেছেন। সেই একই মাটিতে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি যে মাটিকে অহল্যাবাঈ হোলকারের মতো মহান ব্যক্তিত্বরা সমৃদ্ধ করেছেন। সোমনাথে ভক্তজনেরা যাতে প্রার্থনা করতে পারেন, অহল্যাবাঈ হোলকার তা নিশ্চিত করেছেন। এই মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের।

১৮৯০ সালে স্বামী বিবেকানন্দ সোমনাথ দর্শনের সময়ে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। ১৮৯৭ সালে চেন্নাইয়ে এক বক্তৃতায় তিনি তাঁর সেই অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেছিলেন, "দক্ষিণ ভারতের এ ধরনের কিছু প্রাচীন মন্দির এবং গুজরাটের সোমনাথের মতো মন্দিরগুলি আপনাকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দেবে। আপনি ইতিহাসের গভীর ঢোকার বিষয়ে আগ্রহী হবেন। যে কোনো বইয়ের থেকে অনেক বেশি আপনি এখান থেকে জানতে পারবেন। এই মন্দিরগুলি হাজার হাজার বার হামলার শিকার হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু সেই ধ্বংসের মধ্য থেকে এগুলি কিভাবে আবার দাঁড়িয়েছে তা জানার বিষয়! এটি হল জাতীয় চেতনা, জাতীয় ভাবনা। এটি আমাদের অনুসরণ করতে হবে যা আমাদের গর্বিত করে। যদি এই ভাবনাকে আপনি বিসর্জন দেন, তাহলে আপনি বাঁচবেন না। সেই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিনাশ ঘটবে।"

সোমনাথ মন্দিরের পুনর্গঠনের পবিত্র কর্তব্য পালন করা হয়েছে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মাধ্যমে। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ সালের দেওয়ালির সময় তিনি যখন এই মন্দিরে এসেছিলেন, তখন এতটাই ভারাক্রান্ত হয়ে যান যে, এই মন্দিরের পুনর্গঠনের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। অবশেষে, ১৯৫১ সালের ১১ মে সোমনাথের সুবিশাল মন্দিরের দরজা ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মহান সর্দার সাহেব সেই ঐতিহাসিক দিনটি প্রত্যক্ষ করেননি, কারণ তার আগেই তাঁর জীবনাবসান হয়। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন না। মাননীয় রাষ্ট্রপতি সহ মন্ত্রীরা এই বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগদান করুন, তিনি সেটিও চাননি। তিনি বলেছিলেন, এই অনুষ্ঠান ভারতের সম্পর্কে একটি খারাপ ধারণা তৈরি করবে। কিন্তু, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। আর বাকিটা তো ইতিহাস। সোমনাথের এই কাহিনীতে কে এম মুন্সির নাম উল্লেখ না করলে সম্পূর্ণ হবে না। শ্রী মুন্সি সর্দার প্যাটেলকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছেন। সোমনাথ নিয়ে তাঁর কাজ এবং 'সোমনাথ : দ্য শ্রাইন ইটারনাল' বইটি যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ এবং শিক্ষণীয়।

১০০০ বছর পরও সমুদ্র আজও একইভাবে গর্জন করছে। সমুদ্রের ঢেউ একইভাবে সোমনাথের উপকূলে আছড়ে পড়ছে। এর মধ্য দিয়ে সেই কাহিনীই সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে যে, ক্রমশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াও, বারবার দাঁড়াও।

মুন্সিজির বইয়ের শিরোনাম থেকে এটি স্পষ্ট যে আমরা সেই সভ্যতার ধারক, যে সভ্যতা শাশ্বত এক মানসিকতাকে বহন করে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যা শাশ্বত তা ধ্বংস করা যায় না। গীতার এক বিখ্যাত শ্লোক এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য "**नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि**"। আমাদের সভ্যতার অদম্য মানসিকতার আদর্শ উদাহরণ সোমনাথ। এই মন্দির সব ধরনের ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়েও মাথা উঁচু করে গর্বের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই একই মানসিকতা আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিশ্বজুড়ে উন্নয়নের আবহে ভারত আজ উজ্জ্বলতম স্থান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বৈদেশিক হামলা এবং ঔপনিবেশিক লুঠতরাজ হয়ে এসেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। আমাদের দেশের মানুষের মূল্যবোধ ও অধ্যবসায়ের কারণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত যে কোনো চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে বর্তমানে অবস্থান করছে। সারা বিশ্বের কাছে ভারত আশার প্রতীক। সারা পৃথিবী আমাদের তরুণ উদ্ভাবকদের জন্য বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। আমাদের শিল্প, সংস্কৃতি, সঙ্গীত এবং বিভিন্ন উৎসব আজ আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত। যোগ এবং আয়ুর্বেদের বিশ্বজুড়ে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন সম্ভব। পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এখন ভারত থেকেই পাওয়া যায়।

আবহমান কাল থেকে সোমনাথ সমাজের বিভিন্ন ধারার মানুষকে একত্রিত করেছে। শত শত বছর আগে শ্রদ্ধেয় এক জৈন সন্ন্যাসী কলিকাল সর্বাঘ্ন হেমচন্দ্রাচার্য সোমনাথে এসেছিলেন। সেখানে প্রার্থনার পর তিনি যে স্তোত্র উচ্চারণ করে সেটি হল - "**भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याः क्षयमुपगता यस्य।**" অর্থাৎ, সেই ব্যক্তিকে আমি শ্রদ্ধা জানাই যাঁর মধ্যে জাগতিক সব উপাদান ধ্বংস হয়ে গেছে, যে কোনো দুঃখ-কষ্ট এবং আবেগের গণ্ডি ছাড়িয়ে যিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। আজ সোমনাথ সেই ক্ষমতাই বহন করে, যার মধ্য দিয়ে আমাদের মন এবং আত্মা জাগ্রত হয়।

১০২৬ সালে সোমনাথের ওপর হামলার ১০০০ বছর পর সমুদ্র আজও একইভাবে গর্জন করছে। সমুদ্রের ঢেউ একইভাবে সোমনাথের উপকূলে আছড়ে পড়ছে। এর মধ্য দিয়ে সেই কাহিনীই সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে যে, ক্রমশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াও, বারবার দাঁড়াও।

অতীতের হামলাকারীরা এখন ধূলায় মিশে গেছে। তাদের নামগুলি ধ্বংসকারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে ইতিহাসের পাদটীকায় ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু, সোমনাথ আজও স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। দিকচক্রবালের প্রান্তে সোমনাথের এই অবস্থান আমাদের সেই শাশ্বত ভাবনাকে স্মরণ করায় যা ১০২৬ সালের হামলার পরেও অদম্য অবস্থায় রয়েছে। সোমনাথ আশার বাণী শোনায়। ঘৃণা এবং ধর্মান্ধতা হয়তো সাময়িকভাবে ধ্বংসের শক্তিকে ইন্ধন যোগায়, কিন্তু আস্থা ও শুভশক্তি শাশ্বত সেই ভাবনাকে আবারও গড়ে তোলার শক্তি যোগায়।

সোমনাথ মন্দির যদি ১০০০ বছর আগে হামলার শিকার হয় এবং তারপরও বারবার হামলা সত্ত্বেও মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমাদের এই মহান দেশ তার গর্বের ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে পারবে। এই ঐতিহ্য হামলার আগেও এ দেশে ছিল। শ্রী সোমনাথ মহাদেবের আশীর্বাদধন্য হয়ে আমরা বিকশিত ভারত গড়ার জন্য আমাদের সঙ্কল্পকে পুনর্ব্যক্ত করছি, যেখানে আমাদের সভ্যতার থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সারা বিশ্বের কল্যাণে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের পথ দেখাবে। ●

জয় সোমনাথ!

অবিনশ্বর সোমনাথ
সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য

সোমনাথ শুধুমাত্র একটি পবিত্র তীর্থস্থানই নয়, এটি হল ভারতের চিরায়ত সভ্যতার এক প্রতীক, আস্থা, অবিচল প্রাণশক্তি এবং একতার মধ্য দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই মন্দির অনুপ্রেরণার বার্তা যোগায়। ১১ জানুয়ারি গুজরাটে সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, হামলার ১০০০ বছর পরেও সোমনাথ মন্দিরের চূড়ায় ধ্বজা এখনও উড়ছে, এর মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বের কাছে ভারতের শক্তি এবং মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে ...

গজনী থেকে ঔরঙ্গজেব – সোমনাথের ওপর বিভিন্ন সময়ে অনুপ্রবেশকারীরা হামলা চালিয়েছে। তারা ভেবেছিল, তলোয়ার দিয়ে শাশ্বত সোমনাথকে দখল করবে। কিন্তু, তারা সোমনাথ নামের অর্থই উপলব্ধি করতে পারেনি। 'সোম' শব্দের অর্থ অমৃত। বিষপান করেও অমরত্বের ধারণা এই শব্দের মধ্যে রয়েছে। এর মাধ্যমে সদাশিব মহাদেবের ক্ষমতা প্রতিফলিত হয় যিনি একাধারে ছিলেন হিতৈষী, অন্যদিকে ক্ষমতার উৎস। সোমনাথ স্বাভিমান পর্বে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আজ সময়চক্র ঘোরার সময় এসেছে, যেখানে সোমনাথকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে যারা এসেছিল, তারা আজ শুধু ইতিহাসের পাতাতেই ঠাঁই পেয়েছে। আর সোমনাথ মন্দির মহাসাগরের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ধর্ম ধ্বজা আকাশে উড্ডীয়মান। এই মন্দিরের চূড়া ঘোষণা করছে : **चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः!** অর্থাৎ, আমি চন্দ্রশেখর শিবের আশ্রয় নিয়েছি। কেউ যদি আমাকে হত্যা করতে চায় তো চেষ্টা করতে পারে!

আজ ভারত সেই ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে চলেছে। "বিকাশ ভি, বিরাসত ভি"

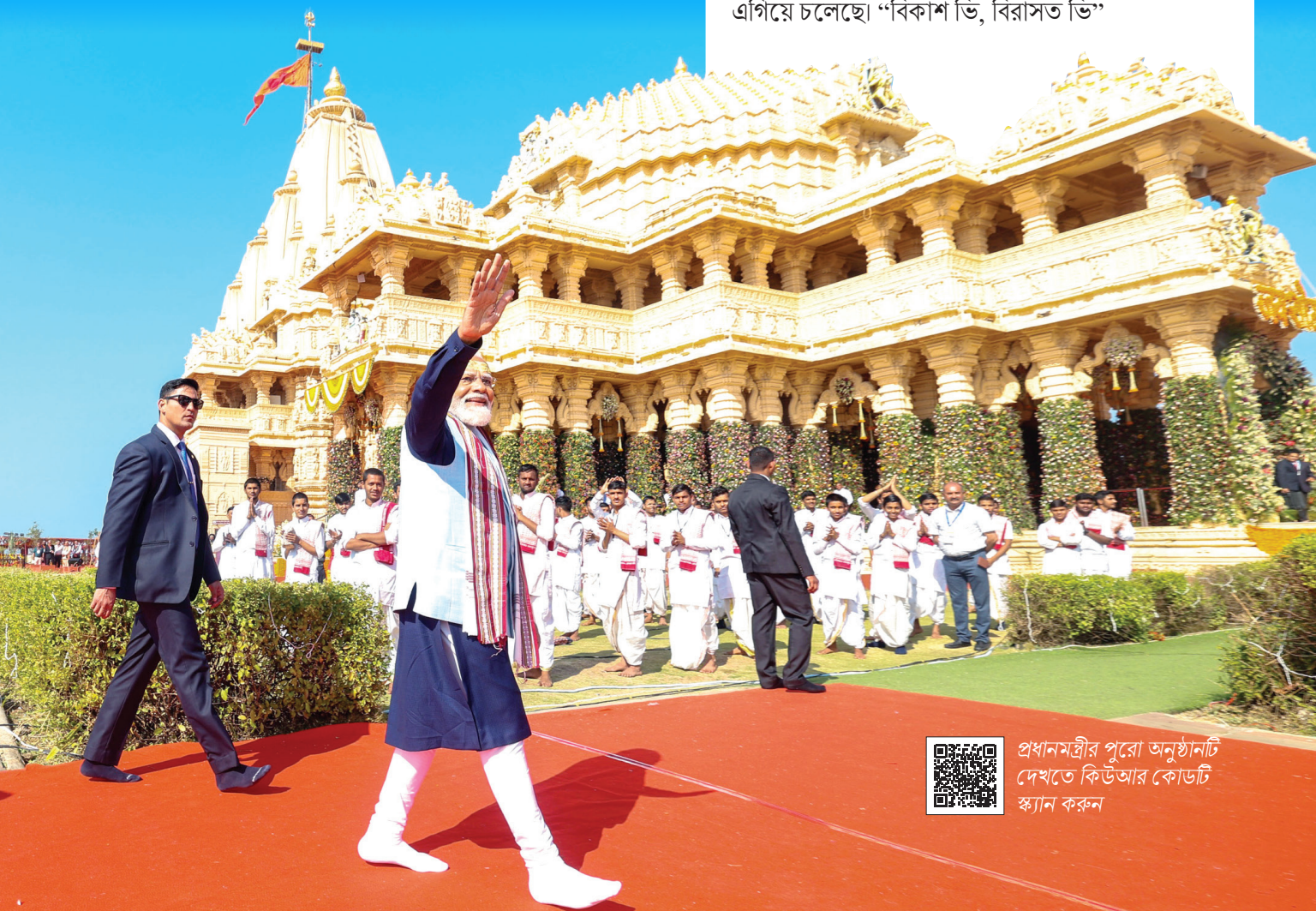

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

সোমনাথ মন্দির : প্রাণবন্ত আস্থা ও রাষ্ট্রীয় গর্বের এক শক্তিশালী প্রতীক

- সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব ২০২৬ সালের ৮-১১ জানুয়ারি সোমনাথে অনুষ্ঠিত হয়।
- এই মন্দিরকে রক্ষা করতে যাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেই অগণিত ভারতবাসীর কথা স্মরণ করে উৎসবের আয়োজন করা হয়। এঁরা আগামী প্রজন্মের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে চেতনাকে জাগ্রত করতে আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করেন।
- ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে গজনীর মামুদ সোমনাথ মন্দিরে হামলা চালায়। সেই ঘটনাটির ১০০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।
- শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সোমনাথ মন্দিরকে ধ্বংস করার জন্য অগণিতবার হামলা চালানো হলেও, আজ এই মন্দির প্রাণবন্ত আস্থা ও জাতীয় গর্বের প্রতীক হিসেবে বিরাজমান। প্রাচীন যুগের ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ ও যৌথ সঙ্কল্পেরই ফসল এটি।
- স্বাধীনতার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই মন্দিরের পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হন।
- ১৯৫১ সালে পুনর্নির্মাণের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জিত হয়। সে বছর তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের উপস্থিতিতে সোমনাথ মন্দিরের দরজা ভক্তদের কাছে খুলে দেওয়া হয়।
- ২০২৬ সালে সেই ঐতিহাসিক পুনর্নির্মাণের ৭৫ বছর পূর্তি। সোমনাথ স্বাভিমান পর্বে এর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।
- দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত সন্ন্যাসীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। মন্দির চত্বরে ৭২ ঘন্টা ধরে সমবেত কণ্ঠে 'ওম' উচ্চারিত হয়েছে।
- সোমনাথ স্বাভিমান পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতি ভারতীয় সভ্যতার অবিচল মানসিকতার প্রতীক। ভারতের সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে রক্ষার করার ক্ষেত্রে তাঁর অঙ্গীকার শ্রী মোদীর উপস্থিতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।

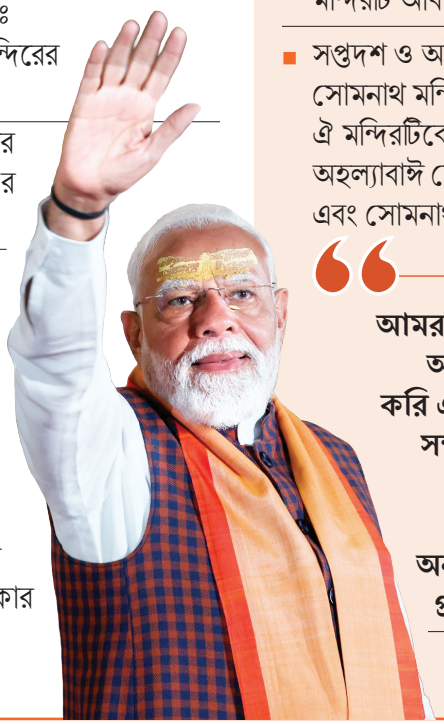

হাজার বছর পরেও সোমনাথ মন্দিরের ধ্বজা আজও উড্ডীয়মান

- ১০২৬ সালে গজনীর মাহমুদ প্রথম সোমনাথ মন্দিরকে ধ্বংস করে। সে ভেবেছিল সে সোমনাথের অস্তিত্ব মুছে দিয়েছে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সেই মন্দিরের পুনর্গঠন হয়।
- ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে আল্লাউদ্দিন খিলজি আবারও সোমনাথের ওপর হামলা চালায়। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় জুনাগড়ের রাজা সোমনাথের গৌরবকে আরও একবার পুনরুদ্ধার করেন।
- চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে মুজফফর খান আবারও সোমনাথের ওপর হামলা চালায়। তবে সেই হামলাকে প্রতিহত করা গিয়েছিল।
- পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান আহমেদ শাহ সোমনাথ মন্দিরকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালায়। ঐ একই শতাব্দীতে তার নাতি সুলতান মাহমুদ বেগাড়া সোমনাথে হামলা চালায় এবং মন্দিরটিকে মসজিদে পরিণত করতে উদ্যোগী হয়। ভগবান শিবের ভক্তদের বাধাদানের ফলে মন্দিরটি আবারও নির্মিত হয়।
- সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে সোমনাথ মন্দির আবারও হামলার শিকার হয়। ঔরঙ্গজেব ঐ মন্দিরটিকে আবারও মসজিদ বানানোর চেষ্টা চালায়। অহল্যাবাঈ হোলকার একটি নতুন মন্দির তৈরি করেন এবং সোমনাথ মন্দির পুনর্জীবনপ্রাপ্ত হয়।

> **আমরা যখন আমাদের আস্থার সঙ্গে যুক্ত হই, আমাদের শেকড়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করি এবং আমাদের ঐতিহ্যকে সচেতনভাবে সম্মানের সঙ্গে রক্ষা করি, তখন আমাদের সভ্যতার ভিত শক্তিশালী হয়। তাই, গত ১০০০ বছরের যাত্রাপথে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি, আগামী ১০০০ বছরের প্রস্তুতি আমরা এর মাধ্যমে গ্রহণ করেছি।**
>
> **নরেন্দ্র মোদী,** *প্রধানমন্ত্রী*

ভাবনাটি সোমনাথে সর্বদাই লালিত হয়। আজ সোমনাথ মন্দিরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্প্রসারণ ঘটছে। সোমনাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। মাধবপুর মেলার জনপ্রিয়তা ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করছে। গির অরণ্যের সিংহদের সংরক্ষণের ফলে এই অঞ্চলের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, প্রভাস পাটন অঞ্চলে উন্নয়নের নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে। কেশড় বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এর ফলে দেশ-বিদেশের ভক্তরা সোমনাথে সরাসরি পৌঁছে যাবেন। আজ ভারত তার বিশ্বাসকে যেমন স্মরণ করে, পাশাপাশি পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যৎকেও শক্তিশালী করে তোলে। ●

সমৃদ্ধ কৃষক প্রগতিশীল ভারত

কৃষি হল স্বনির্ভর ভারতের ভিত্তি। কৃষকের উৎপাদন খরচের দেড় গুণ আয় সুনিশ্চিত করতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) বৃদ্ধি, অথবা কৃষকের আয় দ্বিগুণ করা কিংবা ১ ফেব্রুয়ারি, কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৯-এ চালু করা পিএম কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিকভাবে ক্ষমতায়নের উদ্যোগ, যাই হোক না কেন, এটি শুধুমাত্র একটি প্রতিশ্রুতি নয়, এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার। আজ বীজ থেকে বাজার, দেশের খাদ্য উৎপাদনকারী কৃষকদের কল্যাণ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হয়ে উঠেছে, কারণ, উন্নত ভারত নির্মাণে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই কৃষকদের শক্তিশালী করতে - রোপণের আগে, রোপণ কালে এবং রোপণের পরে - সমস্ত স্তরে বিভিন্ন প্রকল্প, নীতি এবং উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষকদের শক্তিশালী করার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। ভারতের উন্নয়নের যাত্রাপথের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার কৃষকদের জন্য এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে...

सुवर्ण-रौप्य-माणिक्य-वसनैरपि पूरिताः।
तथापि प्रार्थयन्त्येव किसानान् भक्ततृष्णया।।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সম্প্রতি ভাগ করে নেওয়া সংস্কৃত স্তোত্রের অর্থ হল সোনা, রূপো, চুনী এবং ভালো ভালো জামাকাপড় থাকা সত্ত্বেও, মানুষকে এখনও খাদ্যের জন্য কৃষকের ওপর নির্ভর করতে হয়।

कृषिर्धन्या कृषिर्मेध्या जन्तूनां जीवनं कृषिः

এই স্তোত্রটিতে কৃষির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এর অর্থ হল, "কৃষি হল আশীর্বাদপুষ্ট, কৃষি হল পবিত্র এবং কৃষি হল সমস্ত প্রাণীর জীবন।" এই স্তোত্রটিতে শুধুমাত্র মানুষ নয়, সমস্ত জীবিত প্রাণীর জন্য কৃষির আবশ্যিকতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

জয় জওয়ান, জয় কিষাণ

কৃষকরা হলেন দেশের নীরব যোদ্ধা। এর অর্থ হল, যে কৃষক মাঠে ঘাম ঝরান এবং খাদ্য প্রদান করেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। সেনাবাহিনী খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। যদি কৃষকরা খাদ্য উৎপাদন না করেন, তবে সৈনিকদের বীরত্ব বিফলে যাবে। যুদ্ধের সময় কৃষকদের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে, কারণ তাঁরা যে খাদ্য প্রদান করেন, তা সৈনিকদের মনোবল, শক্তি এবং সহনশীলতাকে বাঁচিয়ে রাখে।

आरती लिये तू किसे ढूंढता है मूरख,
मन्दिरों, राजप्रासादों में, तहखानों में ?
देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे,
देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में।

- রামধারী সিং দিনকর

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেছিলেন,
"এই দুনিয়ায় যদি শিরকে উর্ধ্বে তুলে ধরে কারোর হাঁটার অধিকার থাকে, তবে তিনি হলেন আমাদের কৃষক, যিনি সম্পদ এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন করেন।"

দেশের পক্ষে কৃষি এবং কৃষক কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা এই উদ্ধৃতিতে তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, কৃষকরা শুধুমাত্র শস্য প্রদানকারী নন, তাঁরা হলেন দেশের মেরুদণ্ড, যুদ্ধ ও শান্তি উভয়েরই ভিত্তি। শুধুমাত্র তরবারির মাধ্যমে একটি দেশকে রক্ষা করা যায় না, দরকার লাঙলেরও। যিনি মাঠে খাদ্য উৎপাদন করেন, তিনি যুদ্ধ জয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সৈন্য এবং কৃষক, উভয়ই হলেন দেশের রক্ষক। এই ভাবনাই নতুন ভারতে কৃষি ও কৃষক কল্যাণের ভিত্তি হয়ে উঠেছে। দেশের খাদ্য প্রদানকারী কৃষকরা উন্নত ভারত নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাই কৃষকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার দিন-রাত কাজ করে চলেছে। আজ বীজ থেকে বাজার পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের পাশে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় সর্বদা এক প্রধান অংশ হয়ে রয়েছে চাষাবাদ এবং কৃষি। শীর্ষ নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে খাদ্য প্রদানকারী ভারতীয় কৃষকরা এখন ভারতের উন্নয়ন যাত্রার এক অংশীদার হয়ে উঠেছেন।

উন্নত ভারতের জন্য ভারতের কৃষিকে অবশ্যই উন্নত হতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার একনিষ্ঠভাবে এর সমস্ত দিকে নজর রেখে চলেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কৃষকরা কীভাবে তাঁদের ফসলের ন্যায্য দাম পেতে পারেন? কীভাবে কৃষি সম্পর্কিত অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা যেতে পারে? কীভাবে দেশের চাহিদা অনুযায়ী ফসল উৎপাদন করা যেতে পারে? কীভাবে ভারত নিজের এবং বিশ্বের চাহিদা মেটাতে পারে? কীভাবে ভারত বিশ্বের খাবারের ভাণ্ডার হয়ে উঠতে পারে? কীভাবে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারি? কীভাবে কম জলের মাধ্যমে আমরা আরও বেশি শস্য উৎপাদন করতে পারি?

আর্থিক ক্ষমতায়ন

পিএম সম্মান নিধি

ডিবিটি-র মাধ্যমে

৪.০৯

লক্ষ কোটি টাকার বেশি ২১টি কিস্তিতে কৃষকদের প্রদান।

- পিএম কিষাণ প্রকল্পে ৯.৩৪ কোটির বেশি সুবিধাপ্রাপক উপকৃত হয়েছেন এবং তাঁদের ই-কেওয়াইসি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। দেশে এখনও ৪২.৮৫ লক্ষ কৃষকের ই-কেওয়াইসি সম্পূর্ণ করা হয়নি।
- পিএম কিষাণ হল, চাষযোগ্য জমি থেকে কৃষকদের আয় সহায়তার একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পে ৩টি সমান কিস্তিতে কৃষকদের বছরে ৬০০০ টাকা দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা সংস্থার গবেষণায় জানা গেছে, পিএম কিষাণ কৃষকদের ঋণের বোঝা কমিয়েছে এবং তাঁদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বাড়িয়েছে। এছাড়া শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ এবং বিয়ের মতো অন্যান্য খরচ মেটানোর ক্ষেত্রেও এই টাকা ব্যবহৃত হয়েছে।

নীতি আয়োগের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সুবিধাপ্রাপক মধ্যে ৮৫ শতাংশের বেশি কৃষক পিএম কিষাণের মাধ্যমে তাঁদের আয় বাড়িয়েছেন এবং ফসল উৎপাদনে ব্যর্থতা বা চিকিৎসাগত জরুরি প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণের ওপর নির্ভরশীলতা কমেছে।

কৃষি ও কৃষকের কল্যাণ বাজেট ৪৮০% বৃদ্ধি

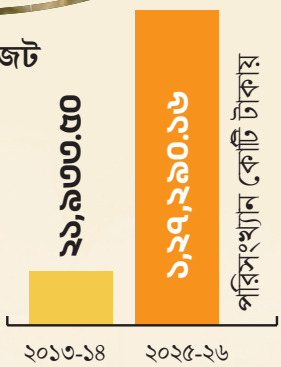

পিএম ধন ধান্য কৃষি যোজনা

- ২৪,০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ সহ ১১ অক্টোবর, ২০২৫-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রধানমন্ত্রী ধন ধান্য কৃষি যোজনা চালু করেন।
- তিনটি মাপকাঠির ভিত্তিতে এই প্রকল্পে ১০০টি জেলাকে বেছে নেওয়া হয়: খামার পিছু ফলন, কতবার চাষ হয় এবং সহজে ঋণের সুবিধা।
- ১১টি মন্ত্রকের ৩৬টি উপ-প্রকল্পের সমন্বয় ঘটিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলিতে প্রকল্পটি চালু করা হয়।
- **লক্ষ্য:** ১০০টি বাছাই করা জেলায় খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বহুমুখী ফসল, সুস্থিতিশীল ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, ফলন পরবর্তী মজুতকে প্রসারিত করা, সেচের উন্নতি এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুবিধা বৃদ্ধি।

ক্ষতিকর রাসায়নিক থেকে কীভাবে জমিকে রক্ষা করা যেতে পারে? চাষাবাদকে কীভাবে আধুনিক করা যেতে পারে? কীভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মাঠে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে? কেন্দ্রীয় সরকার বিগত ১১ বছর ধরে এই ধরনের বহু বিষয় নিয়ে কাজ করে এসেছে, যাতে উন্নত ভারতে ভারতীয় কৃষি এক প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠতে পারে।

কৃষকের ক্ষমতায়নে এক নতুন যুগ

ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৬৮ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন এবং তাঁদের জীবন-জীবিকা পুরোপুরি কৃষি বা কৃষি সংক্রান্ত ক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল। তাই কৃষি হল ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড এবং দেশের কর্মীবাহিনীর প্রায় ৪৪ শতাংশ চাষাবাদ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। আমাদের উন্নয়ন যাত্রায় কৃষি সর্বদা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে এসেছে। এটি আবশ্যিক যে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি সরকারের সহায়তা পেয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্বাধীনতার পরপরই কৃষি ক্ষেত্র তার প্রাপ্য গুরুত্ব পায়নি। কৃষি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভাবনায় ঘাটতি ছিল। কৃষির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন

উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বাজার এবং কৃষকদের জন্য ন্যায্য দাম

পিএম কৃষি উড়ান প্রকল্প

- গুয়াহাটি থেকে 'কিং চিলি, বারমার আঙুর এবং অসমিয়া লেবু', ত্রিপুরা থেকে 'কাঁঠাল' এবং বিহারের বিভিন্ন জেলা থেকে লিচু এখন খুব সহজেই দেশের অন্যান্য অংশ ও বিদেশে পৌঁছে যাচ্ছে, কৃষি উড়ান প্রকল্পকে ধন্যবাদ, যা ২০২১-এ চালু করা হয়েছিল।
- ৩৫টি বিমান বন্দরে হিমঘরের সুবিধা রয়েছে। এই প্রকল্পে ৫৮টি বিমান বন্দরকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চল, পার্বত্য এবং আদিবাসী এলাকার ২৫টি বিমান বন্দরের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি

- সরকার কৃষি এবং এর সঙ্গে যুক্ত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বিশ্ব বাণিজ্যে এর অংশীদারিত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছে।
- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যের রেকর্ড ১১.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি হয়েছে।

ই-ন্যাম

- কৃষকদের তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ভালো দাম প্রদানের লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক ন্যাশনাল এগ্রিকালচার মার্কেট (e-NAM) চালু করা হয়েছিল। ই-ন্যাম-এর মাধ্যমে ৪.৪০ লক্ষ কোটি টাকার বেশি মূল্যের কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে।
- ১.৭৯ কোটির বেশি কৃষক, ৩.৯০ লক্ষ ব্যবসায়ি ও কমিশন এজেন্ট এবং ৪,৬৪২টি কৃষক উৎপাদক সংস্থা এই প্ল্যাটফর্মে নথিভুক্ত হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ২৭টি রাজ্যের ১,৫৫২টি মান্ডিকে (বাজার) এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

এমএসপি বৃদ্ধি

- ২০১৮-১৯ থেকে সরকার প্রতিটি আবশ্যিক খরিফ, রবি এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) বৃদ্ধি করেছে, সেইসঙ্গে গোটা দেশে উৎপাদন খরচের ওপর ৫০ শতাংশ লাভ রেখে এমএসপি ধার্য করেছে। গত এক দশকে সরকার খাদ্যশস্যের সংগ্রহ ৭৬১.৪০ লক্ষ মেট্রিকটন থেকে বাড়িয়ে ১,১৭৫ লক্ষ করেছে।

এমএসপি-তে কৃষকদের পেমেন্ট তিন গুণ বেড়েছে

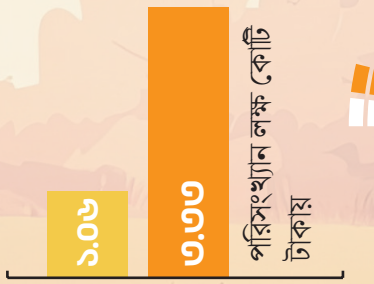

> **ভারতে কৃষি এবং গ্রামীণ সমৃদ্ধিতে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা বাড়ছে। ফসল চাষ, পশুপালন বা প্রাকৃতিক উপায়ে চাষাবাদ, যাই হোক না কেন, গ্রামীণ অর্থনীতিতে মহিলারা প্রধান নেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন।**
>
> **- নরেন্দ্র মোদী,** *প্রধানমন্ত্রী*

সরকারি দপ্তর আলাদা আলাদাভাবে কাজ করছিল এবং এর ফলে ভারতের কৃষি ব্যবস্থায় অগ্রগতি হচ্ছিল না। ২১ শতকের ভারতে দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ২০১৪ সালে কৃষি ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়। কৃষকদের ক্ষমতায়ন এবং তাঁদের আয় বৃদ্ধি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হয়ে পড়ে। বিগত ১১ বছর ধরে ঐতিহাসিক সংস্কারের এক ভিত্তিস্থাপন হয়েছে, যা অমৃতকালে (ভারতের স্বাধীনতার ১০০তম বর্ষ পর্যন্ত)

কৃষি পরিকাঠামোর শক্তিশালীকরণ

কৃষি পরিকাঠামো তহবিল

১ লক্ষ কোটি টাকার কৃষি পরিকাঠামো তহবিল গঠন করা হয়েছে কৃষি পরিকাঠামো উন্নতির লক্ষ্যে। এই প্রকল্পে ৩% সুদে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এতে ক্রেডিট গ্যারান্টিরও ব্যবস্থা রয়েছে।

- ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের আওতায় ৭৫,১৪০ কোটি টাকার ১,৩৪,৩৭২টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এর ফলে কৃষি ক্ষেত্রে ১.২০ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসবে।

বিশ্বের বৃহত্তম শস্য মজুত প্রকল্প

- ৩১ মে, ২০২৩-এ সমবায় ক্ষেত্রে বিশ্বের বৃহত্তম শস্য মজুত প্রকল্পের অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এই পাইলট প্রকল্পে ১১টি রাজ্যে ১১টি পিএসিএস (প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি)-এ গুদাম তৈরির কাজ শেষ করা হয়েছে।

প্রকল্পে **৫০০** **-র বেশি পিএসিএস চিহ্নিত করা হয়েছে। ১০৮টির নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৪টির কাজ শেষ হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।**

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ

- এই কেন্দ্রগুলি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ, এটি কৃষকদের প্রশিক্ষণে সামনের সারিতে রয়েছে।
- ২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত এই কেন্দ্রগুলিতে ৫৮.০২ লক্ষ কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১৯ লক্ষের বেশি কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলিতে স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্নত কৃষি বিজ্ঞান, গবাদি পশুর যত্ন, মাটির স্বাস্থ্য, ফলন পরবর্তী প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়।

এআই-ভিত্তিক পূর্বাভাস

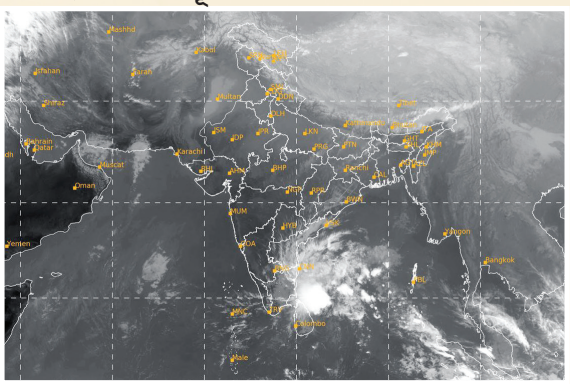

৩.৮ **কোটি কৃষক এই অনন্য উদ্যোগের আওতায় এম কিষাণ পোর্টালের মাধ্যমে গত বছর ৫টি আঞ্চলিক ভাষায় এআই-ভিত্তিক বর্ষার পূর্বাভাস পেয়েছেন।**

এক নতুন ভারতের সৌধ নির্মাণের সূচনা করছে এবং এইসব সংস্কারের ক্ষেত্রে কৃষি হল এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯-এর অন্তর্বর্তী বাজেটে কৃষি ক্ষেত্র এবং কৃষকদের ক্ষমতায়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। কৃষকদের আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং প্রয়োজনের সময় মহাজনদের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করতে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি (পিএম-কিষাণ) নামে এক বৈপ্লবিক প্রকল্প ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি, অভিপ্রায় এবং সিদ্ধান্ত কীভাবে একসঙ্গে কাজ করতে পারে, এই প্রকল্প হল তার করা হয়।

স্বাধীনতার পর থেকে এটি হল কৃষকদের জন্য সর্ববৃহৎ প্রকল্প। সমস্ত কৃষকের স্বার্থে বীজ থেকে বাজার পর্যন্ত অসংখ্য সংস্কার রূপায়িত হয়েছে। বিগত ১১ বছরে কৃষি ক্ষেত্রে রপ্তানি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। খাদ্য শস্যের উৎপাদন প্রায় ৯০০ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে, ফল এবং শাক সব্জির উৎপাদন ৬৪০ মেট্রিক টনের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষকদের জীবনের রক্ষাকবচ

কিষাণ ক্রেডিট কার্ড

- ২০১৯-এ কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি) প্রকল্পের সুবিধা পশুপালন, ডেয়ারি এবং মৎস্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ বাজেটে ঋণের সীমা ৩ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে **৭.৭** কোটির বেশি কৃষক, মৎস্যজীবী এবং দুগ্ধচাষী উপকৃত হচ্ছেন।

২০২৪-২৫-এ ১০ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ এবং ১.৬২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি সুদ ভর্তুকি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সুবিধাপ্রাপকদের প্রদান করা হয়েছে।

কৃষক উৎপাদক সংস্থা

- ভারতে ১০,০০০-এর বেশি এফপিও-কে সশক্ত করা হয়েছে। অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত দেশের ৫২ লক্ষ কৃষক এফপিও-তে যোগ দিয়েছেন।
- ১১০০টি এফপিও কোটিপতি হয়ে উঠেছে। ১৫০০০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন নথিভুক্ত হয়েছে। ২০২৭-২৮ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ৬,৮০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

পিএম-মান ধন

- প্রধানমন্ত্রী কিষাণ মান ধন যোজনা হল একটি স্বেচ্ছাধীন এবং ১৮-৪০ বছর বয়সীদের যৌথ অংশীদারমূলক পেনশন প্রকল্প। এতে ৬০ বছর বয়স হলেই ন্যূনতম ৩০০০ টাকার পেনশন সুনিশ্চিত করা হয়েছে।
- জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত এই প্রকল্পে ২৪.৮৮ লক্ষ নাম নথিভুক্ত হয়েছে।

শ্রীঅন্ন (মিলেট)-এর বিপণন ও উন্নয়ন

- ২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। মে, ২০২৫-এর মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৫-২৬ বিপণন মরশুমে রাগীর জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য অনুমোদন করে, প্রতি কুইন্টালে ৫৯৬ টাকা বৃদ্ধি ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম।
- ২০২৪-২৫-এ ভারত ১৮০.১৫ লক্ষ টন মিলেট উৎপাদন করে এবং ৮৯০০০ টনের বেশি রপ্তানি করে। সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয় রাজস্থানে, তার পরে রয়েছে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক।

আজ ভারত বিশ্বের এক নম্বর দুগ্ধ উৎপাদক দেশ, মৎস্য উৎপাদনে দ্বিতীয় বৃহত্তম। ১১ বছরের আগের তুলনায় ভারতে এখন প্রায় দ্বিগুণ মধু উৎপাদিত হয়। ৬ বা ৭ বছর আগে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার মধু রপ্তানি করা হত। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এই রপ্তানি ১৫০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। ৩ গুণ বৃদ্ধির অর্থ হল, কৃষকদের ৩ গুণ লাভ।

গত ১১ বছরে ডিম উৎপাদনও দ্বিগুণ হয়েছে। এই পর্বে দেশে ৬টি বড় সার কারখানা তৈরি করা হয়েছে। ২৫ কোটির বেশি মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড কৃষকদের বিলি করা হয়েছে এবং ১০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্র সেচের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফলস বিমা যোজনায় কৃষকরা প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা পেয়েছেন। গত ১১ বছরে ১০,০০০-এর বেশি কৃষক উৎপাদক সংস্থা (এফপিও)-ও গঠন করা হয়েছে।

নতুন ভারতের যাত্রা : এক সমৃদ্ধ কৃষক

১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতা অর্জন করে, তখন

পরম্পরাগত ও প্রাকৃতিক চাষাবাদ বৃদ্ধিতে গুরুত্ব

পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা

- জৈব চাষাবাদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দেশে চালু হওয়া প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হল, পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা (পিকেভিওয়াই)। এটি চালু করা হয়েছিল ২০১৫-১৬তে।

২৮.৩৪ লক্ষ কৃষক ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত এই প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন। এই প্রকল্পে ১৬.৯০ লক্ষ হেক্টর জমি আওতায় আনা হয়েছে এবং জৈব চাষাবাদের জন্য ৫৮,১৫৫টি ক্লাস্টার তৈরি করা হয়েছে।

জাতীয় প্রাকৃতিক চাষাবাদ মিশন

- ২৫ নভেম্বর, ২০২৪-এ এই মিশন চালু করা হয়। মিশনের লক্ষ্য ছিল, ১৫,০০০ ক্লাস্টারের মাধ্যমে ৭.৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রাকৃতিক চাষাবাদ। উপকৃত হবেন ১ কোটি কৃষক।

অগাস্ট ২০২৫-এর মধ্যে **১৪.৩** লক্ষের বেশি কৃষক জাতীয় প্রাকৃতিক চাষাবাদ মিশনে যোগ দিয়েছেন।

- এর মাধ্যমে ৫.৪৫ লক্ষ হেক্টরের বেশি জমিকে জাতীয় প্রাকৃতিক চাষাবাদের আওতায় আনা হয়েছে। প্রত্যেক কৃষক ২ বছরের জন্য প্রতি একর জমিতে ৪০০০ টাকা করে ভাতা পাবেন (কৃষক পিছু এক একর)।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য মিশন অর্গ্যানিক ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট

- ২০১৫-১৬তে চালু হওয়া এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে জৈব চাষাবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং জৈব উৎপাদন ক্লাস্টার স্থাপন করা। জৈব চাষাবাদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ৩ বছর ধরে প্রতি হেক্টরে ৪৬,৫০০ টাকার উৎসাহ ভাতা প্রদান করা হয়। ২০২৪-২৫-এ ২.৬৯ লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছেন।

জাতীয় বাঁশ মিশন

- জাতীয় বাঁশ মিশনের লক্ষ্য হল, ২৩টি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত (জম্মু ও কাশ্মীর) অঞ্চলে বাঁশ চাষ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনের প্রসার ঘটানো।

- ভারতে সবচেয়ে বেশি এলাকায় (১৩.৯৬ মিলিয়ন হেক্টর) বাঁশ চাষ হয়ে থাকে। বাঁশের বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে চিনের পরেই দ্বিতীয় সমৃদ্ধ দেশ হল ভারত। ভারতের বাঁশ এবং বেত শিল্পের সঙ্গে ২৮,০০৫ কোটি টাকার ব্যবসা জড়িত।

তখন দেশের সামনে সবচয়ে বড় সমস্যা ছিল, সমস্ত দেশবাসীকে খাওয়ানো এবং পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা, যাতে কেউই অনাহারে না থাকেন। সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের কৃষকরা একে সম্ভব করে তুলেছিলেন। তা সত্ত্বেও স্বাধীনতার সাত দশক পরেও কৃষকদের সমস্যার দিকে নজর দেওয়া হয়নি। এখন শিল্পের মতোই কৃষি কাঠানো রক্ষা, এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করার আইনি রক্ষাকবচ পেয়েছেন কৃষকরা। কৃষকরা যাতে সমৃদ্ধ হতে পারেন এবং কৃষি যাতে স্ব-নির্ভর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারে, সেইজন্য কৃষকরা তাঁদের উৎপাদন নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বিক্রি করতে পারেন।

এই জন্য ২০১৪ থেকে কৃষকদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকার বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে। ২০১৬-তে লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা করা ‘এক দেশ, এক বাজার’ ভাবনার ওপর ভিত্তি করে সরকার এই উদ্যোগ নেয়। এটাই হচ্ছে সংস্কার, যার জন্য স্বাধীনতার সময় থেকেই কৃষকরা অপেক্ষা করছিলেন। এই ঘোষণার আগে থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়ক্রমে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল।

ফসল রক্ষার মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা

১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬তে পিএমএফবিওয়াই চালু করা হয়। এখন বন্যপ্রাণীর হামলায় ফসলের ক্ষতি এবং ধান ক্ষেতে জল জমে যাওয়া, উভয়কেই পিএমএফবিওয়াই-এর আওতায় আনা হয়েছে। ২০২৬-এর খরিফ মরশুম থেকে গোটা দেশে এটি রূপায়িত হবে।

৯২.৯২ কোটি কৃষক আবেদনকারী প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে ৮ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত ৫৫.৪৮ কোটি হেক্টর জমির ফসল বিমা পেয়েছেন। আবেদনকারীদের মধ্যে ৫০%-এর বেশি ছিলেন ওবিসি, এসসি এবং এসটি শ্রেণিভুক্ত কৃষকরা।

১,৯১,৬২০

টাকার বিমা কৃষকদের প্রদান করা হয়েছে। কৃষকরা ৩৯,৪৪৬ কোটি টাকা প্রিমিয়াম দিয়েছিলেন।

সার

কৃষকরা ২৬৬ টাকায় এক ব্যাগ ৪৫ কেজির ইউরিয়া পেয়ে থাকেন, যার প্রকৃত মূল্য ১,৬৩৩ টাকার বেশি। বাকি টাকা সরকার ভর্তুকি হিসেবে দিয়ে থাকে। কৃষকরা ৫০ কেজির এক ব্যাগ ডিএপি সার ১,৩৫০ টাকায় পেয়ে থাকেন, যার প্রকৃত মূল্য হল ৩,১০০ টাকা।

১৪.৬ লক্ষ কোটি টাকা সরকার সারে ভর্তুকির জন্য প্রদান করেছে।

প্রায় **৫২৫** লক্ষ টন ইউরিয়া ২০২৫ সালে উৎপাদন করা হয়েছে।

মাটির স্বাস্থ্য

সয়েল হেল্থ অ্যান্ড ফার্টিলিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার সারের যথোপযুক্ত ব্যবহারের ওপর জোর দিচ্ছে। প্রতি তিন বছর অন্তর প্রত্যেক চাষের জন্য একটি মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করা হয়।

২৫.৬১ কোটি মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড ২০১৪-১৫-তে প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে ৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বিলি করা হয়েছে। ৪০টি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলার ২৯০ লক্ষ হেক্টর জমির মৃত্তিকা মানচিত্র সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

ফসল বহুমুখীকরণ কর্মসূচি

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল, জল নির্ভর ধানের মতো ফসলের বিকল্প হিসেবে ডাল, তৈলবীজ এবং মোটা শস্য চাষাবাদের কাজে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

- বিভিন্ন ধরনের কৃষি-জলবায়ু পরিস্থিতি এবং চাষাবাদ ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের বিজ্ঞানীরা ২৫টি ফসলের ১৮৪ রকমের নতুন প্রজাতি তৈরি করেছেন, এর ফলে ফসলের বহুমুখীকরণ ত্বরান্বিত হবে।

১৪ এপ্রিল, ২০১৬তে 'এক দেশ, এক বাজার'-এর লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ হিসেবে ই-ন্যাম প্ল্যাটফর্ম বাস্তবায়িত হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাবনা হল, দেশের সমস্ত কৃষকদের ভারসাম্যমূলক এবং সম-উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা। এতদিন পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকজন সমৃদ্ধ কৃষক উপকৃত হতেন এবং প্রায় ৮৬ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এইসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতেন। তবে গত ১১ বছরে - রোপণের আগে, রোপণ কালে এবং রোপণের পরে - কৃষি ক্ষেত্রে যেভাবে পর্যায়ক্রমে কাজ করা হয়েছে, তাতে দেশের কৃষকদের সশক্তিকরণ ঘটেছে।

মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) বৃদ্ধি করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, খরিফ বা রবি মরশুম, যাই হোক না কেন, এমএসপি-র মাধ্যমে সরকার এ যাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংগ্রহ করেছে। কৃষক এবং সরকারের মধ্যে এই অংশীদারিত্বের ফলে ভারতের শস্যভাণ্ডার এখন পরিপূর্ণ।

কৃষকদের জীবনে পরিবর্তন

কৃষকদের জীবনে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে, যা ইতিহাসে নজিরবিহীন। পিএম কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে

মাঠে জল পৌঁছচ্ছে, বোঝা কমছে কৃষকদের

পিএম কৃষি সিঞ্চাই যোজনা (পিএমকেএসওয়াই)

- প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনায় ‘প্রতি ফোঁটায় আরও ফসল’-এর মাধ্যমে ৯৬.৯৭ লক্ষের বেশি হেক্টর জমি উপকৃত হয়েছে। ২০১৫-১৬ থেকে ‘প্রতি ফোঁটায় আরও ফসল’ প্রকল্প কার্যকর করা হয়। এই প্রকল্পে বিন্দু-সেচ এবং স্প্রিঙ্কলার সেচের মতো ক্ষুদ্র সেচ পদ্ধতির মাধ্যমে খামার স্তরে জলের যথোপযুক্ত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
- ৬৩টি প্রধান সেচ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, উন্নত সেচের সুবিধা সহ ২ কোটির বেশি কৃষকের ক্ষমতায়ন হয়েছে।
- ২০২৫-২৬ পর্বের জন্য প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনার একটি উপ-প্রকল্প হিসেবে কম্যান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মডার্নাইজেশন অফ ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

পিএম- কুসুম প্রকল্প

- মার্চ, ২০১৯-এ পিএম-কুসুম প্রকল্প চালু করা হয় এবং জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

৩৪,৮০০

মেগাওয়াটের সৌর বিদ্যুতে মার্চ, ২০২৬-এর মধ্যে ৩৪,৪২২ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

জিএসটি সংস্কারের উপযোগিতা

গ্রামীণ কল্যাণ এবং সুস্থায়িত্বের লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ হিসেবে কৃষি ক্ষেত্রে কৃষক-বান্ধব জিএসটি সংস্কার করা হয়েছে, যার ফলে কৃষকের খরচ কমবে। সমবায় সমিতিগুলি এবং কৃষক উৎপাদক সংস্থাগুলিও উপকৃত হবে।

- ১৮০০ সিসি-র কম ট্রাক্টরে জিএসটির হার ১২% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে। ট্রাক্টরের যন্ত্রাংশের ওপর জিএসটি হারও ১৮% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে।
- বাণিজ্যিক যানবাহনের ক্ষেত্রে জিএসটি ২৮% থেকে কমিয়ে ১৮% করা হয়েছে।
- প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষিত সব্জি, ফল এবং বাদামের ওপর জিএসটি ১২% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে। এর ফলে রপ্তানি বাড়বে এবং কৃষি ক্ষেত্রে রপ্তানি হাব হিসেবে ভারতের অবস্থান শক্তিশালী হবে।
- অ্যামোনিয়া, সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের মতো সারের উপকরণের ক্ষেত্রে জিএসটি ১৮% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে। এর ফলে সারের উৎপাদন খরচ কমবে, সারের সহজলভ্যতা সুনিশ্চিত হবে।

তিনটি কিস্তিতে কৃষকদের বার্ষিক ৬০০০ টাকা করে বন্টনের মাধ্যমে শুধুমাত্র ঋণ মকুবের পরিবর্তে কৃষকদের ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকার। এভাবে ঋণগ্রহণ থেকে তাঁদের বিরত করা হয়েছে। ২০০৮ সালে কৃষকদের জন্য ৭২,০০০ কোটি টাকার ঋণ ছাড়ের কথা ঘোষণা করা হয়, যা পরে কমে ৫২,০০০ কোটিতে দাঁড়ায়। পিএম কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে ২০২৫ সালের মধ্যে ৪ লক্ষ কোটি টাকা ২১টি কিস্তির মাধ্যমে কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি হস্তান্তরিত করা হয়। কোভিড-১৯ অতিমারীর কঠিন সময়ে এই অর্থের প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা পৌঁছেছিল ক্ষুদ্র কৃষকদের কাছে।

“ সার এবং কীটনাশক ছড়ানোর ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে আজ গ্রামগুলিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন নমো ড্রোন দিদিরা।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

পশুপালন, মৎস্য ও বাগিচা চাষে সরকারি সহায়তা

পিএম মৎস্য সম্পদ যোজনা

১০ সেপ্টেম্বর, ২০২০তে চালু হওয়া পিএম মৎস্য সম্পদ যোজনায় রেকর্ড উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুস্থিতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্যজীবিদের ক্ষমতায়ন করা হয়েছে। মৎস্য উৎপাদনে ভারত বিশ্বে এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম।

৫৮

লক্ষের জীবিকার সংস্থান করা হয়েছে এবং প্রকল্পের মাধ্যমে ৯৯,০১৮ জন মহিলার সশক্তিকরণ করা হয়েছে।

১১ বছরে মৎস্য উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি।

গোকুল মিশন

গবাদি পশুর সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে এক নম্বরে রয়েছে ভারত। বিশ্বে গরুর ১৪% এবং মোষের ৫৭% রয়েছে ভারতে। দেশীয় পদ্ধতিতে গরুর প্রজনন ও সংরক্ষণ এবং দুগ্ধ উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ সালে চালু করা হয় জাতীয় গোকুল মিশন।

- ১.২৮ কোটি লিঙ্গ-ভিত্তিক সিমেন ডোজ তৈরি করা হয়েছে ; দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরির ফলে প্রতি ডোজের খরচ ৮০০ টাকা থেকে কমে ২৫০ টাকায় নেমে এসেছে।

১৪.৫৬

কোটি পশুর গর্ভধারণ করানো হয়েছে কৃত্রিম গর্ভধারণ কর্মসূচির মাধ্যমে। এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে ৯.৩৬ কোটি প্রাণীকে। ৫.৬২ কোটির বেশি কৃষক উপকৃত হয়েছেন।

কৃষি-বনসৃজন

ফসল এবং ফসল কাটার ব্যবস্থা সহ বৃক্ষ রোপণে উৎসাহিত করতে সুস্থায়ী কৃষি জাতীয় মিশনের আওতায় সাব-মিশন অন অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি (এসএমএএফ) রূপায়ণ করা হয়েছিল।

৩.৯৩ কোটি

হেক্টর জমি ভারতে কৃষি-বনসৃজনের আওতায় রয়েছে। এশিয়ার কৃষি বনসৃজন এলাকার প্রায় ১০০% জমি মিলিতভাবে রয়েছে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায়। এর মধ্যে রয়েছে, গোটা বিশ্বের প্রায় ৭০% ।

জাতীয় মৌমাছি পালন ও মধু মিশন

আত্মনির্ভর ভারত অভিযান (স্ব-নির্ভর ভারত অভিযান)-এর অংশ হিসেবে 'মিষ্টি বিপ্লব'-এর লক্ষ্য অর্জনে চালু করা হয়েছিল জাতীয় মৌমাছি পালন ও মধু মিশন।

- জুলাই ২০২৫-এ চিনের পরই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মধু রপ্তানিকারক দেশ হয়ে ওঠে ভারত, ২০২০-তে ছিল নবম স্থানে।

১.০৭

লক্ষ মেট্রিক টন প্রাকৃতিক মধু ২০২৩-২০২৪-এ ভারতে উৎপন্ন হয়।

এছাড়া অতিমারীর সময় ২ কোটির বেশি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন ক্ষুদ্র চাষী। এইসব কার্ডের মাধ্যমে কৃষকরা হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণের সুবিধা পেয়েছেন। কল্পনা করুন, যদি শতাব্দীর এই নজিরবিহীন সঙ্কটের সময় ক্ষুদ্র চাষীরা যদি এই আর্থিক সহায়তা না পেতেন, তবে তাঁদের কী অবস্থা হত? এখন গবাদি পশু চাষী এবং মৎস্য কৃষকদেরও কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের আওতায় আনা হয়েছে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫-এ কেসিসি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকরা ১০ লক্ষ কোটি টাকার বেশি আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন।

এই প্রথম কৃষি রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারত আজ বিশ্বের ১০টি শীর্ষ দেশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় কৃষি পণ্য রপ্তানিতে দেশ নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। দেশের ৮০ শতাংশের বেশি কৃষক ২ হেক্টরেরও কম জমির মালিক। ২০৪৭-এর মধ্যে উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্য অর্জনে দেশের কৃষিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র চাষীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

কৃষকরা প্রযুক্তি গ্রহণ করছেন

কেন্দ্রীয় সরকার ডিজিটাল কৃষি মিশন চালু করেছে। এই মিশনের আওতায় ডিজিটাল কৃষি পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে, AgriStack, কৃষি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সহায়তা ব্যবস্থা, মাটির উর্বরতা ও প্রোফাইল ম্যাপিং এবং আইটি উদ্যোগ।

১৫,০০০

ড্রোন সংগ্রহ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পেয়েছে, যার মধ্যে ১,০৯৪টি ইতিমধ্যেই বন্টন করা হয়েছে, সেইসঙ্গে "ড্রোন দিদি'দের সর্বাত্মক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

৭৫%

ভর্তুকি হিসেবে কৃষক-ড্রোন কেনার জন্য কৃষক উৎপাদক সংস্থাগুলিকে (এফপিও) প্রদান করা হয়েছে। কৃষক সমবায়, এফপিও এবং গ্রামীণ উদ্যোগী, যাঁরা কৃষকদের ড্রোন ভাড়া দেন, তাঁদেরও ৪০% হারে ড্রোন কেনার জন্য সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৭.৬৮

কোটি কৃষক পরিচয়পত্র ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ১৪টি রাজ্যে তৈরি করা হয়েছে। এই রাজ্যগুলিতে পিএম কিষাণ যোজনায় নথিভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে কৃষক পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২,০৯৬টি

কৃষি সংক্রান্ত স্টার্ট-আপকে উদ্ভাবন বিকাশ এবং কৃষি সংক্রান্ত শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে জাতীয় কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- SVAMITVA প্রকল্পের আওতায় ১.৮২ লক্ষ গ্রামে ২.৭৬ কোটি SVAMITVA কার্ড প্রদান করা হয়েছে। ৩.২৮ লক্ষ গ্রামে ড্রোন সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। মার্চ, ২০২৬-এর মধ্যে ৩.৪৪ লক্ষ গ্রামকে এর আওতায় আনার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।
- **কৃষিক্ষেত্রের যান্ত্রিকীকরণ :** দেশে বিভিন্ন ধরনের ফসল ও সেগুলি চাষাবাদের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারতম্য রয়েছে। বীজ তৈরির ক্ষেত্রে যান্ত্রিকীকরণের হার হল ৭০%, বপন ও রোপণের ক্ষেত্রে ৪০%, আগাছা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে ৩৩% এবং ফলন ও ঝাড়াই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ৩৪%। সামগ্রিক গড় যান্ত্রিকীকরণের হার হল ৪৫%।

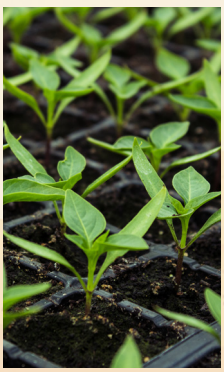

সম্পদ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ধন ধান্য কৃষি যোজনা

উন্নত ভারতের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন আনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই ভাবনার ফলশ্রুতি হল পিএম ধন-ধান্য কৃষি যোজনা। এই ভাবনার ফলে কৃষকদের সহায়তার লক্ষ্যে ২০২৫-এ ৩৫,০০০ কোটি টাকার দুটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পিএম ধন-ধান্য কৃষি যোজনা। উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচির সাফল্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ১১২টি অনগ্রসর জেলার ওপর যেভাবে জোর দিয়েছে, একই অঞ্চলকে এখন কৃষি উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। পিএম ধন-ধান্য কৃষি যোজনার লক্ষ্য হল, সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি জেলাকে গড়ে তোলা। দ্বিতীয় উদ্যোগটি হল, ডালশস্য স্বনির্ভরতা মিশন। শুধুমাত্র ডালশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, এই মিশনের লক্ষ্য হল, আগামী প্রজন্মকে সশক্ত করে তোলা।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার চাষাবাদ ছাড়াও কৃষকদের জন্য অসংখ্য সহায়তার পথ খুলে দিয়েছে।

ভোজ্যতেল ও ডালের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের পদক্ষেপসমূহ

জাতীয় ভোজ্যতেল মিশন
পাম তেল মিশন

২০২১-এ মিশন অনুমোদিত, আর্থিক বরাদ্দ ১১,০৪০ কোটি টাকা।

৬.৫ লক্ষ

হেক্টর জমি ২০২৫-২৬-এর মধ্যে পাম তেল চাষের আওতায় আনার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, সেইসঙ্গে ২০২৯-৩০-এর মধ্যে অশোধিত পাম তেল (সিপিও) উৎপাদন বাড়িয়ে ২৮ লক্ষ টন করার লক্ষ্যমাত্রা।

১.৮৯

লক্ষ হেক্টর জমি মার্চ, ২০২৫-এর মধ্যে এই মিশনের আওতায় আনা হয়েছে। দেশে পাম তেল চাষের মোট জমির পরিমাণ ৫.৫৬ লক্ষ হেক্টরে পৌঁছেছে।

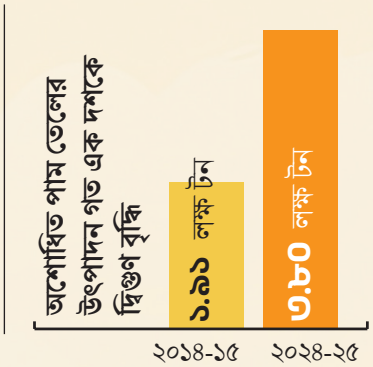

জাতীয় ভোজ্যতেল মিশন – তৈলবীজ

- ভোজ্য তেল উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০২৪-এ জাতীয় ভোজ্যতেল মিশন – তৈলবীজ অনুমোদিত হয়।
- এই মিশনের লক্ষ্য হল, ২০৩০-৩১-এর মধ্যে চাষের জমির পরিমাণ ২৯ মিলিয়ন হেক্টর (২০২২-২৩) থেকে বাড়িয়ে ৩৩ মিলিয়ন হেক্টরে নিয়ে যাওয়া।
- এই মিশনের লক্ষ্য হল, ২০৩০-৩১-এর মধ্যে ২৫.৪৫ মিলিয়ন টন ভোজ্যতেল উৎপাদন করা, যা আমাদের আনুমানিক অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রায় ৭২% মেটাবে।

ডালশস্যে স্বনির্ভরতা মিশন

- ১১ অক্টোবর, ২০২৫-এ প্রধানমন্ত্রী ডাল স্বনির্ভরতা মিশন (২০২৫-২৬ থেকে ২০৩০-৩১)-এর সূচনা করেন, বাজেট বরাদ্দ ১১,৪৪০ কোটি টাকা।
- বিনামূল্যে মোট ৮৮ লক্ষ বীজের কিট এবং ১২৬ লক্ষ কুইন্টাল সার্টিফায়েড বীজ কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হবে। উপকৃত হবেন প্রায় ২ কোটি কৃষক।

লক্ষ্য হল, ২০৩০-৩১-এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ ডাল উৎপাদন ৩৫০ লক্ষ টন বৃদ্ধি করা এবং ৩১০ লক্ষ হেক্টরে চাষাবাদ। এই প্রকল্পের ফলে চার বছরের জন্য এমএসপি-তে অড়হর, মুসুর ও বিউলির ডাল সংগ্রহ ১০০% সুনিশ্চিত হবে।

পশুপালন থেকে মৌমাছি চাষ, মৎস্যচাষ থেকে জৈবচাষ, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের নতুন নতুন পথ দেখিয়েছে। কিষাণ রেল বা জাতীয় বাঁশ মিশন চালু, যাই হোক না কেন, কৃষকদের ভাগ্য ও জীবন-জীবিকা বদলের লক্ষ্যে প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ভারত এখন এমন এক স্তরের দিকে এগোচ্ছে, যেখানে গ্রামগুলির কাছাকাছি ক্লাস্টার গড়ে তোলা হবে, যেখানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন করা হবে। সেইসঙ্গে, কাছাকাছি থাকবে গবেষণা কেন্দ্র। একভাবে আমরা বলতে পারি, "জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান, জয় অনুসন্ধান"। যখন এই তিন শক্তি একত্রিত হয়, তখন দেশের

"ডালশস্য স্বনির্ভরতা মিশন শুধুমাত্র ডালের উৎপাদন বৃদ্ধির একটি মিশন নয়, এটি হল আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্ষমতায়নের একটি অভিযানও। এই ক্ষেত্রে পিএম জন ধন কৃষি যোজনা প্রধান ভূমিকা পালন করছে।"

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

কৃষকদের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে বাধ্য। এখন কেন্দ্রীয় সরকার মিলেট বা শ্রী অন্ন-কে তুলে ধরার মাধ্যমে কৃষকদের জন্য অন্য একটি পথ খুলে দিয়েছে, কারণ শ্রী অন্ন-এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত একাত্মতা বিশ্বজুড়ে এর গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলে ভবিষ্যতে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাবে। একইভাবে, একুশ শতকে কৃষির চাহিদা হল, প্রাকৃতিক উপায়ে চাষের সম্প্রসারণ। ভারতের কৃষকদের এখন প্রাকৃতিক উপায়ে চাষেও উৎসাহিত করা হচ্ছে। জাতীয় প্রাকৃতিক চাষ মিশনে যোগ দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ কৃষক। বিগত কয়েক বছরে দেশজুড়ে ১০,০০০ কৃষক উৎপাদক সংস্থা গঠন করা হয়েছে। বিগত ১১ বছরে দেশের গোটা কৃষিক্ষেত্র এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। ভোজ্যতেল, পাম তেল সংক্রান্ত মিশনও চালু করা হয়েছে। এই মিশনের ফলে ভারত ভোজ্যতেলের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্বনির্ভরই হবে না, সেইসঙ্গে দেশের কৃষকদের আয়ও বাড়বে।

১.৫ গুণ এমএসপি : উৎপাদনের ক্ষেত্রে ন্যায্য দাম

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে : উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যয় হ্রাস এবং উৎপাদনের ন্যায্য দাম সুনিশ্চিত করা। সরকারের একমাত্র লক্ষ্য এবং ফর্মুলা হল, কৃষকদের কল্যাণ। ২০১৯-এ কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদন খরচের ওপর ৫০% লাভের ব্যবধান রেখে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) ধার্য করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কৃষকদের কাছ থেকে ১০০% অড়হর, মুসুর এবং বিউলির ডাল কেনার অঙ্গীকার করে। আগে, যুক্তি হিসেবে বলা হত, উৎপাদন খরচের ৫০% বৃদ্ধি করা হলে, বাজারের ওপর তার প্রভাব পড়বে।

কৃষক : দেশ নির্মাণে শক্তিশালী অংশীদার

দেশ গড়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী অংশীদার হলেন কৃষকরা। তাঁদের প্রয়াস উল্লেখযোগ্যভাবে আত্মনির্ভর ভারত (স্বনির্ভর ভারত) অভিযানকে লালনপালন করছে। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের ক্ষমতায়নের অঙ্গীকার নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। মাটির স্বাস্থ্য, জল সংরক্ষণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থা আগামী প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। লাইফ মিশন, 'এক পেড় মা কে নাম' এবং অমৃত সরোবরের মতো অভিযান এই চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কৃষিকে আরও সুস্থিতিশীল এবং পরিবেশ-বান্ধব করে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। আগামী দিনগুলিতে সুস্থিতিশীল কৃষি পদ্ধতি, জল ব্যবস্থাপনা, 'প্রতি ফোঁটায় আরও চাষ', প্রাকৃতিক চাষ এবং এগ্রিটেক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। এইসব ক্ষেত্রগুলিতে তরুণরা নতুন ভাবনা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত পোঙ্গল উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, প্রাকৃতিক চাষাবাদের ক্ষেত্রে তামিলনাড়ুর তরুণরা অনন্যসাধারণ কাজ করে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী কৃষির সঙ্গে যুক্ত তামিলনাড়ুর তরুণদের কাছে সুস্থিতিশীল চাষাবাদ বিপ্লবকে আরও প্রসারিত করার আর্জি জানিয়েছেন। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, আমাদের থালা যেন ভর্তি থাকে, আমাদের পকেট যেন পূর্ণ থাকে এবং আমাদের বিশ্বও যেন নিরাপদ থাকে।

স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মেনে মোট খরচের ৫০% লাভের ব্যবধান রেখে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ফসল কেনা হচ্ছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫০%-এর বেশি লাভ রাখা হচ্ছে। কখনও কখনও সংগ্রহের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির শিথিলতা দেখা যায়। তাই, কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, যদি রাজ্য সরকারগুলি অড়হর, মুসুর এবং বিউলির ডাল কম ক্রয় করে বা ক্রয় না করে, তবে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের ভালো দাম সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নাফেড-এর মতো সংস্থার মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রয় করবে।

২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে মাত্র ৪৬ কোটি ৮৯ লক্ষ মেট্রিক টন খরিফ শস্য কেনা হয়েছিল। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ৮১ কোটি ৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন খরিফ শস্য ক্রয় করেছে। একইভাবে, আগে ২৩ কোটি ২ লক্ষ মেট্রিক টন রবি শস্য কেনা হয়েছিল। অন্যদিকে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন রবি শস্য ক্রয় করেছে। আগে, তৈলবীজ কেনা হয়েছিল ৪৭,৭৫,০০০ মেট্রিক টন, অন্যদিকে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কিনেছে ১ কোটি ২৮ লক্ষ মেট্রিক টন। আগের সরকারের দশ বছরে মাত্র ৬ লক্ষ মেট্রিক টন ডাল কেনা হয়েছিল, এখন কেনা হয়েছে ১ কোটি ৮৯ লক্ষ মেট্রিক টন। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সংগৃহীত ফসলের দাম গত এক দশকে ৭,৪১,০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে এখন ২,৪৪৯,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

জিএসটি ২.০ এবং কৃষক

২০২৫-এর দীপাবলির ঠিক আগেই জিএসটি ২.০-র মাধ্যমে প্রতিটি কৃষক এবং গবাদি পশুর মালিক তাঁদের খরচ কমিয়ে লাভবান হয়েছেন। ট্র্যাক্টরের দামও অনেক কমেছে। নতুন সংস্কারের মাধ্যমে ট্র্যাক্টর কেনার ক্ষেত্রে সরাসরি প্রায় ৪০,০০০ টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। কৃষকদের ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রেও জিএসটি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধান লাগানোর মেশিনের ক্ষেত্রে ১৫,০০০ টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। একইভাবে, পাওয়ার টিলারের ক্ষেত্রে ১০,০০০ টাকা এবং ঝাড়াই-বাছাইয়ের মেশিনের ক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় হচ্ছে। বিন্দুসেচের সামগ্রী এবং ফসল কাটার যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রেও জিএসটি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে।

২০৪৭-এর লক্ষ্যে ভারতের সোনালী ভাবনা

প্রধানমন্ত্রী মোদী লালকেল্লার প্রাকার থেকে তাঁর ভাষণে উন্নত ভারতের চারটি শক্তিশালী স্তম্ভের কথা বলেছেন। কৃষকরা হলেন এই শক্তিশালী স্তম্ভগুলির অন্যতম। বিগত ১১ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ধারাবাহিকভাবে কৃষকদের ক্ষমতায়ন এবং কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়ে আসছে। কৃষি

তামিল জীবনে পোঙ্গল হল একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার মতো। এটি খাদ্য প্রদানকারীদের কঠোর শ্রম এবং ধরিত্রী ও সূর্যের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধকে মহিমান্বিত করে তোলে। এই উৎসব আমাদের প্রকৃতি, পরিবার এবং সমাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার পথও দেখায়। এই সময়ে দেশের বিভিন্ন অংশে লোহরি, মকর সংক্রান্তি, মাঘ বিহু এবং অন্যান্য উৎসবকে ঘিরেও উদ্দীপনা দেখা যায়।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষের ২১,৯৩৩.৫০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১,২৭,২৯০.১৬ কোটি টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ, ছয়গুণ বৃদ্ধি। এই বাজেট বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন খুচরো চাষীরা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সারের ক্ষেত্রে ভর্তুকি ৫ লক্ষ কোটি টাকা (২০০৪-১৪) থেকে বাড়িয়ে ১৩ লক্ষ কোটি টাকা (২০১৪-২৪) করা হয়েছে।

কৃষকদের আয় বাড়াতে প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতির বিকল্পেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাই, অতিরিক্ত আয়ের জন্য পশুপালন, মৎস্য এবং মৌমাছি পালনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এতে ক্ষুদ্র চাষী ও ভূমিহীন পরিবারের সশক্তিকরণ হয়েছে। এর ফলে, গোটা দেশের কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন।

গত ১১ বছর ধরে কৃষিক্ষেত্র এবং কৃষকদের কল্যাণে গৃহীত সর্বাত্মক বিভিন্ন উদ্যোগ প্রমাণ করেছে যে, এই ধরনের প্রকল্প শুধুমাত্র সম্ভবই নয়, সেইসঙ্গে কেন্দ্রে এমন এক সরকার রয়েছে, যারা কৃষকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এবং যত্ন নেয়। বীজ থেকে বাজার, খামার থেকে শস্যাগার, সবক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এক নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলছে, যা উন্নত ভারতের ভাবনার বাস্তবায়নের প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠছে।

নীতি থেকে উদ্ভাবন
তরুণদের নির্ণায়ক অংশগ্রহণ

বিকশিত ভারতের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল ভারতের যুবশক্তি। শক্তি, উদ্ভাবন এবং নেতৃত্বের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ, আজকের যুবসমাজ শুধু তাদের নিজস্ব ভবিষ্যৎ গঠন করছে না বরং নির্ধারণ করছে জাতির দিকনির্দেশনাও। "বিকশিত ভারত যুব নেতাদের সংলাপ – ২০২৬" যুব ধারণাগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা, নেতৃত্ব গড়ে তোলা এবং বিকশিত ভারত নির্মাণের জন্য একটা শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম, যেখানে তরুণরা দেশের উন্নয়ন কর্মসূচির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। এই কারণেই, এই সংলাপের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "আমি নিজেই তোমাদের ক্ষমতা, প্রতিভা এবং শক্তি থেকে উৎসাহ অর্জন করি···"

২০৪৭ সাল, দেশ যখন স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তি করবে, তা দেশ এবং তার যুবসমাজ দুইয়ের জন্যই এক নির্ণায়ক পর্যায়। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এই অনুষ্ঠানটি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীর সঙ্গে মিলে যায়। "স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করে আমরা প্রতি বছর ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করি। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, ১২ জানুয়ারিকে বিকশিত ভারত যুব নেতা সংলাপের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন আমাদের সবার জন্য এক মহান পথপ্রদর্শক।" বিকশিত ভারত যুব নেতা সংলাপের দ্রুত প্রসারে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী এটাকে ভারতের উন্নয়নের অ্যাজেন্ডা গঠনে সরাসরি যুব অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার একটা শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। "এই উদ্যোগের সঙ্গে কোটি কোটি তরুণের সম্পৃক্ততা, ৫০ লক্ষেরও বেশি নিবন্ধন এবং ৩০ লক্ষেরও বেশি যুবকের বিকশিত ভারত চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ এবং দেশের উন্নয়নের জন্য তাদের ধারণা ভাগ করে নেওয়া – যুবশক্তির এত বড় আকারের সম্পৃক্ততা অভূতপূর্ব।"

বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ-২০২৬-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা নির্দিষ্ট বিষয় এবং লক্ষ্যের ওপর এরচেয়ে বড় অনুশীলন আর কী হতে পারে? নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রে যুব অংশগ্রহণের মতো বিষয়গুলি নিয়ে সম্মেলনে যুবদের উপস্থাপিত ধারণাগুলিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে পরিবর্তনের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, কয়েক দশক ধরে বিশ্বব্যাপী স্টার্টআপ সংস্কৃতির প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও, ২০১৪ সালের আগে ভারতে স্টার্টআপের প্রতি মনোযোগ খুব সীমিত ছিল। "২০১৪ সাল পর্যন্ত, দেশে ৫০০টিরও কম নিবন্ধিত স্টার্টআপ ছিল। স্টার্টআপ সংস্কৃতির অভাবে, সরকারি হস্তক্ষেপ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছিল। আমাদের যুব প্রতিভা, তাদের ক্ষমতা, তাদের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পায়নি।" সম্মেলনে স্টার্টআপ সম্পর্কিত উপস্থাপনা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, স্টার্টআপ সংস্কৃতি ৫০-৬০ বছর আগে বিশ্বে শুরু হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে মেগা-কর্পোরেশনের যুগে

বিকশিত ভারত যুব নেতা সংলাপ-২০২৬ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি...

- ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভারতে স্রষ্টাদের একটি নতুন সম্প্রদায় তৈরি করেছে। ভারত 'কমলা অর্থনীতি'তে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অনুভব করছে, এর মধ্যে সংস্কৃতি, বিষয়বস্তু এবং সৃজনশীলতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- ভারত মিডিয়া, চলচ্চিত্র, গেমিং, সঙ্গীত, ডিজিটাল বিষয়বস্তু এবং VR-XR-এর মতো ক্ষেত্রে একটা প্রধান বৈশ্বিক কেন্দ্র হয়ে উঠছে।
- বিশ্ব অডিও-ভিস্যুয়াল এবং বিনোদন শীর্ষ সম্মেলন (WAVES) তরুণ নির্মাতাদের জন্য একটি বিশাল লঞ্চপ্যাড হয়ে উঠেছে।
- দশ বছরে, এটা ম্যাকলের সাহসী নীতির ২০০ বছর পূর্ণ করবে এবং ২০০ বছর আগে করা পাপের প্রায়শ্চিত্তের দায়িত্ব এই প্রজন্মের; আমাদের এখনও ১০ বছর সময় রয়েছে।
- স্বামী বিবেকানন্দের জীবন আমাদের শেখায় যে দাসত্বের মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে হবে এবং সর্বদা আমাদের ঐতিহ্য এবং ধারণাগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- দেশের যুবসমাজ রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুপ্রেরণামূলক গল্পগুলিকেও গেমিং জগতের অংশ করে তুলতে পারে।
- দেশটি যে পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারের সুচনা করেছে তা এখন একটা সংস্কার এক্সপ্রেসে পরিণত হয়েছে; এই সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আমাদের যুবশক্তি।

ভগবান হনুমান গোটা বিশ্বের গেমিংকে শক্তি দিতে পারেন

গেমিং বিশ্বব্যাপী এক বিশাল বাজার। দেশ তার পৌরাণিক কাহিনী থেকে পাওয়া গল্পগুলি নিয়ে গেমিং-এর জগতে প্রবেশ করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে ভগবান হনুমান সমগ্র বিশ্বের গেমিংকে শক্তি দিতে পারেন। এটা দেশের সংস্কৃতিকে আধুনিক রূপে রপ্তানি করবে এবং এতে প্রযুক্তিও ব্যবহার করা হবে। দেশে অনেক স্টার্টআপ রয়েছে যারা ভারতের গল্পগুলিকে গেমিং-এর জগতে দারুণভাবে উপস্থাপন করছে এবং শিশুদের জন্য গেম খেলার সময় ভারতকে বোঝা সহজ হয়ে উঠছে। বেশ কিছু ভারতীয় স্টার্ট-আপ রয়েছে যারা গেমিং-এর মাধ্যমে ভারতের গল্পগুলিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করছে, যার ফলে খেলতে খেলতে ছোটদের ভারতকে বোঝা সহজ হয়ে উঠছে।

রূপান্তরিত হয়েছিল কিন্তু এই সময়কালে, ভারতে স্টার্টআপ সম্পর্কে খুব কম আলোচনা হয়েছে। এখন, ভারতের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক স্টার্টআপ কাজ করছে। তরুণদের সম্ভাবনা বিবেচনা করে, স্টার্টআপ বিপ্লব, ব্যবসা সহজ করার জন্য সংস্কার, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং কর সম্মতি সহজ করার জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৫-৬ বছর আগে পর্যন্ত মহাকাশ ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব শুধুই ISRO'র ওপর ছিল। সরকার মহাকাশ ক্ষেত্রকে বেসরকারি উদ্যোগের জন্য খুলে দিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে এবং আজ ৩০০টিরও বেশি স্টার্টআপ মহাকাশ ক্ষেত্রে কাজ করছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রও আগে শুধু সরকারি কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। সরকার এটাও পরিবর্তন করেছে, প্রতিরক্ষা বাস্তুতন্ত্রে স্টার্টআপগুলির জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। আজ, ভারতে ১,০০০টিরও বেশি প্রতিরক্ষা স্টার্টআপ কাজ করছে। একজন তরুণ ড্রোন তৈরি করছে, অন্যজন অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম তৈরি করছে, আরেকজন AI ক্যামেরা তৈরি করছে এবং অন্যরা রোবোটিক্স নিয়ে কাজ করছে।

বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতের প্রতি আশাবাদী
এখনই বিনিয়োগের সঠিক সময়

আজ, বিশ্বব্যাপী বিশেষজ্ঞরা এবং প্রতিষ্ঠানগুলি ভারত সম্পর্কে 'আশাবাদী'। আইএমএফ ভারতকে বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন বলে অভিহিত করে এবং S&P ১৮ বছর পর ভারতের রেটিং বাড়িয়েছে। ফিচ রেটিং ভারতের সামষ্টিক স্থিতিশীলতা এবং রাজস্ব বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশংসা করে। এই দিকগুলি উল্লেখ করে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১১ জানুয়ারি প্রাণবন্ত গুজরাট আঞ্চলিক সম্মেলনে তাঁর আত্মবিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছেন... এই সুযোগগুলিকে কাজে লাগানোর এটাই সময়, সঠিক সময়...

আজকের ভারত দ্রুত উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। এই লক্ষ্য অর্জনে সংস্কার এক্সপ্রেস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতের প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যপত্রটি সংস্কার-কার্য সম্পাদন-রূপান্তরের এক সাফল্য কাহিনী।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

বিশ্ব ভারতকে বিশ্বাস করে কারণ, বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মধ্যেও, আমরা ভারতে স্থিতিশীলতার এক অভূতপূর্ব পর্যায় দেখছি এবং আজ, ভারতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং নীতিগুলির ধারাবাহিকতা রয়েছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রয় ক্ষমতা। এই কারণগুলি ভারতকে বিপুল সম্ভাবনার ভূমিতে পরিণত করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রাণবন্ত গুজরাট আঞ্চলিক সম্মেলনে বলেন যে এই সম্মেলনটি একটি বার্তাও পাঠাচ্ছে – এখনই সময়, সঠিক সময়, সৌরাষ্ট্র-কচ্ছে বিনিয়োগ করার। ভারত দ্রুত উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। 'সংস্কার এক্সপ্রেস' এই যাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করেছেন যে সংস্কার এক্সপ্রেস এখন থামবে না। ভারতের সংস্কার যাত্রা প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তরের দিকে এগিয়ে গেছে। আপনার বিনিয়োগের প্রতিটি পয়সা চমৎকার রিটার্ন দেবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী রাজকোটে কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের জন্য দু'দিনের প্রাণবন্ত গুজরাট আঞ্চলিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের সময় তিনি ১৪টি গ্রিনফিল্ড স্মার্ট গুজরাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এস্টেটের উন্নয়নের ঘোষণা করেন এবং জিআইডিসি মেডিক্যাল ডিভাইস পার্কের উদ্বোধন করেন। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, রুয়ান্ডা এবং ইউক্রেন এই সম্মেলনে অংশীদার দেশ হিসেবে অংশগ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী সম্মেলনে বলেন যে বিশ্বব্যাপী, পরিকাঠামো এবং শিল্পে কাজ করতে তৈরি কর্মীবাহিনী আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

ভারতের সংস্কার এক্সপ্রেসের ইতিবাচক প্রভাব

- সংস্কার এক্সপ্রেসের মানে হল প্রতিটি ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার বাস্তবায়ন করা। জিএসটি সংস্কার সব ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আমাদের এমএসএমই-তে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, যা এর থেকে বিরাট উপকৃত হয়েছে। ভারত বীমা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ এফডিআই অনুমোদন করে একটা বড় সংস্কার করেছে, যা দেশের প্রতিটি নাগরিককে সর্বজনীন বীমা কভারেজ প্রদানের প্রচারকে গতিময় করবে।
- প্রায় ছয় দশক পর আয়কর আইনের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ লক্ষ করদাতাদের জন্য উল্লেখ্য নির্ভরতা এবং সুবিধা প্রদান করেছে।
- ঐতিহাসিক শ্রম সংস্কার এখন মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং শিল্পকে একটা ঐক্যবদ্ধ কাঠামোর আওতায় এনেছে। এই সংস্কারগুলি শ্রমিকদের কল্যাণ এবং শিল্পের অগ্রগতির মধ্যে একটা উন্নত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে।
- পারমাণবিক বিদ্যুৎ ক্ষেত্রেও পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গত সংসদ অধিবেশনে গৃহীত হওয়া SHANTI আইনের মাধ্যমে, বেসামরিক পারমাণবিক শক্তি ক্ষেত্রকে বেসরকারি অংশগ্রহণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের জন্য এটা বড় সুযোগ।

গত দশকে ভারত শীর্ষ দেশগুলির তালিকায় যোগ দিয়েছে

- ভারত দ্রুত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে।
- ভারত দশটির মধ্যে নয়টি মোবাইল ফোন আমদানি করতো; আজ তা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারক।
- ভারতের UPI হল বিশ্বের এক নম্বর রিয়েলটাইম ডিজিটাল লেনদেন প্ল্যাটফর্ম।
- ভারতের বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম রয়েছে।
- সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারত শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে রয়েছে।
- ভারত তৃতীয় বৃহত্তম বিমান পরিবহণ বাজার।
- ভারত বিশ্বের বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্কের শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে একটি।
- দুধ এবং জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনে ভারত প্রথম স্থানে রয়েছে।
- ভারত বিশ্বের ভ্যাকসিনের একটা বড় অংশ তৈরি করে।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেক্টর 10A থেকে মহাত্মা মন্দির পর্যন্ত আহমেদাবাদ মেট্রোর দ্বিতীয় ধাপের বাকি অংশের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর তিনি বলেন, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে আহমেদাবাদের পরিকাঠামো শক্তিশালী করার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এই অংশটি আহমেদাবাদ এবং গান্ধীনগরের মানুষের 'জীবনযাত্রার সহজতা' উল্লেখ্যভাবে উন্নত করবে।

গুজরাট এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করে। শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটা চমৎকার আন্তর্জাতিক বাস্তুতন্ত্র এখানে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এবং সিঙ্গাপুরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সহযোগিতায় কৌশল্যা দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতের চাহিদার জন্য যুবসমাজকে প্রস্তুত করছে। দেশে প্রথম জাতীয় প্রতিরক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গতি শক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সড়ক, রেল, বিমান, জলপথ এবং সরবরাহ ক্ষেত্রের জন্য তৈরি করছে দক্ষ মানবশক্তি।

প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনা
ভারতের সৌর বিপ্লব

সৌরশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করে ভারত দ্রুত একটি সবুজ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই ১০০ গিগাওয়াট সৌরশক্তির লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করার পর, ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট স্বচ্ছ শক্তি এবং ২০৭০ সালের মধ্যে নেট-জিরো নির্গমন অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে। পরিবার এবং দেশকে শক্তিতে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনা ১৩ ফেব্রুয়ারি তার দ্বিতীয় বার্ষিকী উদযাপন করছে। এই প্রকল্পটি ভারতের সৌর বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছে...

প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনা নবায়নযোগ্য জ্বালানি স্বনির্ভরতার দিকে যাত্রায় এক বিপ্লবী উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি, এটা চালু করেছিলেন, তিনি সৌরশক্তির অগ্রগতি অব্যাহতভাবে প্রচার করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "আমি সব আবাসিক গ্রাহকদের, বিশেষ করে তরুণদের, pmsuryaghar.gov.in ওয়েবসাইটে আবেদন করে 'প্রধানমন্ত্রী-সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনা'কে শক্তিশালী করার জন্য অনুরোধ করছি। এই যোজনা মানুষের আয় বাড়াবে, কমবে বিদ্যুৎ বিল এবং সৃষ্টি হবে কর্মসংস্থান।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আবেদনের ফলে, ৭৫,০২১ কোটি টাকা আনুমানিক ব্যয়ে চালু হওয়া এই যোজনাটি শুধু ৫৫ লক্ষেরও বেশি মানুষের কাছ থেকে আবেদন গ্রহণ করেনি, বরং ২১ লক্ষেরও বেশি ছাদে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনের কাজও দেখেছে। এই উদ্দেশ্যে ৮ লক্ষেরও বেশি মানুষকে ১১,০০০ কোটি

দ্রুত বেড়ে চলা রুফটপ ভারতে সৌরশক্তি ব্যবস্থা

(২০২৬ সালের ৯ জানুয়ারি অবধি পাওয়া তথ্য)

৫৫,৪৮,৪৬৮	টি আবেদন জমা পড়েছে
২১,৩৬,১৪২	টি RTS সিস্টেম ইনস্টল করা হয়েছে
২৬,৭৬,৪৩২	টি পরিবার প্রকল্পের আওতায় এসেছে
৭,৮৭৯	টি মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ ইনস্টল করা হয়েছে
১৫,১৫৩	কোটি টাকার ভর্তুকি বিতরণ করা হয়েছে

মডেল সৌর গ্রাম

এই প্রকল্পের 'মডেল সৌর গ্রাম' অংশের অধীনে, দেশের প্রতিটি জেলায় একটা করে মডেল সৌর গ্রাম গড়ে তোলা হবে। এর উদ্দেশ্য হল সৌরশক্তির প্রচার এবং গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলিকে শক্তির ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করে তোলা। সরকার এর জন্য ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যার আওতায় প্রতিটি নির্বাচিত মডেল সৌর গ্রাম ১ কোটি টাকা পাবে। একটা আদর্শ গ্রাম হওয়ার যোগ্য হতে হলে, একটা রাজস্ব গ্রামের জনসংখ্যা ৫,০০০-এর বেশি হতে হবে অথবা বিশেষ শ্রেণীর রাজ্যগুলিতে ২,০০০-এর বেশি হতে হবে। গ্রামগুলিকে একটা প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। সরকারের লক্ষ্য হল এই মডেল গ্রামগুলি সফলভাবে সৌরশক্তিতে রূপান্তরিত করা এবং সারা দেশের অন্যান্য গ্রামের জন্য একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করুক।

প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনাঃ আয়ের একটি মাধ্যম, কর্মসংস্থান এবং পরিবেশ সুরক্ষা

- **পারিবারিক সঞ্চয় এবং আয় বৃদ্ধিঃ** বিদ্যুৎ বিলের উল্লেখ্য সাশ্রয়ের মাধ্যমে পরিবারগুলি উপকৃত হবে। তারা তাদের ছাদের সৌরশক্তি সিস্টেম থেকে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ DISCOM-এর কাছে বিক্রি করে অতিরিক্ত আয় করতে পারে, কারণ ৩ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবস্থা প্রতি মাসে গড়ে ৩০০ ইউনিটেরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে।
- **সৌরশক্তির সম্প্রসারনঃ** আবাসিক ক্ষেত্রে ছাদে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ৩০ গিগাওয়াট সৌরশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যা ভারতের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখ্য অবদান রাখবে।
- **পরিবেশগত সুবিধাঃ** এই রুফটপ ব্যবস্থাগুলির ২৫ বছরের আয়ুষ্কাল ধরে, আনুমানিক ১০০০ বিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে, যার ফলে ৭২০ মিলিয়ন টন CO_2 নির্গমন কমবে। এর ফলে পরিবেশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।
- **কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ** এই প্রকল্পটি উৎপাদন, লজিস্টিকস, সরবরাহ শৃঙ্খল, বিক্রয়, ইনস্টলেশন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য পরিষেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ১.৭ মিলিয়ন সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কত ভর্তুকি দেওয়া হবে?

আপনি জাতীয় পোর্টাল https://pmsuryaghar.gov.in এর মাধ্যমে ছাদের সোলার সিস্টেমের ভর্তুকি পেতে আবেদন করতে পারেন। জাতীয় পোর্টালে গিয়ে, আপনি জানতে পারবেন আপনার জন্য উপযুক্ত সিস্টেমের আকার কী এবং এটা ইনস্টল করার ফলে আপনি কতটা সুবিধা পাবেন। ওয়েবসাইটে রেজিস্টার করার পর, আপনি আপনার গ্রাহক নম্বর এবং মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে লগ ইন করতে পারেন। ফর্মটি পূরণ করার পর এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থার কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর, আপনাকে একজন রেজিস্টার্ড ডিলারের মাধ্যমে সৌর সিস্টেম ইনস্টল করতে হবে এবং তারপর প্রাসঙ্গিক তথ্য সহ একটা নেট মিটারের জন্য আবেদন করতে হবে। বিদ্যুৎ কোম্পানি এটা পরিদর্শন এবং প্রত্যয়িত করবে। চূড়ান্ত ধাপে, আপনাকে অনলাইনে আপনার ব্যাঙ্কের বিবরণ জমা দিতে হবে এবং ভর্তুকি ৩০ দিনের মধ্যে জমা হবে।

- একক পরিবারের, প্রথম ২ কিলোওয়াটের প্রতি কিলোওয়াট পিকের জন্য ৩০,০০০ টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে এবং অতিরিক্ত প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ১৮,০০০ টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে। ভর্তুকি প্রতি পরিবারে ৩ কিলোওয়াটের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
- গ্রুপ হাউজিং বা আরডব্লিউএ'তে, ৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ছাদের সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা ১৮,০০০ টাকা। উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজ্য এবং আন্দামান ও নিকোবর এবং লাক্ষাদ্বীপ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে, যেগুলি বিশেষ শ্রেণীর রাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত, কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা ১০ শতাংশ বেশি।
- কেন্দ্রীয় সহায়তার পাশাপাশি, ছাদের সৌর ব্যবস্থার জন্য ৫.৭৫ শতাংশ সুদের হারে জামিনদারবিহীন ঋণ পাওয়া যায়।

টাকারও বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি শুধুই লক্ষ লক্ষ বাড়িতে সৌরশক্তি সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের করে তুলেছে তা নয়, বরং ১ কোটি সৌরবিদ্যুৎচালিত বাড়ির উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রার দিকেও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিদ্যুতের খরচ কমানোর পাশাপাশি, এই প্রকল্পটি জ্বালানি স্বনির্ভরতা, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করছে, যা ভারতের স্বচ্ছ শক্তি পরিবর্তনের একটা মূল স্তম্ভ।

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস
আত্মনির্ভর ভারতের পথে

বন্দে ভারত ট্রেন শুধুই ভ্রমণকে দ্রুত এবং আরও আরামদায়ক করে তুলেছে তা নয় বরং নিরাপদও করেছে। এখন, নতুন বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন সহ ১৬৬টি বন্দে ভারত ট্রেন দেশের প্রধান শহরগুলিকে সংযুক্ত করে। এর জনপ্রিয়তা এই সত্য থেকে স্পষ্ট যে ২০১৯ এর ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে চালু হওয়ার পর থেকে, ৭.৫ কোটিরও বেশি যাত্রী এই অত্যাধুনিক ট্রেনে ভ্রমণের সুবিধা উপভোগ করেছেন···

বন্দে ভারত ট্রেনে যাতায়াত করা একজন যাত্রী শ্রীধর কুমার বলেন যে তিনি এখন পাটনা যাওয়ার জন্য বন্দে ভারতকে অগ্রাধিকার দেন। এই ট্রেনটি ক্লান্তিমুক্ত এবং খুবই আরামদায়ক। দ্রুত, নিরাপদ এবং আরামদায়ক ভ্রমণ – এটাই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের বৈশিষ্ট্য। এই ট্রেনের আরেক যাত্রী সন্তোষ গুপ্ত বলেন যে যাত্রাটি খুবই আরামদায়ক ছিল। আরামদায়ক আসন, ট্রেনের গতি এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা যাত্রাটিকে অসাধারণ করে তুলেছে। আজ, শ্রীধর কুমার এবং সন্তোষ গুপ্তের মতো ৭.৫ কোটিরও বেশি যাত্রী বন্দে ভারত ট্রেনে আরামদায়ক ভ্রমণ সম্পন্ন করেছেন। মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগের অধীনে নির্মিত, প্রতিটি ট্রেন অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধায় সজ্জিত। এর মধ্যে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় প্লাগ দরজা, ঘূর্ণায়মান আসন এবং জৈব-ভ্যাকুয়াম টয়লেট। এগুলিতে একটি জিপিএস-ভিত্তিক যাত্রী তথ্য ব্যবস্থা এবং সম্পূর্ণ সিসিটিভি কভারেজও রয়েছে। ২০১৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, নয়াদিল্লি-কানপুর-এলাহাবাদ-বারাণসী রুটে ১৬০ কিলোমিটার প্রতি

সম্প্রতি আমি লক্ষ্য করেছি যে বিদেশীরা ভারতের মেট্রো এবং ট্রেনের ভিডিও তৈরি করে ভারতীয় রেলে বিপ্লবের কথা বিশ্বকে জানাচ্ছে। এই বন্দে ভারত ট্রেনটি 'মেড ইন ইন্ডিয়া' ; আমাদের ভারতীয়দের ঘামের বিনিময়ে তৈরি হয়েছে। দেশের এই প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনটি মা কালীর ভূমিকে মা কামাখ্যার ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত করে। আগামী সময়ে, এই আধুনিক ট্রেনটি সমগ্র দেশে সম্প্রসারিত হবে। এই আধুনিক স্লিপার ট্রেনের জন্য আমি বাংলা, আসাম এবং সমগ্র দেশকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

হাওড়া এবং গুয়াহাটির মধ্যে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন

দেশকে নববর্ষের উপহার হিসেবে, ভারতীয় রেলওয়ে ২০২৬ সালের ১৭ জানুয়ারি তাদের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু করে। হাওড়া এবং গুয়াহাটির মধ্যে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনটি আসামের কামরূপ মেট্রোপলিটন এবং বঙ্গাইগাঁও এবং পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি এবং হাওড়ার মতো জেলাগুলিকে উপকৃত করবে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন যে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের সম্পূর্ণ পরীক্ষা, পরিদর্শন এবং সার্টিফিকেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

- ট্রেনটিতে ১৬টি কোচ রয়েছে, যার মধ্যে ১১টি ত্রিস্তর এসি কোচ, ৪টি দ্বিস্তর এসি কোচ এবং ১টি প্রথম শ্রেণীর এসি কোচ রয়েছে। এর মোট ধারণ ক্ষমতা হবে প্রায় ৮২৩ জন যাত্রী।
- বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের যাত্রীরা সুস্বাদু আঞ্চলিক খাবারের স্বাদ নিতে পারবেন।
- গুয়াহাটি থেকে যাত্রা শুরু করা ট্রেনে খাঁটি অসমীয়া খাবার পরিবেশন করা হবে, অন্যদিকে কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করা ট্রেনে পরিবেশন করা হবে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খাবার।

সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুত, নিরাপদ এবং আরামদায়ক ভ্রমণ

১৬৪ টি বন্দে ভারত ট্রেন ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কে ২০২৫ সালের মধ্যে চলাচল শুরু করেছে।

১৫ টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন ২০২৫ সালে ভারতীয় রেল চালু করেছে।

নতুন বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে রাতারাতি সম্পূর্ণরূপে বদলে দেবে। এগুলি দূরপাল্লার যাত্রীদের দেবে গতি, আরাম এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধার নিখুঁত মিশেল।

১৬৪ টি বন্দে ভারত ট্রেন দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক থেকে

প্রতিটি উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা প্রধান চালিকাশক্তি পরিকাঠামো। উল্লেখ্য অগ্রগতি এবং উন্নয়ন অর্জনকারী প্রতিটি দেশে, পরিকাঠামোর অগ্রগতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতও এই পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই পটভূমিতে, ভারতের আধুনিক রেল পরিকাঠামো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ২০১৯ সালে মাত্র একটা ট্রেন দিয়ে শুরু হওয়া বন্দে ভারত ট্রেনটি এখন ১৬৪টি ট্রেনের নেটওয়ার্কে বদলে গেছে। এই ট্রেনগুলি প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ যাত্রী পরিবহণ করে। রেল উন্নয়নের গতি আরও দ্রুত করার জন্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট লাল কেল্লার প্রাকার থেকে দেশের প্রতিটি কোনে সংযোগ স্থাপনের জন্য ৭৫টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালানোর ঘোষণা করেছিলেন।

- বন্দে ভারত ট্রেনগুলি ব্যবসায়িক কারণে ভ্রমণ করা যাত্রীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।
- এগুলি যাত্রীদের আরামদায়ক ভ্রমণের সুবিধা দেয়।
- এগুলি সড়ক ও বিমান ভ্রমণের তুলনায় কার্বন নিঃসরণও কমায়।

‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এবং ‘আত্মনির্ভর ভারত’ -এর প্রতীক

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস শুধু ভারতীয় রেলের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার প্রতীকই নয় বরং এটা দেশের আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থার এক শক্তিশালী ভিত্তি হয়ে উঠছে, যা ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এবং ‘আত্মনির্ভর ভারত’ –এর দৃষ্টিভঙ্গিকে সাকার করে তুলেছে। বিহার সহ সারা দেশে এই ট্রেনটি উন্নয়ন, সংযোগ এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের এক নতুন অধ্যায় লিখছে।

ঘন্টা গতিতে চলমান প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি চালু করা হয়েছিল। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস রেলযাত্রী এবং পর্যটকদের জন্য একটি দারুণ আশীর্বাদ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এটা ভারতের সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলিকে সংযুক্ত করে। এই ট্রেনগুলি সারা দেশে ২৭৪টিরও বেশি জেলায় পরিষেবা প্রদান করছে। এই বিস্তৃত নেটওয়ার্কটি সারা দেশে ভ্রমন, পর্যটন এবং আঞ্চলিক সংযোগ উন্নত করছে।

অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা এবং নিরাপত্তা

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের বৈশিষ্ট্য

১৮০ কিমি/ঘন্টা পর্যন্ত গতিসম্পন্ন সেমি-হাই-স্পিড ট্রেন

- উন্নত কুশনিং সহ আর্গোনমিকভাবে ডিজাইন করা বার্থ।
- সহজে ঢোকার জন্য প্রবেশ পথগুলিতে থাকা দরজাগুলি সহ স্বয়ংক্রিয় দরজা।
- আরও ভালো সাসপেনশন এবং শব্দ কমানোর ক্ষমতা সহ উন্নত যাত্রার মান।
- 'কবচ' সুরক্ষা প্রযুক্তিতে সজ্জিত।
- উচ্চস্তরের স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার জন্য জীবাণুনাশক প্রযুক্তি।
- উন্নত নিয়ন্ত্রণ এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা সহ সজ্জিত চালকের কেবিন।
- বায়ুগত বহির্ভাগ নকশা।
- দিব্যাঙ্গজনদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।
- জরুরি পরিস্থিতিতে যাত্রী এবং ট্রেন ম্যানেজার/লোকো পাইলটের মধ্যে যোগাযোগের জন্য জরুরি টক-ব্যাক ইউনিট।
- সব কোচে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।
- বৈদ্যুতিক ক্যাবিনেট এবং শৌচাগারগুলিকে উন্নত অগ্নি নিরাপত্তা অ্যারোসলভিত্তিক আগুন চিহ্নিত করা এবং নেভানোর ব্যবস্থা।

অমৃত ভারত ট্রেন

- অমৃত ভারত ট্রেনগুলি পুরোপুরি নন-এসি ট্রেন। এখন সেগুলি ১২টি স্লিপার এবং ৮টি সাধারণ কোচ সহ যাত্রীদের উচ্চমানের পরিষেবা দেয়।
- ২০২৬ সালের একেবারে গোড়ার দিকে, ৭টি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা হয়েছিল। ২০২৫ সালে চালু করা হয়েছিল এই ধরণের ১৩টি ট্রেন। এখন ভারতীয় রেল নেটওয়ার্ক জুড়ে মোট ৩৭টি অমৃত ভারত ট্রেন চলাচল করছে।

নমো ভারত র‍্যাপিড রেল

- নমো ভারত র‍্যাপিড রেল পরিষেবাগুলি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি এবং আঞ্চলিক সংযোগের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন করিডরগুলিতে স্বল্প এবং মাঝারি দূরত্বের যাতায়াত উন্নত করে।
- দেশে এখন দুটি নমো ভারত র‍্যাপিড রেল পরিষেবা চালু রয়েছে, ভুজ-আহমেদাবাদ এবং জয়নগর-পাটনার মধ্যে।

করা হয়েছিল। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস রেলযাত্রী এবং পর্যটকদের জন্য একটি দারুণ আশীর্বাদ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এটা ভারতের সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলিকে সংযুক্ত করে। এই ট্রেনগুলি সারা দেশে ২৭৪টিরও বেশি জেলায় পরিষেবা প্রদান করছে। এই বিস্তৃত নেটওয়ার্কটি সারা দেশে ভ্রমন, পর্যটন এবং আঞ্চলিক সংযোগ উন্নত করছে।

ভলিবল

এক নিখুঁত ভারসাম্যের খেলা

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোড স্ক্যান করুন।

বারাণসীতে ৭২তম জাতীয় ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বিশ্ব ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করছে। এই অগ্রগতি শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ক্রীড়া ক্ষেত্রের ওপরও আস্থার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারতের পারফরম্যান্স ধারাবাহিকভাবে উন্নত হয়েছে কারণ, গত এক দশক ধরে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি স্তরে স্পোর্টস ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করে তুলছে। এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৪ জানুয়ারি বারাণসীতে ৭২তম জাতীয় ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন···

৭২তম জাতীয় ভলিবল টুর্নামেন্ট ৪ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত বারাণসীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে ২৮টি রাজ্য এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী ৫৮টি দলের এক হাজারেরও বেশি খেলোয়ার অংশ নিয়েছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে ভলিবল কোন সাধারণ খেলা নয়, কারণ এটা ভারসাম্য এবং সহযোগিতার একটা খেলা, যেখানে বলকে সবসময় উঁচুতে রাখার চেষ্টার মধ্যে দৃঢ় সংকল্পও ফুটে ওঠে। তিনি বলেন যে ভলিবল খেলোয়ারদের দলগত মনোভাবের সঙ্গে সংযুক্ত করে, প্রতিটি খেলোয়ার 'টিম ফার্স্ট' মন্ত্রে পরিচালিত হয়। প্রতিটি খেলোয়ারের বিভিন্ন দক্ষতা থাকতে পারে, কিন্তু সবাই তাদের দলের জয়ের জন্য খেলে। ভারতের উন্নয়নের গল্প এবং ভলিবলের মধ্যে সমান্তরলতা টেনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে কোন জয় একা অর্জিত হয় না; জয় সমন্বয়, বিশ্বাস এবং দলের প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে প্রত্যেকের নিজস্ব ভুমিকা এবং দায়িত্ব রয়েছে এবং সাফল্য তখনই আসে যখন প্রত্যেকে গুরুত্ব সহকারে তাদের দায়িত্ব পালন করে।

২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস ভারতে অনুষ্ঠিত হবে এবং দেশ ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের জন্য জোরালো প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যার লক্ষ্য হল আরও বেশি সংখ্যক খেলোয়ারকে প্রতিযোগিতার সুযোগ করে দেওয়া।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন যে সরকার ক্রীড়া বাজেট উল্লেখ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে এবং আজ ভারতের ক্রীড়া মডেল 'ক্রীড়াবিদ-কেন্দ্রিক' হয়ে উঠেছে, যেখানে প্রতিভা চিহ্নিত করা, বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ, পুষ্টি এবং স্বচ্ছ নির্বাচনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে সরকার জাতীয় ক্রীড়া প্রশাসন আইন এবং খেলো ইন্ডিয়া সহ ক্রীড়া ক্ষেত্রে বড় ধরণের সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে এবং TOPs –এর মতো প্রচেষ্টাগুলি ভারতের স্পোর্টস ইকোসিস্টেমকে রূপান্তরিত করছে।

"ভারতের উন্নয়নের কাহিনী এবং ভলিবল খেলার মধ্যে আমি অনেক মিল দেখতে পাই। ভলিবল আমাদের শেখায় যে কোন জয় একা অর্জন করা যায় না। আমাদের সাফল্য আমাদের সমন্বয়,আস্থা এবং দলের প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

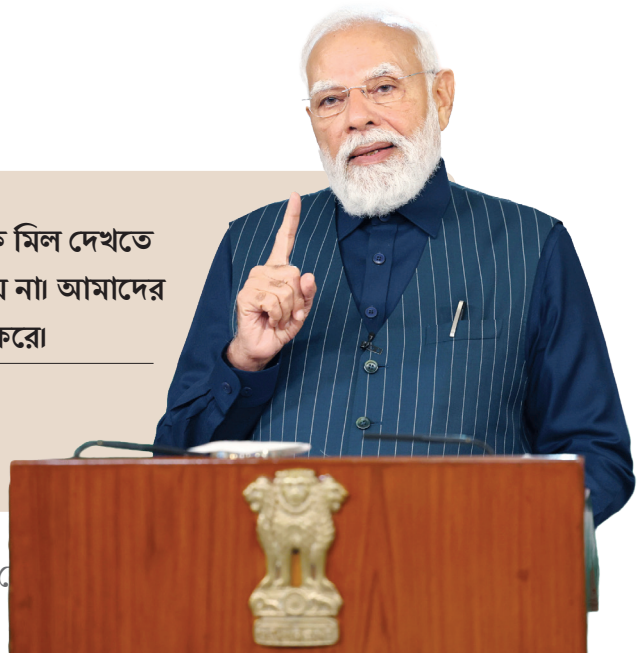

পূর্বোদয় মন্ত্রের চালিকাশক্তি

পশ্চিমবঙ্গ

কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বোদয় স্লোগান শুধু একটা বাক্যের অংশের চেয়েও বেশি কিছু হয়ে উঠেছে; এটা একটা পথপ্রদর্শক নীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে যা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন যাত্রায় ক্রমাগত নতুন মাত্রা যোগ করছে। ভারতীয় রেলওয়েকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ, বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু করা থেকে শুরু করে অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি নতুন গতি পেয়েছে। ১৭-১৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মালদায় ৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি এবং পশ্চিমবঙ্গের হুগলির সিঙ্গুরে ৮৩০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন…

ভারতকে একটা উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পূর্ব ভারতের ন্যায্য উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এই সংকল্পকে আরও দৃঢ় করে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, জানুয়ারির মাঝামাঝি তাঁর বিশেষ সফরের সময়, পশ্চিমবঙ্গকে ৪,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্প উপহার দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "পূর্বোদয়" মন্ত্র কীভাবে রাজ্যের উন্নয়নে নতুন অধ্যায় যুক্ত করছে তার ইঙ্গিত দেয়। পশ্চিমবঙ্গের এই পবিত্র ভূমি থেকে, ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণের দিকে আরও একটা বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এখান থেকেই ভারতে সম্পূর্ণরূপে দেশীয়ভাবে নির্মিত বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু করা হয়েছে। এই প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন মা কালীর ভূমিকে মা কামাখ্যার ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

পশ্চিমবঙ্গও প্রায় হাফ ডজন নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন পেয়েছে। এই ট্রেনগুলি বারাণসী, দিল্লি এবং তামিলনাড়ুতে ভ্রমণকে আরও সহজ করে তুলবে। পশ্চিমবঙ্গের রেল যোগাযোগের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দু'দিনের সফর অভূতপূর্ব। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই বলেছেন, "গত ১০০ বছরে ২৪ ঘন্টায় এত কাজ হয়নি।" পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার অভিযান তীব্রতর হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি রাজ্যের মানুষের জন্য ভ্রমণ এবং ব্যবসাকে আরও সহজ করে তুলবে। রাজ্যের যুবকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোড স্ক্যান করুন।

ভারতকে সংযুক্ত করা আমাদের অগ্রাধিকার, এবং দূরত্ব কমানো আমাদের লক্ষ্য।

নরেন্দ্র মোদী,
প্রধানমন্ত্রী

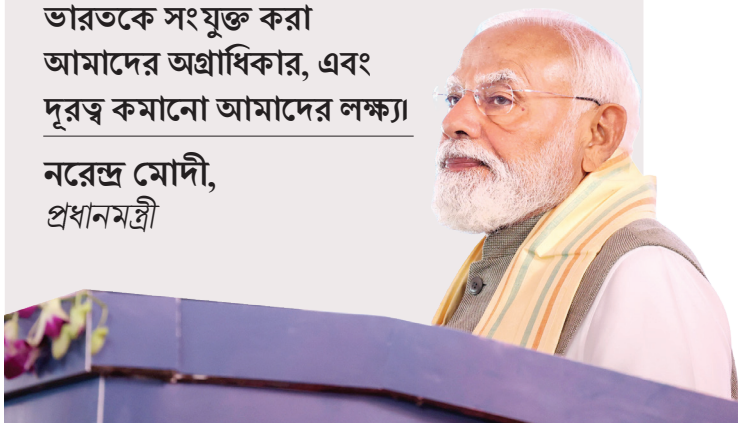

উন্নয়নের পথে পশ্চিমবঙ্গ

৪,০৮০ কোটি টাকার বিভিন্ন রেল ও উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন মালদায়

- হাওড়া এবং গুয়াহাটির (কামাখ্যা) মধ্যে ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের যাত্রা শুরু।
- বলাগড়ে সম্প্রসারিত বন্দর গেট সিস্টেমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, যা অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ এবং আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধি করবে।
- কলকাতায় একটি অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক ক্যাটামারান চালু হয়েছে। কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেডের দ্বারা অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণের জন্য এটা ছয়টি দেশীয়ভাবে নির্মিত বৈদ্যুতিক ক্যাটামারানগুলির মধ্যে একটা।
- ৭টি অমৃত ভারত ট্রেনের যাত্রা শুরু, যা অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রেল যোগাযোগকে শক্তিশালী করবে।
- এই ট্রেনগুলি হলঃ নিউ জলপাইগুড়ি-নাগেরকয়েল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস; নিউ জলপাইগুড়ি-তিরুচিরাপল্লি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস; আলিপুরদুয়ার-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস; আলিপুরদুয়ার-মুম্বই (পানভেল) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস; কলকাতা (হাওড়া) – আনন্দ বিহার টার্মিনাল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস; কলকাতা (শিয়ালদহ) – বেনারস অমৃত ভারত এক্সপ্রেস; কলকাতা (সাঁতরাগাছি) – তাম্বারাম অমৃত ভারত এক্সপ্রেস।
- পশ্চিমবঙ্গে চারটি প্রধান রেল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, যার মধ্যে রয়েছে বালুরঘাট এবং হিলির মধ্যে একটা নতুন রেললাইন, নিউ জলপাইগুড়িতে নেক্সট জেনারেশন মালবাহী রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা, শিলিগুড়ি লোকো শেডের উন্নয়ন এবং জলপাইগুড়ি জেলায় বন্দে ভারত ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার আধুনিকীকরণ।
- নিউ কোচবিহার-বামনহাট এবং নিউ কোচবিহার-বক্সিরহাটের মধ্যে রেললাইনের বিদ্যুতায়ন করে জাতির জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। এলএইচবি কোচ দিয়ে সজ্জিত দুটি নতুন ট্রেন পরিষেবাও উদ্বোধন করা হয়েছে।
- জয়রামবাটি-বড়গোপীনাথপুর-ময়নাপুর নতুন রেললাইনের উদ্বোধন।
- জাতীয় মহাসড়ক-৩১ডি-এর ধূপগুড়ি-ফালাকাটা অংশের পুনর্গঠন এবং চার-লেনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোড স্ক্যান করুন।

এই রাজ্যের জলপথের অসাধারণ সম্ভাবনা রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এক্ষেত্রে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্যই নয়, ভারতের উন্নয়নের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তম্ভগুলির ওপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গকে উৎপাদন, বাণিজ্য এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে এক প্রধান অংশে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। আজ ভারত বহুমুখী সংযোগ এবং পরিবেশবান্ধব গতিশীলতার ওপর জোর দিচ্ছে। পরিবহণ সহজতর করার জন্য বন্দর, অভ্যন্তরীণ জলপথ, মহাসড়ক এবং বিমানবন্দর গুলিকে আন্তঃসংযুক্ত করা হচ্ছে। এর ফলে সরবরাহ খরচ এবং যাতায়াতের সময় দুটোই কমছে। ভারত মৎস ও সামুদ্রিক খাবারের উৎপাদন ও রপ্তানিতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি হল এক্ষেত্রে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া।

আধুনিকতা এং স্বনির্ভরতা

ভারতীয় রেলপথ আধুনিক এবং স্বনির্ভর হয়ে উঠছে। রেললাইনের বৈদ্যুতিকরণ হচ্ছে এবং আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে রেল স্টেশনগুলির। ভারতের তৈরি লোকোমোটিভ, রেল কোচ এবং মেট্রো কোচ ভারতীয় প্রযুক্তির প্রতীক হয়ে উঠছে। আজ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের তুলনায় ভারতে বেশি লোকোমোটিভ তৈরি হচ্ছে। ভারত বিভিন্ন দেশে যাত্রী এবং মেট্রো ট্রেন কোচ রপ্তানি শুরু করেছে, যার ফলে লাভবান হচ্ছে অর্থনীতি এবং তরুণদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। আজ পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে ১৫০টিরও বেশি বন্দে ভারত ট্রেন চলাচল করছে। এর পাশাপাশি তৈরি করা হচ্ছে আধুনিক এবং উচ্চ-গতির ট্রেনের একটা সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক। এতে পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি বিরাটভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

আসাম ভারসাম্য রক্ষা করছে অর্থনীতি এবং বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে

প্রকৃতি এবং অগ্রগতিকে একসঙ্গে হাতে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে ভারত আজ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে আসামের কালিয়াবরে প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কাজিরাঙ্গা এলিভেটেড করিডর প্রকল্পের ভূমি পূজন অনুষ্ঠান একই চেতনাকে প্রতিফলিত করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের জীববৈচিত্র্যের এক মূল্যবান রত্ন কাজিরাঙ্গার জন্য এই বিশেষ প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন এবং আসামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপনের পাশাপাশি উন্নয়ন প্রকল্পগুলির পর্যালোচনাও করেন···

ভারতের উন্নয়নের চালিকাশক্তি উত্তরপূর্বাঞ্চল দূরত্বের বাধার মুখোমুখি হয়েছিল – হৃদয়ের দূরত্ব এবং স্থানের দূরত্ব। কয়েক দশক ধরে, এখানকার মানুষ অনুভব করেছিলেন যে দেশের উন্নয়ন অন্যান্য অংশে হচ্ছে এবং তারা পিছিয়ে পড়ছেন। এর ফলে শুধু অর্থনীতিই নয়, আস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যিনি নিজে ৭০ বারেরও বেশি উত্তরপূর্বাঞ্চল সফর করেছেন, এই ধারণা বদলানোর জন্য কাজ করেছেন। তিনি উত্তরপূর্বাঞ্চলের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি সড়ক, রেল, বিমান এবং জলপথের মাধ্যমে আসামকে সংযুক্ত করার জন্য একযোগে কাজ শুরু করেছিলেন এবং আজ ফলাফল স্পষ্টঃ উত্তরপূর্বাঞ্চল এবং তার প্রবেশদ্বার, আসাম লিখছে উন্নয়নের এক নতুন কাহিনী। কাজিরাঙ্গা এলিভেটেড করিডর প্রকল্প এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা। কাজিরাঙ্গা এবং তার বন্যপ্রাণী রক্ষা করা শুধুই পরিবেশ সুরক্ষার বিষয় নয়;

> **যোগাযোগের এই প্রসার আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে যে উত্তরপূর্ব আর উন্নয়নের প্রান্তে নেই। উত্তরপূর্ব আর দূরে নয়; উত্তরপূর্ব এখন আমাদের হৃদয়ের কাছাকাছি এবং দিল্লির কাছাকাছি।**
>
> **নরেন্দ্র মোদী,** *প্রধানমন্ত্রী*

এটা আসামের ভবিষ্যৎ এবং আগামী প্রজন্মের প্রতিও একটা দায়িত্ব। কাজিরাঙ্গা কেবল একটা জাতীয় উদ্যান নয়; এটা আসামের প্রাণ। এটা ভারতের জীববৈচিত্র্যের একটা মূল্যবান রত্নও। ইউনেস্কো একে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে।

আসাম উপহার পেল উন্নয়ন

- কালিয়াবরে ৮৬ কিলোমিটার দীর্ঘ কাজিরাঙ্গা এলিভেটেড করিডর প্রকল্পের ভূমি পূজন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার ব্যয় ৬,৯৫০ কোটি টাকারও বেশি।
- এর মধ্যে রয়েছে কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটা এলিভেটেড বন্যপ্রাণী করিডর, ২১ কিলোমিটার বাইপাস অংশ এবং চালু জাতীয় মহাসড়ক-৭১৫-এর ৩০ কিলোমিটার অংশকে দুই লেনের থেকে চার লেনে উন্নীত করা।
- গুয়াহাটি (কামাখ্যা) – রোহতক এবং ডিব্রুগড়-লখনউ (গোমতী নগর) এর মধ্যে দুটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা শুরু।
- বোড়ো সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক উৎসব, "বাগুরুম্বা দহৌ ২০২৬," আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বোড়ো সম্প্রদায়ের ১০,০০০ জনেরও বেশি শিল্পী বাগুরুম্বা নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন।
- বাগুরুম্বা নৃত্য শান্তি, উর্বরতা, আনন্দ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক এবং বোড়ো নববর্ষের উৎসব যেমন বিউইসাগু এবং ডোমাসি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

বাগুরুম্বা দহৌ রেকর্ড গড়েছে

উত্তরপূর্বাঞ্চল এখন দিল্লি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হৃদয়ে। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে আসামে উন্নয়ন প্রকল্প চালু করার সময়ে এই অনুরাগ আবার স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে বোড়ো সম্প্রদায়ের মেয়েরা বাগুরুম্বা পরিবেশনার মাধ্যমে এক নতুন রেকর্ড গড়েছিলেন। বাগুরুম্বার অসাধারণ পরিবেশনা, দশ হাজারেরও বেশি শিল্পীর প্রাণশক্তি, খাম ঢোলের ছন্দ, সিফুং বাঁশির সুর – এই মনোমুগ্ধকর মুহূর্তগুলি সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। বাগুরুম্বার অভিজ্ঞতা চোখ থেকে হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, 'উন্নয়ন এবং ঐতিহ্য' মন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করেছিল। 'বাগুরুম্বা দাহো' শুধু একটা উৎসব নয়; তা মহান বোড়ো ঐতিহ্যকে সম্মান করার একটা মাধ্যম।

কেন এই প্রকল্পের প্রয়োজন ছিল?

কাজিরাঙ্গায় একশৃঙ্গ গন্ডার থাকে। প্রতি বছর বর্ষাকালে, ব্রহ্মপুত্র নদের জল যখন ফুলে ওঠে, তখন দেখা দেয় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বন্যপ্রাণীরা তখন উঁচু জায়গা খুঁজতে থাকে এবং সেই কারণে তাদের জাতীয় মহাসড়ক পার হতে হয়। গন্ডার, হাতি এবং হরিণ সেই সময় রাস্তার ধারে আটকা পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টা হল সড়ক যাতে কার্যকর থাকে এবং বন ও বন্যপ্রাণী নিরাপদ থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই কালিয়াবর থেকে নুমালিগড় পর্যন্ত প্রায় ৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ করিডর তৈরি করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ব্যয় হবে প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা। এর আওতায় থাকবে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার বিস্তৃত একটি উঁচু বন্যপ্রাণী করিডর। একশৃঙ্গ গন্ডার, হাতি এবং বাঘের মতো প্রাণীদের চলাচলের অভ্যস্ত পথের কথা মাথায় রেখেই করিডরটি তৈরি করা হয়েছে। আপার আসাম এবং অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে সংযোগও এই করিডরের আওতায় থাকবে।

আসামঃ উত্তরপূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের প্রবেশদ্বার

আসামের উন্নয়ন সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। রেল যোগাযোগ বাড়লে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুটি স্তরেই সুবিধা হয়। তাই যোগাযোগ সম্প্রসারণ উত্তরপূর্বাঞ্চলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগে আসাম রেল বাজেটে মাত্র ২,০০০ কোটি টাকা পেয়েছিল; এখন তা বেড়ে ১০,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। এই বর্ধিত বিনিয়োগের ফলে বড় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে কালিয়াবর থেকে চালু হওয়া তিনটি নতুন ট্রেন পরিষেবা আসামের রেল যোগাযোগের উল্লেখ্য সম্প্রসারণের উদাহরণ।

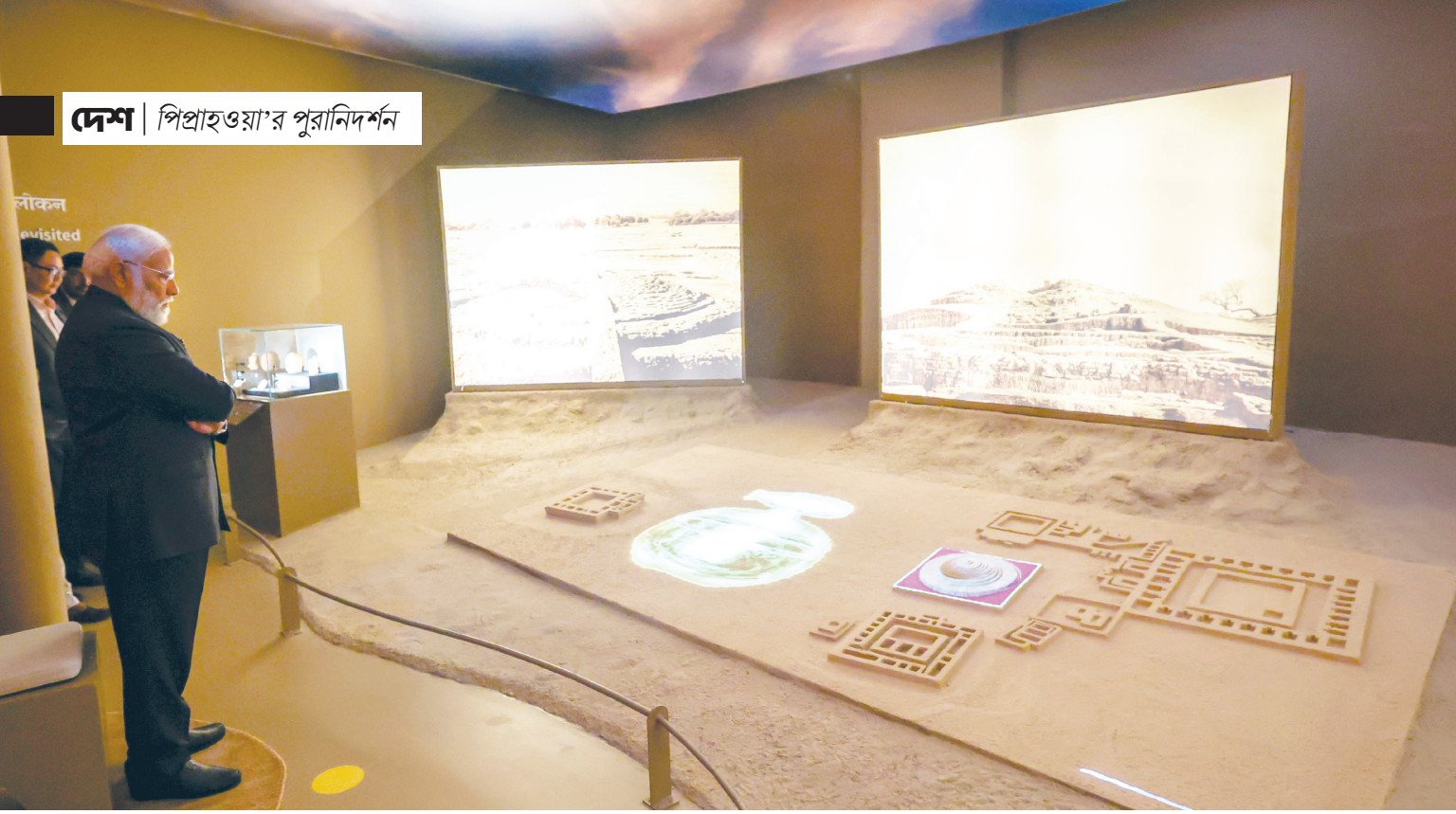

ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান সমগ্র মানবজাতির জন্য

ভারত সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায় (সকলের কল্যাণ ও সুখের জন্য) নীতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভগবান বুদ্ধ আমাদের এটাই শিখিয়েছেন। ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান এবং তাঁর দেখানো পথ সমগ্র মানবতার জন্য এবং কালজয়ী, সময়ের সঙ্গে অপরিবর্তনীয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৩ জানুয়ারি নয়াদিল্লির রাই পিথোরা সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সের পিপ্রাহওয়া থেকে পাওয়া ভগবান বুদ্ধের পবিত্র পুরানিদর্শনের একটা বিশাল আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন...

ভারত শুধু ভগবান বুদ্ধের পবিত্র ধ্বংসাবশেষের রক্ষকই নয় বরং তাঁর ঐতিহ্যের জীবন্ত বাহকও। পিপ্রাহওয়া, বৈশালী, দেবনী মোরি এবং নাগার্জুনকোন্ডায় পাওয়া ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত ধ্বংসাবশেষগুলি যেন বুদ্ধের বার্তার জীবন্ত উপস্থিতি। ভারত বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিটি ক্ষেত্রে এই ধ্বংসাবশেষগুলি সংরক্ষণ এবং সুরক্ষিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে তিনি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করেন কারণ ভগবান বুদ্ধের তাঁর জীবনের ওপর খুব গভীর প্রভাব ছিল। তিনি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই ভাদনগর শহর বৌদ্ধ শিক্ষার একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। সারনাথ, যেখানে ভগবান বুদ্ধ তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন, এখন তার কর্মস্থল। এমনকি যখন তিনি সরকারের দায়িত্ব থেকে দূরে ছিলেন, তখনও তিনি একজন তীর্থযাত্রী হিসেবে বৌদ্ধ তীর্থস্থান পরিদর্শন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, তিনি বিশ্ব জুড়ে বৌদ্ধ

> **ভগবান বুদ্ধ বিশ্বকে দ্বন্দ্ব এবং আধিপত্যের বদলে একসঙ্গে চলার পথ দেখিয়েছেন এবং এটা সবসময় ভারতের মূল দর্শন। আমরা সবসময় মানবতার স্বার্থে ভাবনার শক্তি এবং আবেগের গভীরতার মাধ্যমে বিশ্ব কল্যাণের পথ গ্রহণ করেছি। এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই ভারত একুশ শতকের বিশ্বে অবদান রাখছে।**
>
> **নরেন্দ্র মোদী,** *প্রধানমন্ত্রী*

এক শতাব্দীরও বেশি সময় পর পিপ্রাহওয়া ধ্বংসাবশেষ স্বদেশে ফিরেছে

- প্রদর্শনীতে এই প্রথমবার পিপ্রাহওয়া সম্পর্কিত প্রকৃত ধ্বংসাবশেষ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ উপস্থাপিত করা হয়েছিল।
- ১৮৯৮ সালে আবিষ্কৃত, পিপ্রাহওয়া ধ্বংসাবশেষগুলি প্রাথমিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় একটি মূল জায়গা দখল করে আছে। এগুলি ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত প্রাচীনতম এবং ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ধ্বংসাবশেষের অন্যতম।
- প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পিপ্রাহওয়া স্থানটিকে প্রাচীন কপিলাবস্তুর সঙ্গে যুক্ত করে। প্রদর্শনীটি ভগবান বুদ্ধের শিক্ষার সঙ্গে ভারতের গভীর এবং অবিচ্ছিন্ন সভ্যতার সংযোগ তুলে ধরে।
- স্থায়ী সরকারি প্রচেষ্টা, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং উদ্ভাবনী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এই ধ্বংসাবশেষগুলির সাম্প্রতিক প্রত্যাবাসন অর্জন করা হয়েছে।
- অন্যান্য বিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে পিপ্রাহওয়া পুনর্বিবেচিত, বুদ্ধের জীবনের চিত্রকর্ম, অন্যান্য।
- প্রদর্শনীটিতে একটা বিস্তৃত অডিও-ভিস্যুয়াল উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। এই উপাদানগুলি ভগবান বুদ্ধের জীবনের অবারিত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

ভারত বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধ স্থানগুলির উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিচ্ছে

- নেপালে যখন এক ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে, যার ফলে প্রাচীন স্তূপগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন ভারত তাদের পুনর্নির্মাণের জন্য সহায়তা প্রদান করে।
- মায়ানমারের বাগানে ভূমিকম্পের পর, ভারত ১১টিরও বেশি প্যাগোডা সংরক্ষণের সহায়তা করে।
- গুজরাটের ভাদনগরে একটা দারুণ মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে, যা প্রায় ২,৫০০ বছরের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা প্রদান করে।
- জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লায় বৌদ্ধ যুগের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে, সংরক্ষণ কাজ এখন ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।
- বোধগয়াতে একটা কনভেনশন সেন্টার এবং একটা ধ্যান ও অভিজ্ঞতা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে।
- শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু এবং কুশিনগরে আধুনিক সুযোগ সুবিধা তৈরি করা হয়েছে।
- সাঁচী, নাগার্জুন সাগর এবং অমরাবতীতে তীর্থযাত্রীদের জন্য নতুন সুযোগ সুবিধা তৈরি করা হয়েছে।
- ভারতের প্রতিটি বৌদ্ধ তীর্থস্থানের সঙ্গে আরও ভালো সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য দেশে একটি বৌদ্ধ সার্কিট তৈরি করা হচ্ছে।
- যেহেতু ভগবান বুদ্ধের অভিধম্ম ও শিক্ষা পালি ভাষায়, তাই সরকার এতে প্রবেশাধিকার আরও বিস্তৃত করার জন্য পালিকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিয়েছে।

তীর্থস্থান পরিদর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে ১২৫ বছরের অপেক্ষার পর ভারতের ঐতিহ্য ফিরে এসেছে এবং ভারতের উত্তরাধিকার ফিরে এসেছে। আজ থেকে ভারতের মানুষ ভগবান বুদ্ধের এই পবিত্র তীর্থস্থানগুলি দেখতে এবং তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আমি যখন যেখানে ভ্রমণ করেছি, আমি সেখানকার মানুষের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের পরম্পরার প্রতীককে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছি। তিনি উল্লেখ করেন যে চীন, জাপান, কোরিয়া এবং মঙ্গোলিয়ায় তিনি বোধিবৃক্ষের চারা নিয়ে গেছেন।

ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের এক পীঠস্থান, কিলা রাই পিথোরা

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এই প্রদর্শনীটি যে স্থানে স্থাপিত হয়েছে তা নিজেই বিশেষ। তিনি উল্লেখ করেন, কিলা রাই পিথোরা জায়গাটি ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের এক ভূমি, যেখানে প্রায় এক হাজার বছর আগে প্রাক্তন শাসকরা শক্তিশালী ও মজবুত দেওয়ালে ঘেরা একটা শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই একই ঐতিহাসিক নগর কমপ্লেক্সের মধ্যে ইতিহাসের একটি আধ্যাত্মিক এবং পুণ্যময় অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছিল। ●

ভারত নিজের বৈচিত্র্যকে গণতন্ত্রের শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে

ভারতে গণতন্ত্রের অর্থ হল প্রান্তিকতম বিন্দু পর্যন্ত পরিষেবার সংস্থান। সেজন্যই জনকল্যাণের আদর্শকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করে চলেছে প্রতিটি নাগরিকের জন্য – কোনও ভেদাভেদ না রেখে। ফলে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠে এসেছেন। গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করে তোলার উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৫ জানুয়ারি সংসদ ভবন চত্বরের কেন্দ্রীয় কক্ষে কমনওয়েলথ দেশগুলির আইনসভার অধ্যক্ষ ও প্রিসাইডিং অফিসারদের (সিএসপিওসি) ২৮ তম সম্মেলনের সূচনা করেন...

ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় বহু মহলেই আশঙ্কা ছিল, যে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে গণতন্ত্র স্থায়ী হবে না। কিন্তু এই বৈচিত্র্যকেই গণতন্ত্রের শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে ভারত। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতে গণতন্ত্র সফল হওয়ার কারণ হল সাধারণ মানুষ এখানে সবার উপরে। তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। কোনওভাবেই তাঁরা যাতে অসুবিধায় না পড়েন, তার জন্য প্রক্রিয়াগত স্তর থেকে প্রযুক্তি – সবকিছুই গণতন্ত্রীকরণ হয়েছে। ভারতের রক্ত প্রবাহ, মননে এবং সংস্কৃতিতে প্রবাহিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ – এমনটাই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। আমাদের মূল লক্ষ্য সাধারণ মানুষের কল্যাণ। সেই কাজ সম্ভব গণতন্ত্রের মাধ্যমে।

কমনওয়েলথ দেশগুলির মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশেরই বাস ভারতে।

> **ভারত প্রমাণ করেছে যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া সুস্থিতি ও কর্মসম্পাদনায় দ্রুতি এনে গণতন্ত্রকেই আরও পুষ্ট করতে পারে।**
>
> **নরেন্দ্র মোদী**
> ***প্রধানমন্ত্রী***

ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পরীক্ষিত

তামিলনাড়ুতে দশম শতকের একটি শিলালেখে গ্রামীণ আইনসভার উল্লেখ পাওয়া যায় – যা পরিচালিত হত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে। দায়বদ্ধতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত স্পষ্ট বিধি অনুসৃত হত সেখানে। ভারতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সময়ের মাধ্যমে পরীক্ষিত। তা পুষ্ট হয়েছে বৈচিত্র্যের শক্তিতে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে ভারতকে স্বীকৃতি দিয়েছে সারা বিশ্ব, বলছে ভারত গণতন্ত্রের ধাত্রীভূমি। এদেশে রয়েছে বিতর্ক, বার্তালাপ এবং সমন্বয়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণের দীর্ঘ ঐতিহ্য। ভারতের পবিত্র লিপি ও বেদ ৫০০০ বছরেরও বেশি পুরনো। সেখানে বলা আছে মানুষ একত্রিত হয়ে, আলোচনা এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতেন।

সংসদীয় নেতাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসলেন লোকসভার অধ্যক্ষ

সম্মেলনের অবসরের লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা সংসদীয় নেতার সঙ্গে বৈঠকে বসেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন কানাডার হাউস অফ কমন্স, শ্রীলঙ্কার সংসদ, সেশেলসের জাতীয় পরিষদ, মালদ্বীপের মজলিস, কেনিয়ার জাতীয় পরিষদ, গ্রেনাডার সেনেটের অধ্যক্ষ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ প্রভিন্সেস এবং জাতীয় পরিষদের উপাধ্যক্ষ।

প্রধানমন্ত্রীর সমগ্র অনুষ্ঠানটি দেখতে এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

এর আগে ১৯৭১, ১৯৭৬ এবং ২০১০-এ কমনওয়েলথ দেশগুলির আইনসভার অধ্যক্ষদের সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল ভারতে।

বিশ্বমঞ্চে ভারতের ধারাবাহিক গৌরবময় উত্থান

- বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল আর্থিক লেনদেন প্রণালী হল ভারতের ইউপিআই।
- বিশ্বের বৃহত্তম প্রতিষেধক উৎপাদক দেশ ভারত।
- বিশ্বের বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদক দেশ হল ভারত।
- বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদক দেশ ভারত।
- ভারতে রয়েছে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডল।
- ভারতের উড়ান পরিষেবার বাজার বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম।
- বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম রেল নেটওয়ার্ক রয়েছে ভারতে।
- বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক রয়েছে ভারতে।

ধারাবাহিক উন্নয়নী লক্ষ্যসমূহের ক্ষেত্রে কমনওয়েলথ দেশগুলির পক্ষ থেকে যাবতীয় কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে চলেছে ভারত। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ সারা বিশ্ব অভূতপূর্ব রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে চলেছে। কাজেই দক্ষিণী বিশ্বকে খুঁজে নিতে নতুন পথ। ভারত বিশ্বের প্রতিটি মঞ্চে দক্ষিণী বিশ্বের স্বার্থ রক্ষায় উদ্যোগী। এদেশে যাবতীয় উদ্ভাবনার সুফল যাতে দক্ষিণী বিশ্ব ও কমনওয়েলথের দেশগুলিকে উপকৃত করতে পারে তা নিশ্চিত করা অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে।

জাতীয় স্টার্টআপ দিবস – জানুয়ারি ১৬

“স্টার্টআপ ইন্ডিয়া একটি প্রকল্প মাত্র নয়, বর্ণময় এক স্বপ্ন”

ভারত আজ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডলের দেশ। এমনটা সম্ভব হয়েছে স্টার্টআপ ইন্ডিয়া কর্মসূচির সূচনার পর বিগত দশকে কেন্দ্রীয় সরকারের একের পর এক সংস্কারমূলক পদক্ষেপের সুবাদে। সরকারের নীতি মহাকাশ এবং প্রতিরক্ষার মতো ক্ষেত্রেও স্টার্টআপগুলির প্রবেশের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছে। জাতীয় স্টার্টআপ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রাণবন্ত স্টার্টআপ পরিমণ্ডলের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে মতবিনিময় করলেন ...

কর্মপ্রার্থী নয়, ভারতকে কর্মদাতার দেশ করে তুলতে, উদ্ভাবনা ও ঔদ্যোগিকতার পালে হাওয়া লাগাতে এবং বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৬-র ১৬ জানুয়ারি স্টার্টআপ ইন্ডিয়া কর্মসূচির সূচনা করেন। বিগত দশকে স্টার্টআপ ইন্ডিয়া ভারতের অর্থনৈতিক এবং উদ্ভাবনা চালচিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এই পরিমণ্ডলে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আরও জোরদার হয়েছে এবং মূলধন ও পরামর্শ পাওয়াও স্টার্টআপগুলির পক্ষে এখন অনেক সহজ। বিগত দশকে ভারতের স্টার্টআপ পরিমণ্ডলে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পরিলক্ষিত।

জাতীয় স্টার্টআপ দিবসে স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক নতুন ও বিকাশ – সমৃদ্ধ ভারতের ছবি দেখতে পাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেন। এই শব্দগুলি

> **“বিদ্যালয়গুলিতে আমরা অটল টিঙ্কারিং ল্যাব তৈরি করেছি, যাতে শিশুদের মধ্যে উদ্ভাবনার স্পৃহা বাড়ে। জাতীয় স্তরের নানা সমস্যার মোকাবিলায় আমাদের তরুণ প্রজন্ম যাতে নিজেদের সমাধান সূত্র তুলে ধরতে পারে, সেজন্যে আমরা হ্যাকাথন চালু করেছি। সম্পদের অভাবে নতুন নতুন ধ্যান - ধারণার বাস্তবায়ন যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেজন্য, আমরা একের পর এক ইনকিউবেশন সেন্টার চালু করেছি।**
>
> **নরেন্দ্র মোদী,** *প্রধানমন্ত্রী*

প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন্ত্র... কঠোর পরিশ্রমে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপনের মধ্যে দিয়ে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে নতুন উচ্চতায়

নতুন উচ্চতায় পৌঁছনো সম্ভব হল কি করে? এজন্য দরকার চূড়ান্ত পরিশ্রম। তাই বলা হয় : **উদ্যমেন হি সিদ্ধ্যন্তি, কার্যাণি ন মনোরথৈঃ।** কর্ম সম্পাদিত হয় উদ্যোগের মাধ্যমে, স্বপ্নবিলাসে নয়। উদ্যোগের প্রাথমিক শর্ত হল সাহস। আজ আপনি যেখানে পৌঁছেছেন, সেজন্য আপনাকে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয়েছে ; ঝুঁকি নিতে হয়েছে অনেকটাই। আগে আমাদের দেশে ঝুঁকি নেওয়ার সংস্কৃতি ছিল না। অথচ আজ এই বিষয়টিই মূল স্রোত হয়ে উঠেছে। যাঁরা মাস-মাইনেতে সন্তুষ্ট নন, তাঁরা আজ সম্মান পাচ্ছেন। আগে যেসব ধ্যান - ধারণা গুরুত্বই পেত না, আজ তা ফ্যাশন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, যাঁরা ঝুঁকি নিতে চান, তাঁরা তাঁর খুব পছন্দের, যেমন তরুণ-তরুণীরা। তিনি বলেন, লোকে যখন তাকে কোনও পদক্ষেপে রাজনৈতিক ঝুঁকি আছে বলতে চান, তিনি তাও সেই কাজ করবেন। কারণ তিনি মনে করেন এটা তাঁর কর্তব্য। তিনি বিশ্বাস করেন যে, দেশের জন্য যা প্রয়োজন তা কোনও একজনকে করতেই হবে যদি ক্ষতি হয়, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষতি। যদি লাভ হয় তবে তাতে উপকৃত হবে দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবার।

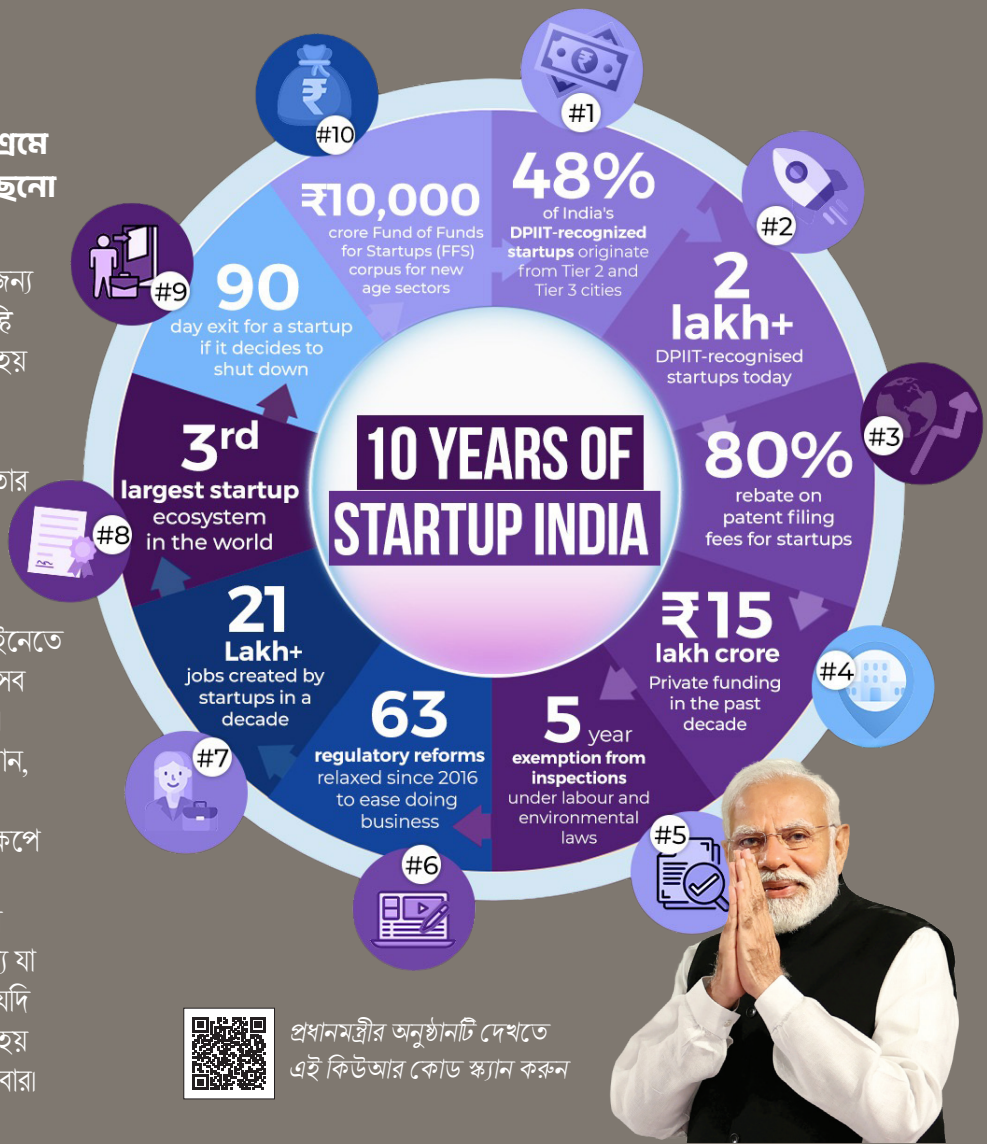

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানটি দেখতে এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন

স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার ১০ বছরের সাফল্যের ছবি বিজ্ঞান ভবনে ৫০০ – ৭০০ তরুণ - তরুণীকে নিয়ে স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার সূচনা হয়েছিল। আর ২০২৬-এর ১৬ জানুয়ারি ১০ বছর আগের শুরু হওয়া যাত্রার একটি মাইলফলক উপলক্ষে এত বেশি মানুষ জড়ো হয়েছিলেন যে ভারত মণ্ডপমে তিলধারণের জায়গা ছিল না।

২০২৫-এ ভারতে প্রায় ৪৪ হাজার নতুন স্টার্টআপ নিবন্ধিত হয়েছে। স্টার্টআপ ইন্ডিয়া চালু হওয়া ইস্তক এ এক নজির। এই সংখ্যা আমাদের স্টার্টআপ ও উদ্ভাবনা পরিমণ্ডলের প্রসারের নির্ভুল ও উজ্জ্বল প্রমাণ। আগে, ঝুঁকিবহুল নতুন ব্যবসা শুরু করত প্রধানত বড় বড় শিল্পপতিদের পরিবারের ছেলেমেয়েরা। কিন্তু এখন ছবিটা অন্যরকম। টিয়ার- টু এবং টিয়ার – থ্রি শহরগুলির, এমনকি গ্রামের তরুণ – তরুণীরা ও স্টার্টআপ খুলছেন। আজ ৪৫ শতাংশেরও বেশি স্টার্টআপে কর্ণধারদের অন্তত একজন মহিলা। মহিলা নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপে অর্থ সংস্থানের নিরিখে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয়।

স্টার্টআপ পরিমণ্ডলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-চারিতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া নিছক একটি প্রকল্প নয়, এক 'রঙিন স্বপ্ন' । এর অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রের সামনে নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেওয়া। কেবল অংশীদারিত্ব নয়, সারা বিশ্বে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নিতে হবে আমাদের। নতুন চিন্তাভাবনার মাধ্যমে পেরিয়ে চলতে হবে একের পর এক বাধা। উৎপাদন ক্ষেত্রে স্টার্টআপগুলির আরও অংশগ্রহণের সময় এসেছে। প্রযুক্তিগত ব্যতিক্রমী উদ্যোগ প্রয়োজন। আগামী ১০ বছরের মধ্যে সারা বিশ্বে স্টার্টআপ পরিমণ্ডলে একেবারে প্রথম সারিতে জায়গা করে নিতে হবে ভারতকে। ●

প্রজাতন্ত্র দিবস

স্বাধীনতার প্রতীক,
সাংবিধানিক এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে, সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে এবং উন্নত ভারত গড়ে তোলার জন্য আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করতে অনুপ্রাণিত করে। এই উপলক্ষ্যটি জাতি গঠনের জন্য সম্মিলিত সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নবায়নযোগ্য শক্তিও জোগায়। ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর ভাষণের সম্পাদিত কিছু অংশ এখানে দেওয়া হল...

সংবিধানঃ বিশ্বের বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি

আমাদের সংবিধান হল বিশ্ব ইতিহাসের বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর। আমাদের সংবিধানে নিহিত ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শ আমাদের প্রজাতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করে। সংবিধানের প্রণেতারা সাংবিধানিক বিধানের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের চেতনা এবং দেশের ঐক্যের জন্য একটা শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করেছিলেন। লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আমাদের জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে, আমাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐক্যের বুনন আমাদের পূর্বপুরুষরা বুনেছিলেন। ঐক্যের এই চেতনাকে তুলে ধরার প্রতিটি প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

বন্দে মাতরম রচনার ১৫০ বছর

গত বছরের ৭ নভেম্বর থেকে, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম' রচনার ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে উদযাপনের আয়োজন করা হচ্ছে। ভারত মাতার ঐশ্বরিক রূপের প্রতি প্রার্থনা হিসেবে এই গানটি প্রতিটি ভারতীয়র হৃদয়ে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে। মহান জাতীয়তাবাদী কবি সুব্রাহ্মণ্য ভারতী তামিল ভাষায় "বন্দে মাতরম য়েন্বম" গানটি রচনা করেছিলেন, যার অর্থ "আসুন আমরা বন্দে মাতরম জপ করি" এবং জনসাধারণকে বন্দে মাতরম-এর চেতনার সঙ্গে আরও বৃহত্তর পরিসরে সংযুক্ত করেছিলেন। অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও এই গানের অনুবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শ্রী অরবিন্দ এই গানটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দে মাতরম' আমাদের গীতিময় জাতীয়

প্রার্থনা। ২০২১ সাল থেকে, নেতাজি জয়ন্তী 'পরাক্রম দিবস' হিসেবে পালিত হয় যাতে জনগণ, বিশেষ করে তরুণরা তাঁর অদম্য দেশপ্রেম থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারে। নেতাজির 'জয় হিন্দ' স্লোগান আমাদের জাতীয় গর্বের ঘোষণা।

এক প্রাণবন্ত প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলা, তাকে শক্তিশালী করা

আমাদের তিন সশস্ত্র বাহিনীর বীর সৈনিকরা মাতৃভূমির প্রতিরক্ষায় সবসময় সজাগ। পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা জনগণের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য নিরন্তর এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। আমাদের কৃষকরা জনগণের খাদ্য উৎপাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। আমাদের দেশের পথপ্রদর্শক এবং প্রতিভাবান মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছেন। আমাদের দক্ষ ডাক্তার, নার্স এবং সব স্বাস্থ্যসেবা কর্মী মানুষের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার প্রতি দায়বদ্ধ। নিষ্ঠাবান পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা আমাদের দেশের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আমাদের আলোকিত শিক্ষকরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলছেন। আমাদের বিশ্বমানের বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়াররা দেশের উন্নয়নে নতুন দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। জাতিকে পুনর্গঠন করছেন আমাদের পরিশ্রমী কর্মীরা। আমাদের প্রতিভাবান শিল্পী, কারিগর এবং লেখকরা আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের আধুনিক রূপ দিচ্ছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা দেশের বহুমুখী উন্নয়নের পথপ্রদর্শক। আমাদের উদ্যমী উদ্যোগপতিরা দেশকে উন্নত এবং স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখছেন।

বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও

দেশের উন্নয়নের জন্য নারীদের সক্রিয় ও ক্ষমতাসম্পন্ন অংশগ্রহণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় প্রচেষ্টা বহুক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে। 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' অভিযান মেয়েদের শিক্ষাকে উৎসাহিত করেছে। 'প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা'র আওতায় এখনও পর্যন্ত ৫৭ কোটিরও বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এই অ্যাকাউন্টের প্রায় ৫৬ শতাংশই মহিলাদের। বোন এবং মেয়েরা পুরনো ধারণা ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছেন। পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা প্রায় ৪৬ শতাংশ। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের ধারণাকে অভূতপূর্ব শক্তি প্রদান করবে।

'আদি কর্মযোগী' অভিযান

'আদি কর্মযোগী' অভিযানের মাধ্যমে, উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের নেতৃত্বের সম্ভাবনাকে লালন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সরকার দেশের জনগণের কাছে উপজাতি সম্প্রদায়ের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য মিউজিয়াম নির্মাণসহ বহু পদক্ষেপ নিয়েছে। তাদের কল্যাণ ও উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এইধরণের অভিযানগুলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য এবং আধুনিক উন্নয়নের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে কাজ করছে।

ডিজিটাল পেমেন্ট

আমাদের জনগণ ব্যাপকভাবে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আজ, বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি ডিজিটাল লেনদেন ভারতে হয়। ছোট দোকান থেকে পণ্য কেনা থেকে শুরু করে অটোরিকশা ভাড়া বাবদ টাকা দেওয়া পর্যন্ত, ডিজিটাল পেমেন্টের ব্যবহার বিশ্বের মানুষদের কাছে একটা চমৎকার উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

অপারেশন সিঁদুর

গত বছর, আমাদের দেশ অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে নির্ভুল হামলা চালিয়েছে। সন্ত্রাসবাদী কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করা হয়েছে এবং বহু সন্ত্রাসবাদী তাদের শেষ পরিণতি বরণ করেছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের স্বনির্ভরতা অপারেশন সিঁদুরের ঐতিহাসিক সাফল্যকে শক্তিশালী করেছে। ভারত ভূমিতে বসবাস করা আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমাদের মাতৃভূমি সম্পর্কে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেনঃ ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা, যার অর্থঃ আমার দেশের পবিত্র মাটি! আমি তোমার পায়ে মাথা নত করি। আমি বিশ্বাস করি যে প্রজাতন্ত্র দিবস দেশপ্রেমের এই দৃঢ় অনুভূতিকে আরও শক্তিশালী করার এক সুযোগ। আসুন আমরা সবাই 'দেশ প্রথমে' চেতনা নিয়ে একসঙ্গে কাজ করি এবং আমাদের প্রজাতন্ত্রকে আরও গৌরবময় করে তুলি। ●

বন্দে মাতরম

বীরত্ব ও সংস্কৃতির চেতনায় অনুরণিত

৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস ভারতীয় গণতন্ত্রের নীতি, তার সাংবিধানিক মূল্যবোধের শক্তি এবং দেশের প্রগতিশীল যাত্রার এক মহা উদযাপনে পরিণত হয়েছিল। কর্তব্য পথে অনুষ্ঠিত এই দারুণ কুচকাওয়াজ ভারতের সামরিক শক্তি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং এক স্বনির্ভর ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। রাষ্ট্রপতির অভিবাদন গ্রহণ থেকে শুরু করে তিন সশস্ত্র বাহিনীর অসাধারণ উপস্থাপনা, অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন রাজ্যের আকর্ষণীয় ট্যাবলো, প্রতিটি মুহূর্ত জাতীয় গর্বের সঙ্গে অনুরণিত হয়েছিল। এই ছবির বৈশিষ্ট্য প্রজাতন্ত্র দিবসের অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলিকে ধরেছে, ভারতের ঐক্য, অখণ্ডতা এবং নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির চেতনাকে প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরেছে…

৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের সম্পূর্ণ কুচকাওয়াজ দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

কর্তব্য পথে ভারতের রাষ্ট্রপতি, দ্রৌপদী মুর্মুকে স্বাগত জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের সময় কর্তব্য পথে নাগরিকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং তিন বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এই বছরের প্যারেডের থিম ছিল 'বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বছর'।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, ২০২৬ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের প্রধান অতিথি, ইউরোপীয় কাউন্সিলের সভাপতি আন্তোনিও লুইস সান্তোস দ্য কোস্টা এবং ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেয়েনের সঙ্গে

পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী হামলার নির্ভুলতা প্রদর্শনকারী অপারেশন সিঁদুর ট্যাবলো।

জম্মু ও কাশ্মীরের কন্যা সিমরান বালা প্রথমবারের মতো সিআরপিএফ-এর একটি পুরুষ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন

কর্তব্য পথে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা ভারতের আত্মাকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন

সমৃদ্ধির মন্ত্রঃ আত্মনির্ভর ভারত, তামিলনাড়ুর ট্যাবলোতে প্রদর্শিত।

ওয়াটার মেট্রো এবং ১০০% ডিজিটাল সাক্ষরতাঃ আত্মনির্ভর ভারতের জন্য আত্মনির্ভর কেরালা

সেনাবাহিনীর সদস্যরা বাইক স্টান্ট প্রদর্শন করছেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা তুলে ধরে একটা ট্যাবলো।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ট্যাবলো।

কাশী - তামিল সঙ্গমম
এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারতের প্রাণবন্ত প্রতীক

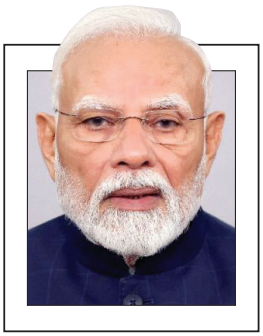

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

বিশ্বের একটি প্রাচীনতম ভাষা এবং প্রাচীনতম শহরের মেলবন্ধন বিশেষ এক সঙ্গম অবশ্যই। কাশী তামিল সঙ্গমম এই ধরণের এক সম্পর্কের উদযাপন – যা ভারতের মননে প্রোথিত শতকের পর শতক ধরে। তামিনাড়ু এবং কাশীর মধ্যে অগনিত পুণ্যার্থী, গবেষক এবং জ্ঞান পিপাসুর যাতায়াত একটি বস্তুগত আদান-প্রদানই কেবলমাত্র নয়, তা হল চিন্তাভাবনা, ভাষা এবং প্রাণবন্ত ঐতিহ্যের মিথস্ক্রিয়া। এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারতের উজ্জল প্রতীক কাশী-তামিল সঙ্গমম সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই বিশেষ নিবন্ধটি পড়ুন...

তামিল জনগোষ্ঠী এবং সংস্কৃতির সঙ্গে কাশীর সংযোগ অত্যন্ত গভীর। কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের অধিষ্ঠান। তামিলনাড়ুতে রয়েছেন রামেশ্বরম। তামিলনাড়ুর তেনকাশী দক্ষিণের কাশী কিংবা দক্ষিণ কাশী নামে পরিচিত।

কয়েকদিন আগেই সোমনাথ স্বাভিমান পর্বে যোগ দিতে আমি পবিত্র সোমনাথ ভূমিতে গিয়েছিলাম। ১০২৬ –এ সোমনাথে প্রথম হামলার ১০০০ বছর পর হল এই উদযাপন। এই সমারোহে যোগ দিতে এসেছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। তাঁরা ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং দেশের মানুষের অদম্য উৎসাহের যোগসূত্রে ছিলেন আবদ্ধ। অনুষ্ঠান চলাকালীন, বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, যাঁরা সৌরাষ্ট্র – তামিল সঙ্গমমের সময় সোমনাথে এবং কাশী- তামিল সঙ্গমমের সময় কাশীতে উপস্থিত ছিলেন। এই ধরণের আয়োজনের প্রতি তাঁদের উৎসাহ আমায় স্পর্শ করে এবং সেজন্যই কয়েকটি বিষয় বলতে চাই।

মন – কি – বাত-এর একটি পর্ব চলাকালীন আমি বলেছিলাম যে তামিল ভাষা শিক্ষা না করা আমার জীবনের একটা বড় ভুল। আনন্দের কথা বিগত কয়েক বছর আমাদের সরকার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তামিল সংস্কৃতি এবং ‘এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত’- এর ধারণাকে জনমানসে আরও বেশি করে প্রোথিত করতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। তারই একটি হল কাশী – তামিল সঙ্গমম। আমাদের চিন্তা ধারায় সঙ্গমম কিংবা মেলবন্ধনের একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সেই দিক থেকে কাশী – তামিল সঙ্গমম একটি

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানটি দেখতে এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন

বিশেষ বার্তা দেয়। এই সমারোহের মূল কথা ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐতিহ্যের সম্মেলন এবং তার অতুলনীয় পরিচয়কে তুলে ধরা।

এই ধরণের সঙ্গমমের জন্য কাশীর চেয়ে ভাল জায়গা আর কি হতে পারে? এই কাশী বিস্তৃত আদিকাল থেকে সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হয়ে রয়েছে যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন জায়গার মানুষ এসেছেন জ্ঞান ও মোক্ষের সন্ধানে।

কাশীর সঙ্গে তামিল জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির সংযোগ অত্যন্ত গভীর। কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের অধিষ্ঠান। তামিলনাড়ুতে রয়েছে রামেশ্বরম। তামিলনাড়ুর তেনকাশী, দক্ষিণের কাশী বা দক্ষিণ কাশী নামে পরিচিত। কাশী এবং তামিলনাড়ুকে আধ্যাত্মিক বৌদ্ধিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগে মিলিয়েছেন কুমারাগুরুপারার স্বামীগাল। তামিলনাড়ুর কৃতি সন্তান সুব্রাহ্মণ্য ভারতী কাশীকে বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক জাগরণের ভূমি বলে জেনেছিলেন। এখানেই তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনা সমৃদ্ধ হয়, তাঁর কবিতাতে নতুন মাত্রা যোগ হয় এবং তাঁর চোখে মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ ভারতের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই নিবিড় সংযোগের আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

২০২২-এ প্রথম কাশী - তামিল সঙ্গমমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের কথা মনে পড়ে আমার। কাশী, প্রয়াগরাজ এবং অযোধ্যায় এসেছিলেন তামিলনাড়ুর গবেষক, শিল্পী, শিক্ষার্থী, কৃষক, লেখক এবং পেশাদারেরা।

পরবর্তী পর্বের উদযাপন সমারোহগুলি আরও বিস্তৃততর হয়েছে। লক্ষ্য ছিল নতুন ও উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগ নেওয়া। সেজন্যই মূল সুর অপরিবর্তিত থাকলেও এই সমারোহ পর্বের বিবর্তন ঘটেছে। ২০২৩-এ দ্বিতীয় পর্বে প্রযুক্তির অধিকতর প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষে মানুষে ভাষাগত বিভেদ দূর করার চেষ্টা হয়। তৃতীয় পর্বে অগরাধিকারের কেন্দ্র ছিল ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা। পাশাপাশি শিক্ষামূলক আলোচনা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং প্রদর্শনীর আয়োজনও ছিল – উপস্থিত ছিলেন আরও বেশি সংখ্যক মানুষ।

২০২৫-এর ২ ডিসেম্বর চতুর্থ কাশী – তামিল সঙ্গমমের সূচনা হয়। মূল বিষয়টি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ – তামিল শেখা – কাশী এবং দেশের অন্য জায়গার মানুষের কাছে এ ছিল এক বড় সুযোগ। তামিলনাড়ু থেকে এসেছিলেন শিক্ষকরা।

এছাড়াও ছিল নানা বিশেষ আয়োজন। প্রাচীন তামিল সাহিত্যকৃতি থোলকাপ্পিয়াম অনুবাদ করা হয় ৪টি ভারতীয় এবং ৬ টি বিদেশি ভাষায়।

তেনকাশী থেকে কাশী মুনি অগস্ত্য যান – এর যাত্রা নানান দিক থেকেই বিশেষ । পথে চক্ষু শিবির, স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির, ডিজিটাল সাক্ষরতা শিবিরের মতো একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই যাত্রার মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয় পাণ্ড্য শাসক রাজা আদি বীর পরাক্রম পাণ্ডিয়ানকে –সাংস্কৃতিক ঐক্যের বার্তা প্রচার করেছিলেন। নমো ঘাটে প্রদর্শনী, বেনারস হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক অধিবেশন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন ছিল।

কাশী – তামিল সঙ্গমমে তরুণ – তরুণীরা যেবাবে যোগ দিয়েছেন তা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এটা স্পষ্ট যে আমাদের যুবশক্তি নিজের মূলের সঙ্গে সংযোগ নিবিড়তর করতে চায়। এই মঞ্চ সেজন্যই তাদের কাছে এত প্রাসঙ্গিক।

এই অনুষ্ঠানের জন্য কাশীতে যাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হয়। তামিলনাড়ু থেকে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করে ভারতীয় রেল। যাত্রাপথে বহু স্টেশনেই, বিশেষত তামিলনাড়ুতে, সুরেলা সঙ্গীত এবং ভাষ্যের ব্যবস্থা ছিল।

কাশী এবং উত্তরপ্রদেশের ভাই-বোনেদের জন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। কাশী-তামিল সঙ্গমম-এ আসা প্রতিনিধিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তাঁরা। বহু মানুষ তামিলনাড়ুর অতিথিদের জন্য নিজের বাড়ির দরজা পর্যন্ত খুলে দিয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসন তাঁদের জন্য ২৪ ঘন্টা পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে। কাশীর সাংসদ হিসেবে আমার কাছে এর চেয়ে বেশি গর্বের আর কিই বা হতে পারে!

এবার কাশী-তামিল সঙ্গমম-এর সমাপ্তি অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি থিরু সি পি রাধাকৃষ্ণনজি – যিনি তামিলনাড়ুর সন্তান। অনবদ্য ভাষণে তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের কথা তুলদ ধরেন এবং এই ধরনের মঞ্চ জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাও উল্লেখ করেন।

কাশী-তামিল সঙ্গমম সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত আদানপ্রদান এবং মানুষে-মানুষে সংযোগের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে স্থায়ী বন্ধন তৈরির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামীদিনে এই মঞ্চকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে চাই আমরা। কারণ, এই সমারোহ 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর ধারণাকে আরও মজবুত করার সহায়ক – যা যুগের পর যুগ ধরে আমাদের বিভিন্ন উৎসব, সাহিত্যকৃতি, সঙ্গীত, শিল্পকলা, রন্ধনশিল্প, স্থাপত্য এবং জ্ঞান পরম্পরার মাধ্যমে তৈরি হয়ে উঠেছে।

বছরের এই সময়টি দেশের মানুষের কাছে বিশেষ একটি বার্তা এনে দেয়। সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ, পোঙ্গল, মাঘ বিহু উৎসবে মাতেন মানুষ। এই উৎসবগুলি সূর্য, প্রকৃতি এবং কৃষিকাজ সম্পর্কিত। মানুষের মধ্যে ঐক্যের বোধ আরও জোরদার করে সমাজে সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা দেয় এইসব উৎসব। এই উপলক্ষে আমি দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই। অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে আমাদের জাতীয় ঐক্য আরও জোরদার হোক, এমনটাই আমি চাই।

পারস্পরিক সহায়তা পুষ্ট করেছে

ইন্দো-জার্মান অংশীদারিত্বকে

ভারত ও জার্মানির সম্পর্ক নিছক একটি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার পরিসর পেরিয়ে এমন একটি অংশীদারিত্বে পরিণত হয়েছে যা সারা বিশ্বে শান্তি, আর্থিক সুস্থিতি এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনার উদ্যোগে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নিয়ম-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা এবং বহুপাক্ষিকতার আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা দুটি দেশকে স্বভাবগত অংশীদারে পরিণত করেছে। জার্মান চ্যান্সেলরের দু'দিনের ভারত সফরে দু'দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ...

ভারত-জার্মানি অংশীদারিত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিক মার্ৎজ ১২-১৩ জানুয়ারি এ দেশ সফর করলেন। ঐ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে দু'দেশের মধ্যে। জার্মান চ্যান্সেলরের ভারত সফরের সময় আমেদাবাদে ভারত-জার্মানি সিইও ফোরামের সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, প্রথম এশিয়া সফরের জন্য ভারতকেই বেছে নিয়েছেন চ্যান্সেলর মার্ৎজ। এই বিষয়টি দু'দেশের দৃঢ় অংশীদারিত্বের প্রতিফলন। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিধর দুই বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ নতুন প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে। জৈবপ্রযুক্তি, ফার্মাসিউটিক্যালস, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং কিংবা সাইবার নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলিতে সহযোগিতার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত-জার্মানি অংশীদারিত্ব সারা বিশ্বের দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত গ্রিন হাইড্রোজেন, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি এবং জৈবজ্বালানি ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নিতে চলেছে। ফলে, এ দেশে জার্মান সংস্থাগুলির বিনিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সৌর ব্যাটারি, ইলেক্ট্রোলাইজার, উইন্ড টার্বাইন উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলি বিশেষভাবে সম্ভাবনাময়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে ভারত অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগে বিশ্বাসী। জার্মানির এআই পরিমণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে আমরা মানব-কেন্দ্রিক ডিজিটাল ভবিষ্যতের নির্মাণ নিশ্চিত করতে পারি।

জার্মান চ্যান্সেলর মার্ৎজের সঙ্গে যৌথ বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান যে ভারত জার্মানির সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করতে আগ্রহী। গত বছর দুই দেশ কৌশলগত অংশীদারিত্বের ২৫ বছর উদযাপন করেছে। এ বছরও দুটি দেশই

বিশদে যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে

প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি, প্রযুক্তি, উদ্ভাবনা, বিজ্ঞান ও গবেষণা, পরিবেশ-বান্ধব ও ধারাবাহিক বিকাশ, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংযোগ এবং আন্তর্জাতিক সমীকরণ, দক্ষতায়ন, যাতায়াত ও সংস্কৃতি।

এক নজরে ...

- ক্রীড়া ক্ষেত্রে দু'দেশের সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ।
- উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরির জন্য একটি চুক্তিতে উপনীত হয়েছে দুই দেশ।
- ভারতে ক্যাম্পাস খোলার জন্য জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
- ভারতীয় নাগরিকদের ভিসা-ফ্রি ট্রানজিট-এর সুবিধা দেবে জার্মানি।
- জার্মান মেরিটাইম মিউজিয়ামের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কাজ করবে গুজরাটের লোথালে অবস্থিত ন্যাশনাল মেরিটাইম হেরিটেজ কমপ্লেক্স।
- জার্মানিতে সহায়ক কর্মকাণ্ড আরও প্রসারিত করবে গুজরাট আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয়।

জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রেডরিক মার্ৎজ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবরমতী আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান এবং ঘুড়ি উৎসবে অংশ নেন।

কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর উদযাপন করছে। এই বিষয়গুলি অভিন্ন লক্ষ্য ও পারস্পরিক আস্থার বার্তাবাহী। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার হওয়ায় কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও প্রসারিত হচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে – ৫০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে ভারত এবং জার্মানির অগ্রাধিকারের পরিসরে মিল রয়েছে। বিষয়টিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ইন্দো-জার্মান উৎকর্ষকেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রযুক্তি, উদ্ভাবনা এবং সামগ্রিকভাবে গবেষণার ক্ষেত্রে তা হয়ে উঠবে এক অভিন্ন মঞ্চ। গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনে দু'দেশের বিভিন্ন সংস্থা যে মেগা প্রকল্পের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার ফলে ভবিষ্যতে জ্বালানি ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বৃদ্ধি করার রূপরেখা তৈরি করেছে দুই দেশ।

ভারতের মেধাসম্পন্ন তরুণ প্রজন্ম জার্মান অর্থনীতির বিকাশে বিশেষ অবদান রাখে। গ্লোবাল স্কিল পার্টনারশিপে জারি হওয়া যৌথ বিবৃতি তারই প্রতিফলন। এর ফলে, বিশেষত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্রে কর্মরত পেশাদাররা অনেক সহজে দু'দেশের মধ্যে যাতায়াত করতে পারবেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও দু'দেশের বন্ধুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। ঘানা ক্যামেরুন এবং মালাউয়িতে যৌথ প্রকল একথাই প্রমাণ করেছে যে, ত্রিপাক্ষিক বিকাশমূলক অংশীদারিত্ব আগামী বিশ্বে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। দক্ষিণী বিশ্বের দেশগুলির উন্নয়নেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে দুই দেশ। এজন্য একটি আলাপচারিতা মঞ্চ তৈরি করা হবে।

দু'দেশের মধ্যে আঞ্চলিক বিষয়ের পাশাপাশি ইউক্রেন ও গাজার মতো নানা আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে ভারত সব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী এবং এই কাজে সম্পূর্ণভাবে সহায়তায় প্রস্তুত। দু'দেশই এ বিষয়ে সহমত যে সন্ত্রাসবাদ মানব সভ্যতার সামনে মারাত্মক বিপদ। এর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবে দুই দেশ। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সংস্কারের ক্ষেত্রে দুটি দেশই অভিন্ন ধারণা পোষণ করে। জি-৪ গড়ে তুলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করে চলেছে ভারত ও জার্মানি। ●

Narendra Modi
@narendramodi

अद्भुत जोश और बेमिसाल जज्बे से भरी हमारी युवा शक्ति सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के लिए संकल्पबद्ध है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देशभर के अपने युवा साथियों से संवाद को लेकर बेहद उत्सुक हूं। इस कार्यक्रम में 12 जनवरी को आप सभी से मिलने वाला हूं।

Rajnath Singh
@rajnathsingh

एक सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र ही सुरक्षित व्यापार, सुरक्षित जीवन और सुरक्षित पर्यावरण की गारंटी देता है। ऐसे में 'समुद्र प्रताप' जैसे प्लेटफॉर्म समुद्री सुरक्षा को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करते हैं।

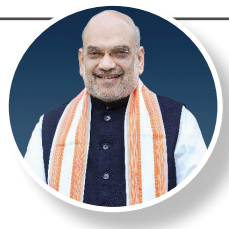

Amit Shah
@AmitShah

BSL-4 लैब के बनने के बाद खतरनाक वायरस के सैंपल जांचने के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता खत्म होगी और इससे जांच में भी तेजी आएगी।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

देश में जल्द ही शुरु होगी 'कैशलेस ट्रीटमेंट' योजना : रोड एक्सिडेंट घटना में जान बचाने के लिए होगी मददगार।

#RoadSafety #SadakSurakshaAbhiyaan
#सड़कसुरक्षाअभियान

Dharmendra Pradhan
@dpradhanbjp

'विश्व हिंदी दिवस' पर सभी हिंदी प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, भारत की आत्मा, संवेदना और सांस्कृतिक एकता की अभिव्यक्ति है। इसकी सरलता और व्यापकता ने सदैव विविधताओं से भरे भारत को भावनात्मक रूप से जोड़े रखा है।

Giriraj Singh
@girirajsinghbjp

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मज़बूत नीतिगत सुधार, बढ़ती खपत और बेहतर आर्थिक संकेतकों के असर से भारत की ग्रोथ तेज़ हुई है।

Q2 में शानदार प्रदर्शन के बाद पूरे साल की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर करीब 7.6%, और आगे भी रफ़्तार बने रहने की उम्मीद है।

India, Germany to boost ties in defence, trade, critical tech

Modi Hosts Merz In Guj, 19 Pacts Formalised

As PM Modi hosted German Chancellor Friedrich Merz for bilateral talks in Ahmedabad, the two countries agreed to significantly boost their defence, trade and critical and emerging technology ties with the formalisation of 19 agreements. There were eight other announcements meant to ramp up cooperation in areas ranging from people-to-people contact to Indo-Pacific and green development, including visa-free transit for Indian passport-holders through Germany.

PM Modi and German Chancellor Friedrich Merz fly a kite during the International Kite Festival at Sabarmati riverfront in Ahmedabad

Amongst the highlights was a joint declaration of intent on strengthening bilateral defence industrial cooperation with Modi saying both sides will also work on a roadmap to enhance cooperation between their defence industries, opening new opportunities for co-development and co-production.

"The growing cooperation in defence and security is a symbol of our mutual trust and shared vision. I express my heartfelt gratitude to Chancellor Merz for simplifying processes related to defence trade," said Modi. Four pacts were inked to boost cooperation in critical and emerging tech, including semiconductors and critical minerals. TNN

▶Slam terror attacks, P 14

India's youth must resolve to free the nation from mindset of slavery: Modi

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Every youth of the country must resolve to take the nation out of the mentality of slavery, Prime Minister Narendra Modi said on Monday as he urged the youth to rid the nation of colonial-era education policies and move towards meeting the goal of a Developed India.

Addressing the concluding session of Viksit Bharat Young Leaders Dialogue, Modi urged the youngsters to draw inspiration from the teachings of Swami Vivekananda, who spoke about the purpose of our life; the sentiment of nation first; and how our efforts should be oriented towards ensuring the best for the country.

"In all these aspects he showed us the way. While remembering him every year on January 12, we organise the National Youth Day and the day was chosen as the date for the Viksit Bharat young leaders dialogue...," he said.

He further slammed British

Prime Minister Narendra Modi

reformer Thomas Macaulay's colonial-era policies for trying to sow the seeds of inferiority among Indians toward their own heritage, products, and capabilities. "We have to undo the sins from 200 years ago when Macaulay introduced an education system that instilled a sense of slavery in our people...," he said.

Recalling the period before 2014 as an era of policy paralysis, excessive red tape, and limited opportunities for youth, the PM highlighted how young people then faced cumbersome procedures for jobs, exams, and starting businesses, with delays in decision-making and poor implementation of policies.

"The chain of changes and reforms that we started in the past decade... has now become the Reform Express. At the centre of these reforms is our youth power. Therefore, every youth of the country must resolve to take the nation out of the mentality of slavery," he said.

"There were too many restrictions for the youth. They had to run around for signatures to get the certificates attested for taking exams... Banks sought guarantees for giving loans for small businesses and this was a reality till about a decade ago," he added.

The PM said while the world was focussing on start ups, there was no such discussion in India. "There were very few discussions in India about start-ups. There were less than 500 registered start-ups till 2014... the youth couldn't show their talent. We chose a different path because we have faith in the talent of the young..." he said.

The PM said there were places where only the government could operate till a few years ago.

"...Only Isro had the responsibility of taking the space sector ahead. However, we opened up the space sector to private companies, and today there are over 300 startups in this industry. Remarkably, in a short span of time, one such startup, Skyroot Aerospace, developed and launched their own rocket, Vikram S," he said.

Citing the example of the defence sector and said, "Defence Sector was earlier dependent on government companies. Our government changed this and doors were opened for startups in India's defence ecosystem. Youth benefited from this. Today, more than 1000 defence startups are operating in India. If one is building drones, the other is making an anti-drone system. If one is building an AI camera, the other is working on robotics. Digital India has built a new community of creators in India. India is witnessing the development of Orange Economy."

SOMNATH SWABHIMAN PARV

India Will Raise its Glory to New Heights, says PM

History of Somnath is not a history of defeat, but one of victory and reconstruction: Modi

DP Bhattacharya

Should we not remember the valour of our ancestors? Should we not draw inspiration from their deeds of courage? It is the history of the valour of our ancestors, of their sacrifice and dedication

Gen Z is full of creativity: PM

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, January 12

PRIME MINISTER NARENDRA Modi on Monday said India's Gen Z is full of creativity and with innovative ideas, energy and purpose, the country's youth is at the forefront of nation-building.

Addressing the concluding session of Viksit Bharat Young Leaders Dialogue (VBYLD) in New Delhi in which he interacted with youngsters from across India and abroad, Modi said this initiative, in a short span of time, has grown into a significant platform where young people actively engage in shaping the nation's direction.

"Every year on January 12, we celebrate the National Youth Day in honour of Swami Vivekananda, whose life and teachings continue to inspire

PM Narendra Modi addresses the concluding session of Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 on Monday ANI

Leaders Dialogue was established," he said.

Modi said the central government rolled out successive schemes with a clear focus on

momentum in India subsequently.

"With innovative ideas, energy and purpose, Yuva Shakti is at the forefront of nation-building," he said.

The prime minister said India is experiencing remarkable growth in the Orange Economy, rooted in culture, content and creativity.

"Over the past decade, the series of reforms we began has now turned into a Reform Express. At the heart of these reforms is our Yuva Shakti," he said.

The Viksit Bharat Young Leaders Dialogue is a national platform designed to facilitate structured engagement between India's youth and national leadership.

The dialogue, being held from January 9 to 12, has witnessed participation from over

Stay united, defeat those trying to divide us: Modi

Vrinda Tulsian and Maulik Pathak
letters@hindustantimes.com

VERAVAL/AHMEDABAD: Prime Minister Narendra Modi on Sunday warned against appeasement politics and whitewashing history, saying those who opposed the reconstruction of the Somnath Temple were still active today, even as he asserted that India was witnessing an era of unprecedented certainty and political stability in an uncertain world.

The PM spoke at two separate events in his home state of Gujarat – first addressing the Somnath Swabhiman Parv at Prabhas Patan, where he said repeated attacks on the Somnath temple over centuries could not be explained as acts of economic plunder alone, arguing that if loot had been the sole motive, the assaults would have stopped after the first invasion a thousand years ago.

PM Narendra Modi at the Somnath Temple on Sunday. ANI

Kutch region in Rajkot city, saying the world's fastest-growing large economy was fast marching towards becoming the third-largest economy soon.

"Those forces which had opposed the reconstruction of the Somnath temple are still present in our country and they are very much active. Instead of

Prabhas Patan.

"That is why we need to remain alert and united. We have to make ourselves more powerful to defeat such forces which are conspiring to divide us," he added.

He was addressing a gathering of saints, priests, elected representatives and devotees

ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী : ফেব্রুয়ারি ১, ২০২৬

সমুদ্র প্রতাপ

সমুদ্র পরিসরে ভারতের নিজস্ব শক্তি

ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ফেব্রুয়ারি ১, ২০২৬ তারিখে। এই বছরের উদযাপন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ, সমুদ্র পরিসরে ভারতের অন্যতম রক্ষক এই উপকূলরক্ষী বাহিনী তাদের বৃহত্তম এবং দেশে তৈরি প্রথম দূষণ নিয়ন্ত্রণ সহায়ক জলযান 'সমুদ্র প্রতাপ'কে সম্প্রতি জলে ভাসিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর হাতে 'সমুদ্র প্রতাপ'-এর যাত্রা শুরু হয়েছে ২০২৬-এর ৫ জানুয়ারি। এই জাহাজটি আত্মনির্ভর ভারতের অন্যতম প্রতীক এবং ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রতিফলন ...

সমুদ্র পরিসরে ভারতের গর্বের এই জাহাজে রয়েছে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা

'সমুদ্র প্রতাপ' হল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর প্রথম দেশজ দূষণ প্রতিরোধী জলযান।

এই জলযানে রয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সরঞ্জাম। তা সজ্জিত একটি ৩০ এমএম সিআরএন-৯১ বন্দুক এবং দুটি ১২.৭ এমএম-এর সুস্থিত দূরসংবেদী বন্দুকে – রয়েছে সমন্বিত অগ্নি নিয়ন্ত্রণ প্রণালীও।

১১৪.৫ মিটার দীর্ঘ

১৬.৫ মিটার প্রস্থ

২২+ নট গতি

৪,২০০ টন ওজন

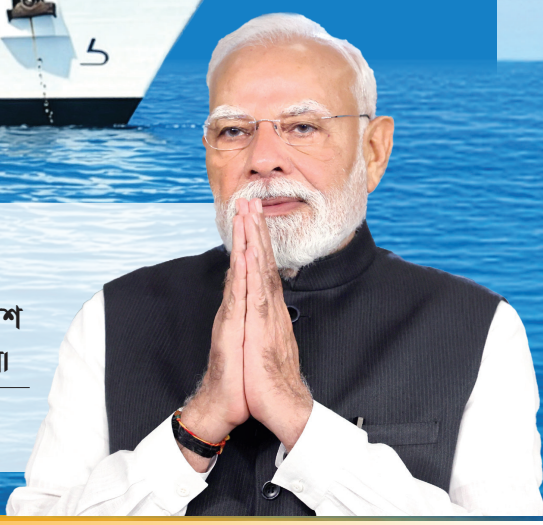

> ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজ 'সমুদ্র প্রতাপ'-এর যাত্রার সূচনা নানা কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বনির্ভরতা, দেশের সুরক্ষা সংক্রান্ত সরঞ্জামের বিকাশ এবং ধারাবাহিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের দায়বদ্ধতার প্রমাণ দেয় এই জলযান।
>
> নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 FEBRUARY 1-15, 2026

RNI Registered No DELENG/2020/78811, Delhi Postal License No DL(S)-1/3545/2023-25, WPP NO U(S)-93/2023-25, posting at BPC, Market Road, New Delhi-110001 on 26-30 advance Fortnightly (Publishing Date: January 19,2026 Pages-56)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHED & PRINTED BY:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

PRINTED AT:
JK Offset Graphics Pvt. Ltd., B-278, Okhla Ind. Area Phase-I, New Delhi-110020